বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-২৫ ॥ ১১ মে ২০২৫ ॥ ২৮ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ১২ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এদেশ সব মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। হাজার বছর ধরে এদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এদেশ সব মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি।

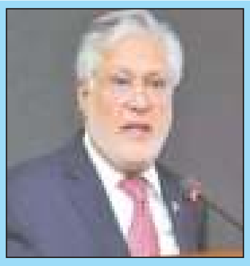

ভারত যুদ্ধবন্ধ করলে আমরাও করব: পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার জানিয়েছেন, ভারত যদি উত্তেজনাকর পদক্ষেপ বন্ধ করে, তাহলে ইসলামাবাদও তাই করবে। শনিবার একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, "যদি সামান্যতম বিচক্ষণতা থাকে, তাহলে ভারতও থামবে এবং যদি তারা থামে, তাহলে আমরাও থামব।

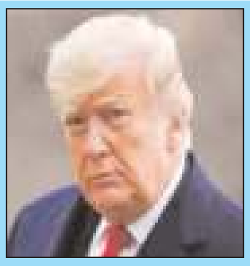

ভারত-পাকিস্তান তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে রাজি: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তান 'পূর্ণ ও তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে' সম্মত হয়েছে। নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এক পোস্টে তিনি এই ঘোষণা দেন। ট্রাম্প লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ রাতজুড়ে আলোচনার পর আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ভারত ও পাকিস্তান একটি পূর্ণ ও তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে।

আসন্ন বাজেটে মাতারবাড়ী ও মোংলা বন্দর উন্নয়নে বরাদ্দে বাড়াচ্ছে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন বাজেটে মাতারবাড়ী ও মোংলা বন্দর উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়াচ্ছে সরকার। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য কক্সবাজারের মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর ও বাগেরহাটের মোংলা সমুদ্রবন্দরকে শিপিং হাবে পরিণত করা। আর সেজন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থ। ওই লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি বরাদ্দ চেয়েছে। তাতে মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ এবং মোংলা বন্দরের উন্নয়নে বাজেটে চলতি অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৪৫ গুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ দেয়া হতে পারে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সরকার দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে মাতারবাড়ীকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ চট্টগ্রাম ও মোংলা ওই দুটি পুরোনো বন্দরের পানির গভীরতা বড় সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য যথেষ্ট নয়। সেজন্য সরকার মোংলা বন্দর পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ বর্তমানে দুর্বল যোগাযোগব্যবস্থা ও লজিস্টিক সমস্যার কারণে বন্দরটি অপ্রতুলভাবে ব্যবহার হচ্ছে। মূলত মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আঞ্চলিক সংযোগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ানোর লক্ষ্য নেয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৮০ শতাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সূত্র জানায়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আসন্ন বার্ষিক

উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) মোট ১০ হাজার ৪৩০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ চেয়েছে। যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির তুলনায় ৪৮ শতাংশ বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে সরকার এ খাতে ৭ হাজার ৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। মূলত মাতারবাড়ী ও মোংলা বন্দরের উন্নয়নকাজে বড় অঙ্কের বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কারণ এই দুটি বন্দর দেশের উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। মোংলা বন্দর বহু দশক ধরে সমস্যায় থাকায় সরকার সেটি পুনরুজ্জীবিত করতে চাচ্ছে। যাতে বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক সংযোগ বিশেষ করে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে সমপ্রসারিত করা যায়। আরমাতারবাড়ী বন্দর হবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনৈতিক লাইফলাইন। কারণ ওই বন্দরটি বৈশ্বিক পণ্য পরিবহনের আন্তর্জাতিক ট্রান্সপোর্ট হাবে পরিণত হবে। মোংলা বন্দর উন্নয়নের বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পাশাপাশি সরকার মোংলা বন্দর ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানের বৈদেশিক বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছে। পাশাপাশি ওই বন্দরের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে নতুন রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সড়ক ও সেতু সমপ্রসারণ করা হচ্ছে। সূত্র আরো জানায়, মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়নের জন্য নৌপরিবহন ২-এর পাতায় দেখুন

মুস্তাফা জামান আব্বাসীর মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

স্টাফ রিপোর্টার : একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সংগীতশিল্পী, গবেষক ও লেখক মুস্তাফা জামান আব্বাসীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার (১০ মে) এক বার্তায় তিনি এ শোক প্রকাশ করেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, একুশে পদকপ্রাপ্ত এই গুণী শিল্পী বাংলাদেশের সংগীত জগতে যে অবদান রেখেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধান উপদেষ্টা মুস্তাফা জামান আব্বাসীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, উপমহাদেশের খ্যাতনামা সংগীত পরিবারে জন্ম নেওয়া বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পীর গান ও গবেষণা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিত্যনতুন চিন্তা ও সৃষ্টির খোরাক জোগাবে। প্রসঙ্গত, মুস্তাফা জামান আব্বাসী আজ ভোরে রাজধানীর বনানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। মুস্তাফা জামান আব্বাসী উপমহাদেশের এক প্রখ্যাত সংগীত পরিবারের সন্তান। বাবা আব্বাসউদ্দীন আহমদ পল্লিগীতির কিংবদন্তি শিল্পী। এ ২-এর পাতায় দেখুন

নিয়ন্ত্রণ রেখার দুই প্রান্তে

আতঙ্কে বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হওয়ার পর গত তিনদিনে নিয়ন্ত্রণ রেখার দুই পাশের বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে বসবাস করা সাধারণ মানুষের দিন কাটছে আতঙ্কে। বহু মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুদেশের শহর এবং গ্রামগুলোতে বসতবাড়ির মধ্যে গোলা পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে অনেক বাড়ি। কোথাও আবার পুরো শহরই প্রায় খালি করে মানুষ পালিয়ে গেছে। ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের উরি আর কুপওয়ারা থেকে বিবিসির সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ওই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষ সীমান্তের অপর দিক থেকে গোলাগুলির ঘটনায় অভ্যস্ত। তবে কুপওয়ারা ক্রালপোরা গ্রামের মানুষ কখনো দেখেননি যে, তাদের গ্রামে গোলা এসে পড়েছে। ওই গ্রামের বাসিন্দা তানভির আহমেদ বলেন, জীবনে এই প্রথম আমাদের গ্রামে গোলা এসে পড়লো। শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে তাদের বাড়িতে একটি গোলা এসে পড়ে। এতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার একটি ট্রাক ও মাটি কাটার যন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন কারণ পরিবারের সবাই মাত্র ৫০০ মিটার দূরে একটা আশ্রয় কেন্দ্রে চলে গিয়েছিলেন। তাদের গ্রামে বেসামরিক নাগরিকদের জন্য কোনো বাঙ্কার বানানো হয়নি। উরি যেন এক ভূতুরে শহর উরি শহরের বাসিন্দারাও বলছেন, এত বেশি সংখ্যায় গোলা পড়তে তারা কখনো দেখেননি। বিবিসিকে পাঠানো এক টেলিফোন ভয়েস মেসেজে উরির বাসিন্দা নিসার হুসেইন বলেন, আমরা একটা মসজিদের বেসমেন্টে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এটা ১০ বছর আগে বানানো হয়েছে। সকালে যখন বাড়ির দিকে যাই দেখতে পাই আমার বাড়ির আশপাশেই তিনটা গোলা পড়েছে। বাড়ির কিছুটা অংশ ভেঙ্গে গেছে। একই দৃশ্য দেখেছেন বিবিসির আরেক সংবাদদাতা ডেভিনা গুপ্তা। তিনি ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সুরানকোটে গিয়েছিলেন। তিনি বলছেন, নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ব্যাপক গোলাবর্ষণের ফলে পুঞ্চ জেলার বহু মানুষ এখন ঘরছাড়া। বুধবার মাঝরাতের পর পাকিস্তানে ভারতীয় হামলার পর থেকে গোলাবর্ষণ বহুগুণ বেড়ে গেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। সোবিয়া নামের এক বাসিন্দা বিবিসিকে বলেছেন, হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে একমাসের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই দৌড়াই আমি। সুরফিন আখতারের বাড়ির সামনেই একটা গোলা এসে পড়েছিল। তারপরেই ঘর থেকে পালিয়েছেন তারা। তিনি বলেন, একটাও গাড়ি পাওয়া যায়নি। বহুদূর পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়েছে। এত গোলাবর্ষণ হচ্ছিল যে, পুরো রাস্তা আমি ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে হেঁটেছি। অন্য প্রান্তেও একই চিত্র নিয়ন্ত্রণ রেখার ভারতীয় অংশে যেমন সুর-ফিন আখতার সারা রাস্তায় কেঁদেছেন, পাকিস্তানের দিকে চাকোঠি গ্রামের বেশির ভাগ কমবয়সী নারী আর বাচ্চারাও একই ভাবে সারারাত কেঁদেছে। ওই গ্রামের বাসিন্দা কিফায়াত হুসেইন ২-এর পাতায় দেখুন

গত অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের সুবিধাভোগী ৩৫ হাজার উদ্যোক্তা

স্টাফ রিপোর্টার : গত অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচির সরাসরি সুবিধাভোগ করেছে প্রায় ৩৫ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা। দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে এই খাতে বাজেটে সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়েছে উদ্যোক্তারা। গতকাল শনিবার রাজধানীর আগারগাঁও পর্যটন ভবনে এসএমই ফাউন্ডেশনে ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ তথ্য জানিয়েছেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন মো. মুসফিকুর রহমান। তিনি জানান, ২০২৩-২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মসূচির সরাসরি সুবিধাভোগী ৩৪ হাজার ৭২০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মধ্যে পুরুষ ১৭ হাজার ১ জন এবং নারী ১৭ হাজার ৭১৯ জন। সংস্থাটির ১৯তম বার্ষিক সাধারণ ২-এর পাতায় দেখুন

আব্দুল হামিদের দেশত্যাগে আরও কারও গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের দেশত্যাগে অন্য আরও কারও গাফিলতি থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শনিবার (১০ মে) দুপুরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সময় আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা প্রাথমিকভাবে কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি করা হয়েছে, তারা কাজ করছেন। তাদের প্রতিবেদনে আরও কারও অবহেলার বিষয়টি আসলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'তিনি বলেন, 'আব্দুল হামিদের দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা চেয়ে জেলা ডিএসবির আবেদনের বিষয়টি আমার জানা নেই।' অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দাবি-দাওয়ার বিষয়ে যে আন্দোলন, সেটি রাস্তার ওপর করলে জনদুর্ভোগ হয়। এ বিষয়টি মাথায় রাখা আন্দোলনকারীরা রাস্তা ছেড়ে অন্য কোনও জায়গায় করলে ভালো হয়। গতকাল (শুক্রবার) যমুনার সামনে করা আন্দোলনকারীদের ২-এর পাতায় দেখুন

কুড়িগ্রামে স্কুলছাত্রীর লাশ উদ্ধার, মাথায় আঘাতের চিহ্ন

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রাম সদরের হলোখানা ইউনিয়নে বসতবাড়ির পাশের একটি কৃষিজমি থেকে নবম শ্রেণি পড়ুয়া এক কিশোরীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে ইউনিয়নের কাগজিপাড়া গ্রাম থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। সদর থানার ওসি হাবিবুল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত কিশোরীর নাম জান্নাতি (১৫)। সে কাগজিপাড়া গ্রামের কৃষক জাহিদুল হকের মেয়ে। জান্নাতির মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। জান্নাতির জ্যাঠা খলিল জানান, বাড়ির পাশের একটি জমিতে জান্নাতির লাশ উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। সকালে লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। জান্নাতির বাবার সঙ্গে জমি নিয়ে দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষ এই হত্যাকাণ্ড ২-এর পাতায় দেখুন

ভারতে গণমাধ্যমের ইউটিউব চ্যানেল ব্লকের বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে বাংলাদেশের কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করেছে ইউটিউব। বাংলাদেশের এই চ্যানেলগুলোর ইউটিউব চ্যানেল ভারত থেকে দেখা যাচ্ছে না। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, এ বিষয়ে ইউটিউবের কাছে ব্যাখ্যা চাইবে বাংলাদেশ সরকার। যদি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, তাহলে পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গত শুক্রবার রাতে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি একথা উল্লেখ করেন। গত শুক্রবার ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান 'ডিসমিস ল্যাব' জানিয়েছিল যমুনা টিভি, একাত্তর টিভি, বাংলাভিশন ও মোহনা টিভির ইউটিউব চ্যানেলের সম্প্রচার ভারত থেকে বন্ধ করেছে ইউটিউব। গতকাল শনিবার ডিসমিস ল্যাব তাদের হালনাগাদ প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশের আরও দুটি টেলিভিশন চ্যানেল সময় টিভি ও ডিবিসি নিউজের ইউটিউব চ্যানেলের সম্প্রচারও ভারত থেকে বন্ধ করা হয়েছে। এই ছয়টি চ্যানেলই ইউটিউব ভেরিফায়েড (স্বীকৃত)। এদের মোট সাবস্ক্রাইবার ৫ কোটি ৪২ লাখের বেশি। এই টিভিগুলোর ইউটিউব চ্যানেলে ভারত থেকে প্রবেশ করা যাচ্ছে না। প্রবেশ করতে গেলে লেখা আসে, এই কনটেন্টটি বর্তমানে এই দেশে প্রবেশযোগ্য নয়। কারণ, এটি জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত সরকারি আদেশের আওতায় রয়েছে। গত শুক্রবার রাতে ফয়েজ আহমদ পোস্টে লিখেছেন, বাংলাদেশের অন্তত ৪টি টিভি স্টেশন জিও ব্লক করেছে ইউটিউব ভারত। ব্রডকাস্ট মিডিয়ামের ভৌগোলিক লোকেশন হিসেবে বাংলাদেশকে ব্লক করায় ভারতে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের যারা এসব চ্যানেল নিয়মিত দেখেন, তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এমন কাজ কনজিউমার রাইটসের (ভোক্তা অধিকার) ২-এর পাতায় দেখুন

সচিবালয়, যমুনা ও এর আশপাশে সভা-সমাবেশ নিয়ে আবারও ডিএমপির গণবিজ্ঞপ্তি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সচিবালয় এবং প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেকোনও সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গতকাল শনিবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী, এনডিসি স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর আগে গত ২৬ আগস্ট সচিবালয় ও প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনার আশপাশের এলাকায় সব ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করে গণবিজ্ঞপ্তি দেয় ডিএমপি। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই আদেশ বলবৎ থাকার কথা জানিয়েছিল ডিএমপি। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ২-এর পাতায় দেখুন

সরকারের সীমিত সময়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে
— শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি. আর. আবরার বলেছেন, সরকারের সীমিত সময় ও সুযোগের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দেশ গড়ার কারিগর তৈরির প্রতিষ্ঠান। এখানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু একটা করার ক্ষেত্রে সরকারে সময় কম হলেও আমি দায়িত্বের চাপ অনুভব করছি । প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস কনফারেন্স হলে গতকাল শনিবার 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৫' এর উদ্বোধন ও প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন,শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা লালনের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। দুই মন্ত্রণালয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার শনিবার ঢাকায় মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৪ প্রাপ্তদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। এসময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা: বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

ফ্যাসিবাদের পতনধ্বনির শেষ পেরেক মারব: হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত রাজপথে অবস্থান করতে বিক্ষোভকারীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, ২০১৩ সালে যে শাহবাগ হয়েছে, ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা গিয়েছে, আমরা সে ফ্যাসিবাদের পতনধ্বনির শেষ পেরেক মারব। শনিবার (১০ মে) বিকেলে শাহবাগ মোড়ে গণজমায়েতে হাসনাত আব্দুল্লাহ এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা গত পরশু থেকে রাস্তায় রয়েছি। যেকোনো সময়ে অসুস্থ হতে পারি। কোনো ষড়যন্ত্রে পড়ে আমার মুখ থেকে যদি আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা বের হয়, তাহলে আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। হাসনাত আরও বলেন, যত ষড়যন্ত্র, বিভক্তি ও প্রেশার আসুক, কেউ আমাদের জুলাইয়ের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ২-এর পাতায় দেখুন

ন্যায্য মূল্য পান না পেঁয়াজচাষি মজুতদারদের পোয়াবারো

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমানে বাজারে দেশি পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৫৫ থেকে ৬৫ টাকা। কিন্তু, চাষিরা এমন উচ্চমূল্য পাননি। চাষির ঘরে এখন পেঁয়াজ নেই। মৌসুমের শুরুতেই ২০ থেকে ৩০ টাকায় তারা পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন ব্যবসায়ীদের কাছে। এখন সেই পেঁয়াজই দ্বিগুণ থেকে তিন গুণ দামে বিক্রি হচ্ছে খুচরা বাজারে। মুনাফা যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী ও মজুতদারদের পকেটে। শনিবার (১০ মে) রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ফরিদপুরের পেঁয়াজ চাষি সফিউল ইসলামের সঙ্গে কথা বলেন রাইজিংবিডি ডটকমের এ প্রতিবেদক। সফিউল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমার ক্ষেতে ফলন ভালো হয়েছিল। কিন্তু, ২২ টাকার চেয়ে বেশি দাম পাইনি। হিমাগারে জায়গা সংকটের কারণে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে পারি-নি। আজ যখন পেঁয়াজের কেজি ৬০ টাকা, তখন আমার ঘর ফাঁকা।"কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, গত অর্থবছরে বাংলাদেশে পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ৩৬ লাখ টন। উৎপাদন হয়েছিল ৩৪ লাখ ১৭ হাজার টন। এ অর্থবছরে পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৮ লাখ টন। চলতি মৌসুমে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন প্রত্যাশিত মাত্রার কাছাকাছি হয়েছে। এবার উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩৬ লাখ টন। কিন্তু, সমস্যা দেখা দিয়েছে সংরক্ষণে। হিমাগারে জায়গা সংকটের কারণে কৃষকরা দ্রুত পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে, তারা ন্যায্য মূল্য পাননি। এখন বাজারে সেই পেঁয়াজই বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। ফলে, পেঁয়াজের মজুতদারদের পোয়াবারো। যাত্রাবাড়ীর পাইকারি ব্যবসায়ী জামাল হোসেন বলেছেন, "চাষিরা দ্রুত পেঁয়াজ বিক্রি করেন। তখন আমরা মজুত করি। এখন দাম বাড়ার পেছনে সরবরাহ কমে যাওয়া অন্যতম কারণ।"এ বিষয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

১৫ ঘণ্টা পর সচল দক্ষিণাঞ্চলে ট্রেন চলাচল, পয়েন্টম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : ১৫ ঘণ্টা পর ঢাকা থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন রুটের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টার পর পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকার সঙ্গে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া পয়েন্টম্যান নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ের কর্মকর্তা। এর আগে, গত শুক্রবার দিবাগত রাত ৯টা ৫ মিনিটের দিকে পয়েন্টম্যানের ভুল সিগন্যাল দেওয়ার কারণে ঢাকা থেকে খুলনাগামী জাহানাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনসহ দুটি বগি ভাঙ্গা ২-এর পাতায় দেখুন

সংবাদ সম্মেলনে বিসিএমআইএ

পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব ৯০ শতাংশ বিনিয়োগকারী

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান হিসেবে খন্দকার রাশেদ মাকসুদ যোগ দেওয়ার পর শেয়ারবাজারের ৯০ শতাংশ বিনিয়োগকারী পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্টর অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমআইএ)। এ জন্য দ্রুত বিএসইসি চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। সংগঠটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত জরিপে বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের প্রতি অনাস্থা দাঁড়িয়েছে ৯৫ শতাংশের বেশি। তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেওয়ার পর বাজার মূলধন হারিয়েছে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা। মার্কেট সূচক হারিয়েছে প্রায় ১ হাজার ১০০ পয়েন্ট। শনিবার (১০ মে) ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরামের (সিএমজেএফ) অডিটরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে এসব কথা বলেন বিসিএমআইএ'র নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠাটির পক্ষ থেকে বক্তব্য তুলে ধরেন সভাপতি এস এম ইকবাল হোসেন। এতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মো. আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল। বিসিএমআইএ সভাপাতি বলেন, পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ' এর লক্ষ্যে রোববার (১১ মে) অর্থ উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ও বিএসইসির চেয়ারম্যানকে নিয়ে বৈঠক করবেন প্রধান ২-এর পাতায় দেখুন

সিগারেটের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে সিগারেট সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় তরুণদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের তরুণ চিকিৎসকরা। তাদের অভিমত, সিগারেটকে সবার নাগালের বাইরে না নেওয়া গেলে ধূমপান ঠেকানো কঠিন হবে। এজন্য সিগারেটের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব এসেছে তাদের পক্ষ থেকে। শনিবার (১০ মে) জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রস্তাব রাখেন তরুণ চিকিৎসকরা। সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বর্তমানে সিগারেটের চারটি মূল্যস্তর (নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম) রয়েছে। এর মধ্যে নিম্ন ও মধ্যম স্তরের ২-এর পাতায় দেখুন

এলএনজি আমদানিতে হাজার হাজার কোটি টাকা ঘাটতিতে পড়ছে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : জ্বালানি সঙ্কট সামাল দিতে এলএনজি আমদানিতে হাজার হাজার কোটি টাকা ঘাটতিতে পড়ছে সরকার। চলতি বছর গ্যাস বিক্রি বাবদ আদায় হয়েছে ৩৮ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা। কিন্তু এলএনজি আমদানি করতে ৫৬ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা খরচ হবে। সরকার বাজেটে ভর্তুকি দিলেও এলএনজি আমদানি করায় ১১ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা ঘাটতিতে পড়বে। পাশাপাশি এলএনজি আমদানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকায় ভর্তুকির পরিমাণও আরো বাড়তে পারে। জ্বালানি বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশে প্রতি ২-এর পাতায় দেখুন

আবারও শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ করবেন টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা

স্টাফ রিপোর্টার : কমিটি নির্ধারিত সময় ৭ মে টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকদের সব বকেয়া পরিশোধে কথা ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ বকেয়া পরিশোধে না করায় আবারও শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ কবরেন টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা। আগামীকাল সোমবার ওই সমাবেশ করা হবে। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর বিজয়নগর শ্রম ভবনের সামনে এক সম্মেলনে টিএনজেড গ্রুপের আন্দোলনরত শ্রমিকরা এ কথা জানান। 'বকেয়া পরিশোধ না করে মালিকপক্ষের প্রতারণা এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা'র প্রতিবাদে ওই ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ ১১ মে ২০২৫ ॥ ২৮ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

ঢাকায় মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস

স্টাফ রিপোর্টার : হু হু করে বাড়ছে দেশের তাপমাত্রা। শনিবার (১০ মে) ঢাকায় মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা ৩৮-৩৯.৯ ডিগ্রি হলে সেটাকে মাঝারি তাপপ্রবাহ ধরা হয়। ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি তীব্র তাপপ্রবাহ ধরা হয়। শুক্রবার (৯ মে) দেশে মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস চুয়াডাঙ্গায়। অন্যদিকে ঢাকায় ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয়েছে ৩৯.২।

এদিকে গত তিনদিন থেকেই দেশে তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। কোথাও মাঝারি, কোথাও মৃদু আবার কোথাও কোথাও তাপপ্রবাহ তীব্র আকার ধারণ করছে।

শুক্রবার আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দেশের কোথাও কোথাও তীব্র তাপপ্রবাহ বইতে পারে। আজ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, তাপমাত্রার এ উর্ধ্বগতি রোববারও (১১ মে) থাকতে পারে। তবে রোববার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। বিকেলে আবহাওয়াবিদ মো. শাহিনুল ইসলাম জানান, রোববার রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসময় দেশের দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। সারাদেশে চলমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে।

সৌদি আরবে পৌঁছেছেন ৩৭১১৫ হজযাত্রী ৫ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র হজ পালনের জন্য বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত ৩৭ হাজার ১১৫ জন সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৫৬৪ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩২ হাজার ৫৫১ হজযাত্রী সৌদি আরবে যান। গতকাল শনিবার সকালে হজ পোর্টালে প্রকাশিত বুলেটিন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। হেল্প ডেস্কের তথ্য মতে, ৯২টি ফ্লাইটের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৪৫টি, সৌদি এয়ারলাইন্স ৩১টি এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ১৬টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ১৮ হাজার ৭২ জন, সৌদি এয়ারলাইন্স ১২ হাজার ১৮৫ জন এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ৬ হাজার ৭৫৮ জন হজযাত্রী পরিবহন করেছে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৫ জুন হজ অনুষ্ঠিত হবে। হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাওয়ার ফ্লাইট শুরু হয় ২৯ এপ্রিল, শেষ ফ্লাইট ৩১ মে। এবার বাংলাদেশ থেকে মোট ৮৭ হাজার ১০০ জন হজ পালনের জন্য সৌদি আরব যাবেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫ হাজার ২০০ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৮১ হাজার ৯০০ জন হজ পালন করবেন। এখন পর্যন্ত সর্বমোট ৭৭ হাজার ৩৭২টি ভিসা ইস্যু করা হয়েছে। হজ শেষে ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে ১০ জুন। হজযাত্রীদের দেশে ফেরার ফ্লাইট শেষ হবে ১০ জুলাই। চলতি বছর হজ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত পাঁচ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন রাজবাড়ীর পাংশার মো. খলিলুর রহমান (৭০),

২-এর পাতায় দেখুন

দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, যথেষ্ট মজুত রয়েছে : খাদ্য উপদেষ্টা

রাঙামাটি প্রতিনিধি : খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেন, 'দেশে প্রায় ৩০ লাখ টন চালের প্রয়োজন হয়। সেই হিসেবে বর্তমানে খাদ্যে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে দেশে যথেষ্ট খাদ্য মজুত রয়েছে।' শনিবার (১০ মে) সকালে রাঙামাটি জেলার খাদ্য মজুত ও বিতরণ পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের তিনি একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ সকালবেলায় ভাতের পরিবর্তে গমের আটার রুটি খাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে মাত্র ১০ লাখ মেট্রিক টন গম উৎপাদন হয়। আর বাকি ৬০ লাখ টন গম বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।'উপদেষ্টা আরও বলেন, 'বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ চট্টগ্রামের কিছু অংশে ধানের ফসল খুব ভালো হয়েছে। তা থেকে আশা করা হচ্ছে সামনে আমাদের খাদ্যের সমস্যা হবে না।

আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার খাদ্য সংরক্ষণ করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।'এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ, পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন, কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো রুহুল আমিন, কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক মাহমুদ হাসান, জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক সুগতি চাকমা প্রমুখ। পরে তিনি কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত কাপ্তাই খাদ্যগুদাম পরিদর্শন করেন।

আ. লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ না হলে দেশের সার্বভৌমত্ব সংকটে পড়বে: নুর

স্টাফ রিপোর্টার : গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ না হলে দেশের সার্বভৌমত্ব সংকটে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে স্পর্শকাতর জায়গা হওয়ায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে আন্দোলন করা 'দায়িত্বশীল আচরণ নয়' বলেও মনে করেন তিনি। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন ভিপি নুর। জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'উপদেষ্টা পদে থাকতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিলেন না কেন? মাহফুজ আলম বা আসিফ মাহমুদরাই বা কী করলেন। নুর বলেন, 'অবিলম্বে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে। গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে যমুনা ঘেরাও না করা হলেও পরবর্তী সময়ে এ ইস্যুতে কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। 'দুর্বল উপদেষ্টা পরিষদ' দিয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় দিনের মতো আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে উত্তাল শাহবাগ

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' ঘোষণা দিয়ে নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক গণজমায়েত ও লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি। শনিবার (১০ মে) বেলা তিনটার পর থেকেই ইসলামী ছাত্রশিবির, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ), জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সাধারণ ছাত্র-জনতা সেখানে জড়ো হন। শাহবাগ মোড়ের একটি বিজ্ঞাপন বোর্ডের নিচে সিঁড়ির ওপর বসে কর্মসূচিতে অংশ নেন এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, আপ বাংলাদেশের আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ এবং শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতা সিবগাতুল্লাহসহ আরও অনেকে। কর্মসূচির শুরুতে সারজিস আলম উপস্থিত সবাইকে একতাবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আজকের কর্মসূচি একটি লক্ষ্যেই, সবাই এক মাইক থেকে কথা বলবেন, কেউ ভিন্ন সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করবেন না।"এ সময় শাহবাগ মোড়ে চলতে থাকা বিক্ষোভে মাইকে স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে চারপাশ। স্লোগানগুলোর মধ্যে ছিল, 'আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতেই হবে', 'লীগ ধরো, জেলে ভরো', 'আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল করতে হবে', 'এক দফা এক দাবি, লীগ আর নয়', 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', এবং 'গদি ছাড়' ইত্যাদি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাহবাগ এলাকায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে এবং জনমনে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পুরান ঢাকায় ডিএসসিসির পরিচ্ছন্নতা অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রতিটি অঞ্চলে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসেবে জোন-৩ পুরান ঢাকার লালবাগ এলাকায় ৫০০ জন মশক ও পরিচ্ছন্নকর্মীর সমন্বয়ে চতুর্থ অভিযান হয়েছে। গতকাল শনিবার লালবাগ কেল্লা সংলগ্ন এলাকায় মশক নিধন ও বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। ডিএসসিসির প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়ার উপস্থিতিতে বর্জ্য ব্যবস্থানা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্থানীয় নেতারা এই বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ভোরে শুরু হওয়া এ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও স্বাস্থ্য বিভাগের মশক কর্মীসহ মোট পাঁচ শতাধিক কর্মী লালবাগ কেল্লা সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার ও মশার ওষুধ প্রয়োগ করে। পরিচ্ছন্নতা প্রোগ্রাম চলাকালীন সাংবাদিকদের

২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার মত ন্যারেটিভ তৈরি করছে অন্তর্বর্তী সরকার: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও শেখ হাসিনার মত নানাভাবে ন্যারেটিভ তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শনিবার রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সোহরাওয়ার্দী 'মেডিকেল কলেজের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে' এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, একটা দায়িত্বশীল নির্বাচিত সরকার থাকলেই তাদের জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকে। শেখ হাসিনার সেটি ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল তোরা যে যাই বলিস আমি ক্ষমতা ছাড়ছি না। যার ফলে শেখ হাসিনা একটার পর একটা ন্যারেটিভ তৈরি করতেন। কারণ তিনি আজীবন ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি গণতন্ত্র মানেননি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসহ কোন কিছুই তার কাছে কোনো ধর্তব্যের বিষয় ছিল না। অপপ্রচার করে নাশকতার কথা বলে, জঙ্গির কথা বলে এই কাজগুলো করেছেন শেখ হাসিনা। এখনো কিন্তু নানাভাবে ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে তাহলে তো একইভাবে শেখ হাসিনারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । তিনি বলেন, আজকে যদি নির্বাচিত সরকার থাকতো তাহলে শাক-সবজি, মুরগির দাম যে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার জন্য জনগণ তাদের কাছে জবাবদিহিতা চাইতো। কিন্তু

২-এর পাতায় দেখুন

আবদুল হামিদ ফ্যাসিস্ট ছিলেন: প্রেস সচিব

যশোর প্রতিনিধি : সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ফ্যাসিস্ট ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মো. শফিকুল আলম। একইসঙ্গে ভারতের মাথা খারাপ হয়ে গেছে ও দেশটির মিডিয়া বাংলাদেশে বন্ধ করতে চান না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। শনিবার (১০ মে) বিকেলে যশোরের কেশবপুর উপজেলার পাথরা পল্লী উন্নয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপের সময় তিনি এসব মন্তব্য করেন। শফিকুল আলম বলেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ফ্যাসিস্ট

২-এর পাতায় দেখুন

শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান পার্বত্য উপদেষ্টার

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে কল্যাণময় সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা। তিনি বলেছেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণে ও সহযোগিতায় তিনি সব সময়ই আন্তরিক রয়েছেন। গতকাল শনিবার রাঙ্গামাটি জেলা সদরের তবলছড়ি আনন্দ বিহার বহুমুখী হল রুমে বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমা- ২৫৬৯ বুদ্ধাব্দ উদযাপন অনুষ্ঠানে ধর্মীয় উপাসকগণের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান । পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ একথা জানানো হয়। উপদেষ্টা

২-এর পাতায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা শনিবার রাঙ্গামাটি সদরের তবলছড়ি আনন্দ বিহারের বহুমুখী হলরুমে বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রার্থনায় অংশ নেন। -পিআইডি

গাজীপুরে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীকে হত্যা

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের শ্রীপুরে মোবাইল ফোনে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে টেক্সটাইল স্কুলের শিক্ষার্থী জিহাদ হাসান জয়কে (১৫) ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা আসামি মোজাম্মেল হকের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে ৩টি টিনশেড ঘর পুড়ে যায়। এ ঘটনায় মামলা হলে পুলিশ তিন নম্বর আসামিকে গ্রেপ্তার করে। গতকাল শনিবার সকালে নিহত শিক্ষার্থীর বাবা বোরহান উদ্দিন বাদী হয়ে চার জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১২ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। এর আগে গত শুক্রবার রাত ৯টায় শ্রীপুর পৌরসভার লোহাগাছ এলাকায় সরকার মার্কেটের সামনে শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। জিহাদ হাসান জয় (১৫) লোহাগাছ এলাকার বোরহান উদ্দিনের ছেলে। সে শ্রীপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

২-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সনদ নাগরিকের সকল অধিকার সুরক্ষিত করতে পারবে: আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, ঐকমত্য কমিশন সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যে জাতীয় সনদ তৈরি করার চেষ্টা করছে, নিঃসন্দেহে তা নাগরিকের সকল অধিকার সুরক্ষিত করতে পারবে। শনিবার (১০ মে) সকালে রাজধানীর সংসদ ভবনের এল ডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের আলোচনার শুরুতে অধ্যাপক আলী রীয়াজ এসব কথা বলেন বলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন হতে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ড. বদিউল আলম মজুমদার, সফর রাজ হোসেন, ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। অপর দিকে উপস্থিত ছিলেন, ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের ঢাকা অঞ্চলের সংগঠক মাইকেল চাকমার নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদলে দলটির সদস্য সুনয়ন চাকমা এবং সহযোগী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি জিকো ত্রিপুরা, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি

২-এর পাতায় দেখুন

স্কুলের সামনে ময়লার ভাগাড়, ফুটপাত দখল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর সেকশনের সেনপাড়া পর্বতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে দীর্ঘদিন ধরে ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। ময়লার দুর্গন্ধে পড়াশোনা করতে এবং বিদ্যালয়ের মাঠে খেলতে অসুবিধা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এছাড়া ময়লা-আবর্জনার পাশেই বিদ্যালয়ের সামনের ফুটপাত ও সড়ক দখল করে বসানো হয়েছে

দোকানপাট। এতে সরু সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দিয়েও সমাধান মেলেনি বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা। অথচ বিদ্যালয়ের পাশের সড়কেই অবস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অঞ্চল-৪ এর কার্যালয়। সরেজমিনে দেখা গেছে, মিরপুর-১০ নম্বর গোল চত্বর থেকে ১৩, ১৪ নম্বর সেকশন ও কচুক্ষেতের দিকে কিছুটা এগিয়ে যেতেই হাতের বাঁ দিকে একটি সড়ক চলে গেছে। সড়কের গাঁ ঘেষেই রয়েছে সেনপাড়া পর্বতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে দুই শিফটে প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রথম ধাপে চলে সেনপাড়া পর্বতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম। বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত চলে শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭১-এর পাঠদান কার্যক্রম। বিদ্যালয়ের সীমানা ঘেঁষে পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশ দিয়ে দুটি সড়ক চলে গেছে। একটি

২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক এমপি সেলিনা ইসলাম গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ও কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সেলিনা ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল শনিবার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিবির যুগ্ম কমিশনার (উত্তর) মোহাম্মদ রবিউল হোসেন ভূঁইয়া। তিনি জানান, সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলামকে রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেলিনা ইসলাম কুয়েত প্রবাসী শিল্পপতি। তিনি একাদশ জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংরক্ষিত মহিলা আসন-৪৯ থেকে নির্বাচিত হন। সেলিনা ইসলাম আলোচিত অর্থ ও মানবপাচার মামলায় কুয়েতে সাজাপ্রাপ্ত আসামি লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাবেক এমপি কাজী শহীদ ইসলাম পাপুলের স্ত্রী।

সুবর্ণচরে এক কলস পানির জন্য হাহাকার

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সুবর্ণচরে এক কলস বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য রীতিমতো হাহাকার শুরু হয়েছে। অবৈধ সেচ পাম্পের কারণে পানির স্তর নিচে নেমে সকল নলকূপ অচল হয়ে গেছে। ফলে প্রচণ্ড দাবদাহে চারপাশে হাঁসফাঁস শুরু হয়েছে। শুক্রবার (৯ মে) সকালে সরেজমিনে পূর্ব চরবাটা গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় একটি এনজিওর পানির গাড়ি আসার খবরে শত শত নারী, পুরুষ ও শিশু হুমড়ি খেয়ে

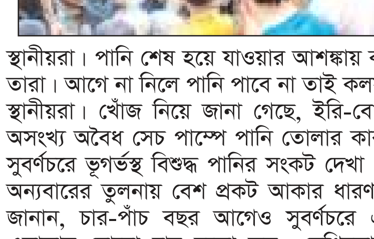

পড়ছে। বেলা সাড়ে ১১টায় 'সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র গাড়ি দেখে মসজিদের মাইকে পানির গাড়ি আসার ঘোষণা দেওয়া হয়। মুহূর্তে এক কলস খাবার পানির জন্য প্রতিযোগিতায় নামেন স্থানীয়রা। পানি শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কলস নিয়ে গাড়ি ঘিরে ধরেন তারা। আগে না নিলে পানি পাবে না তাই কলস নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু করেন স্থানীয়রা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইরি-বোরো চাষে অপরিকল্পিতভাবে অসংখ্য অবৈধ সেচ পাম্পে পানি তোলার কারণে প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে সুবর্ণচরে ভূগর্ভস্থ বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দেয়। তবে এবার এ সংকট অন্যবারের তুলনায় বেশ প্রকট আকার ধারণ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, চার-পাঁচ বছর আগেও সুবর্ণচরে এমন চিত্র ছিল না। তখন এলাকায় বোরো চাষ হতো কম। বেশিরভাগ মানুষ রবিশস্য উৎপাদন করত। তাতে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার তেমন ছিল না। কৃষিকাজের জন্য ২৪৫টি সেচ পাম্পের অনুমতি থাকলেও অপরিকল্পিতভাবে বসানো হয়েছে আরও তিন হাজারের বেশি সেচ পাম্প। এতে

২-এর পাতায় দেখুন

মুন্সীগঞ্জে লঞ্চে তরুণীদের মারধর, যুবক আটক

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জে একটি পিকনিকের লঞ্চ ভাঙচুর ও যাত্রীদের মারধরের ঘটনায় এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তার নাম নেহাল আহমেদ জিহাদ। গত শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে এবং গতকাল শনিবার দুপুর ২টার দিকে জিহাদকে আটক করে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপারেশনস) মো. ফিরোজ কবির। তিনি জানান, এ ঘটনায় জড়িত সকলের বিরুদ্ধে তদন্তসাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থেকে কিছু যাত্রী একটি লঞ্চ ভাড়া করে চাঁদপুরের মোহনপুর ঘুরতে যায়। ফেরার পথে মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে কিছু কেনার জন্য থামে। এ সময় স্থানীয় ছাত্র-জনতার সঙ্গে তাদের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে অসামাজিক কাজের অভিযোগে স্থানীয়রা লঞ্চ ভাঙচুর করে। এ সময় নেহাল আহমেদ জিহাদ নামে এক যুবক দুই তরুণী যাত্রীকে লঞ্চের ডেকে নিয়ে প্রকাশ্যে একটি বেল্ট দিয়ে পেটায়। এ ঘটনা

২-এর পাতায় দেখুন

পানে চিনিপোকার আক্রমণে দিশেহারা চাষিরা

রাজশাহী প্রতিনিধি : আকারে খুবই ছোট, নরম দেহ। গায়ে সাদা মোমের মতো স্তর। দেখতে চিনির দানার মতো। তাই, কৃষকরা এ পোকার নাম দিয়েছেন 'চিনিপোকা'। এরা পানগাছের পাতা, কাণ্ড ও ডগায় দল বেঁধে থাকে। রস চুষে খায়। ফলে, পাতায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তামাটে দাগ দেখা দেয়। কোনোভাবেই এ পোকা দমন করতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন রাজশাহীর পানচাষিরা। পানচাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তিন বছর

আগে তারা প্রথম চিনিপোকার আক্রমণ দেখতে পান। তারপর বহু কীটনাকশক স্প্রে করেছেন, কিন্তু লাভ হয়নি। কেউ ব্যবহার করেছেন নিমের তেল। কেউ পানিতে মরিচের গুড়া ও হ্যান্ডওয়াশ মিশিয়ে স্প্রে করেছেন। কেউ আবার পানিতে গুল ও উঁকুননাশক শ্যাম্পু স্প্রে করেছেন। তাতেও কোনো কাজ হয়নি। চিনিপোকায় আক্রান্ত পানপাতা যে বিক্রি হয় না, তা নয়। অল্প দামে গ্রামের হাটে এ পানও বিকিয়ে যায়। তারপর দোকানে দোকানে এই পানের খিলি বানিয়ে দেওয়া হয়। ভোক্তারাও তা খান। কিন্তু, এই পানপাতা খেলে স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। রাজশাহীর মোহনপুর, পবা, দুর্গাপুর, বাগমারা ও পুঠিয়া উপজেলায় প্রায় সাড়ে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে পানবরজ আছে। এসব বরজ থেকে বছরে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার পান বিক্রি হয়। রাজশাহীর পানের বাজার আমের বাজারের চেয়েও বড়। রাজশাহীর মিষ্টি পানের সুনামও সবখানে। তাই, গত বছর ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে 'রাজশাহীর মিষ্টি পান'। এই

২-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

গত অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের

সভায় পরিচালক পর্ষদ এবং সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের কাছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কর্মসূচির ওপর বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। তিনি জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ৬৯২টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো১১তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২৪ এবং জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২৩ প্রদান; যশোর ও ময়মনসিংহে বিভাগীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২৩ আয়োজন; ৭ম ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও পণ্য মেলা-২০২৩ আয়োজন; এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চট্টগ্রামে ১৪তম ইন্টারন্যাশনাল এসএমই ওমেন এক্সপো-২০২৪ আয়োজন; এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ২৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি সই; ময়মনসিংহে বিভাগীয় এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন ২০২৩ আয়োজন; চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধকরণ (ইয়েস) কর্মসূচি আয়োজন; এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন এবং যশোর ও সিরাজগঞ্জে এসএমই ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই; ফাউন্ডেশনের অনলাইন পণ্য প্রদর্শনী কেন্দ্রে হাজারীবাগ লেদার এবং জামালপুর নকশিকাঁথা ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা ও পণ্যের তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ; নারী-উদ্যোক্তাদের সহায়তায় ওয়ান স্টপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘উই-হেল্প (ডউ-ঐঊখচ)’ উদ্বোধন; এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ৯টি প্রতিষ্ঠানের আইএসও ২২০০০:২০১৮ অর্জন; ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এসএমই খাতের উন্নয়নে ৩৪টি প্রস্তাব উত্থাপন; ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৪-এ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন; ১৯তম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হালাল শোকেস ২০২৩-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ; ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরতে অমর একুশে বইমেলা ২০২৪-এ অংশগ্রহণ; গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের নিয়ে ৪টি জেলায় এসএমই ক্লাস্টার ভিজিট; ৪টি ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ও ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার তৈরি ও প্রকাশ; আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২৪ উদযাপন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে ১৪১টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

সচিবালয়, যমুনা ও এর আশপাশে

নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ যমুনার সামনে বিক্ষোভের ডাক দেন। পরে তার সঙ্গে আর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতাকর্মীরা এসে যোগ দেন। যা পরের দিন পর্যন্ত গড়ায়। একপর্যায়ে সেখানে গত শুক্রবার বিকালে সমাবেশ করে সেই স্থান ছেড়ে শাহবাগে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এর একদিন পরেই ডিএমপি আবারও গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলো। সেখানে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং-৩৩/৭৬) এর ২৯ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে গতকাল শনিবার হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সচিবালয় এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়, কাকরাইল মসজিদ মোড়, অফিসার্স ক্লাব মোড়, মিন্টু রোড) যে কোনও প্রকার সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হলো।

আবারও শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ

সংবাদ সম্মেলন করা হয়। টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা বলেন, জুলুম ও অন্যায়ের প্রতিবাদে আজ রোববার গাজীপুরে বিক্ষোভ গণমিছিল অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করবো আমরা। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে লাগাতার অবস্থানসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, আমরা গত দুই মাস ধরে ঈদ বোনাস, সার্ভিস বেনেফিটস ও যাবতীয় বকেয়া পরিশোধের দাবিতে গাজীপুর এবং ঢাকায় আন্দোলন করে আসছি। গাজীপুরের রাস্তা অবরোধসহ ঈদের আগে রমজান মাসে টানা সাত দিন শ্রম ভবনে অবস্থান কর্মসূচি করি। সেই সময় তিন মাসের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাসসহ যাবতীয় বকেয়ার দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সরকারের উদ্যোগে গত ২৯ মার্চ ঈদের একদিন আগে মালিকপক্ষ অনুমানিক ১৭ কোটি পাওনার বিপরীতে ৩ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মালিকপক্ষ সেই প্রতিশ্রুতিও যথাযথাভাবে রক্ষা করেনি। ৩ কোটির ওয়াদা করেও তারা দেওয়ার সময় অনুমানিক ২ কোটি ৬৭ লাখ টাকা দেয়। সেই টাকা পেতেও আমাদের নানারকম বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। তারা আরও বলেন, মালিকপক্ষের প্রতারণা সত্ত্বেও সেদিন সরকারের ভূমিকা আমাদের আশান্বিত করেছিল। ২৯ মার্চের বৈঠকে শ্রম সচিব বলেছিলেন, মে দিবসের আগে সব শ্রমিক যেন বকেয়া পায় সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শ্রম সচিবের বক্তব্যের প্রতি সম্মন রেখে ২৯ মার্চ আমরা অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করি। সেই ধারাবিকতায় যাবতীয় পাওনা পরিশোধের জন্য ৮ এপ্রিল শ্রম সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় (সরকারপক্ষ-মালিকপক্ষ-শ্রমিকপক্ষ) বৈঠকে অংশগ্রহণ করি এবং সিদ্ধান্তগুলো মেনে নেই। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ওই বৈঠকে কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। ওই পরিস্থিতিতে যাবতীয় বকেয়া পরিশোধ এবং মালিকের আস্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাবের জন্য অতিরিক্ত শ্রম সচিবের নেতৃত্বে একটি ত্রি-পক্ষীয় কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির ২২ এপ্রিলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব পাওনা ৭ মে পরিশোধের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় মালিকপক্ষ। সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথা তদারক করা হবে সে বিষয়েও আলোচনা হয়। নির্ধারিত দিন অতিবাহিত হলেও পাওনা টাকা আমরা পাইনি। কমিটির তরফ থেকেও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সুনির্দিষ্টভাবে কোনোকিছু জানানো হয়নি।

সিগারেটের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব

দামের পার্থক্য খুব কম, ফলে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়াটা খুব সহজ। তাদের প্রস্তাব, নিম্ন ও মধ্যম স্তর এক করে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের দাম কমপক্ষে ৯০ টাকা করা হোক। পাশাপাশি উচ্চ স্তরের দাম ১৪০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা এবং প্রিমিয়াম স্তরের দাম ১৯০ টাকা নির্ধারণের সুপারিশ করেন তারা। প্ল্যাটফর্ম ডক্টরস ফাউন্ডেশনের ফারজানা রহমান মুন বলেন, সিগারেট সস্তা থাকলে তরুণেরা সহজেই ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কর কাঠামো ঠিক করে দাম বাড়ালে ২৪ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপান থেকে ফিরে আসতে পারেন এবং প্রায় ১৭ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু ঠেকানো সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শাফিউন নাহিন শিমুল জানান, বর্তমানে তামাক থেকে যত রাজস্ব আসে, তা তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় হওয়া ব্যয়ের মাত্র ৭৫ শতাংশই পূরণ করতে পারে। কার্যকর কর নীতি চালু করলে রাজস্ব আগের তুলনায় ৪৩ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ তামাকজনিত অসংক্রামক রোগে মারা যাচ্ছেন। এই মৃত্যু ঠেকাতে তামাকপণ্যের দাম বাড়িয়ে তা জনগণের নাগালের বাইরে নিতে হবে।

এলএনজি আমদানিতে হাজার হাজার

ঘনমিটার এলএনজি মিশ্রিত গ্যাস ২২ দশমিক ৬৪ টাকা বিক্রি হচ্ছে। তার বিপরীতে এলএনজি আমদানির সঙ্গে দেশের গ্যাসের মিশ্রণে গড় আমদানি ব্যয় হচ্ছে ২৯ দশমিক ৭২ টাকা। ফলে প্রতি ঘনমিটারে ঘাটতি ৭ দশমিক ৮ টাকা থাকছে। দেশে প্রতিদিন ২৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়। তার মধ্যে ১৯০০ থেকে ২০০০ মিলিয়ন ঘনফুট দেশীয় উৎস থেকে আসে। আর আমদানি করা এলএনজি থেকে বাকি গ্যাস সরবরাহ করা হয়। সূত্র জানায়, চলতি বছর গ্যাস বিক্রি বাবদ ৩৮ হাজার ৯৭০ কোটি টাকার বিপরীতে এলএনজি আমদানি করতে ৫৬ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা খরচ হবে। সেক্ষেত্রে ঘাটতি হবে ১৭ হাজার ৬৭৬ কোটি টাকা। বাজেটে ৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিলেও চলতি বছর এলএনজি আমদানিতে ১১ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা ঘাটতিতে পড়ছে সরকার। মূলত বাংলাদেশ দুটি উৎস থেকে এলএনজি আমদানি করে। তার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি আমদানি ব্যয় পড়ে প্রতি এমএমবিটিইউ (এলএনজি পরিমাপের একক) ১০ দশমিক ৫০ মার্কিন ডলার।

পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব ৯০

উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এখন পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে শেয়ারবাজার বুঝে এবং উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে এমন কাউকে রাখা হয়নি। তিনি বলেন, যেখানে স্টক এক্সচেঞ্জ, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ব্রোকার, সম্পদ ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিসহ এসব স্টেকহোল্ডারদের কেউ থাকবে না। অথচ এরাই শেয়ারবাজারের বিদ্যমান সমস্যার কারণ বুঝে। বিপরীতে যাদের নিয়ে অভিযোগ, তাদেরকেই রাখা হয়েছে বৈঠকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের ব্যর্থতা তুলে ধরবেন না প্রধান উপদেষ্টার কাছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিএসইসি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের শেয়ারবাজার অব্যাহত পতন। এর কারণ মাকসুদ কমিশনের অযোগ্যতা। তাই এই কমিশন অপসারণ করতে হবে। একজন দক্ষ, যোগ্য ও পুঁজিবাজার বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি-কে বিএসইসির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। বিএসইসির বর্তমান চেয়ারম্যান যোগ দেওয়ার পর শেয়ারবাজারের একটি চিত্র তুলে ধরেন বিনিয়োগকারীদের এই নেতা। তিনি বলেন, বিএসইসির বর্তমান চেয়ারম্যান যোগ দেওয়ার পর মার্কেট ক্যাপিটেল হারিয়েছে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা। মার্কেট সূচক হারিয়েছে প্রায় ১ হাজার ১০০ পয়েন্ট। ৯০ শতাংশ বিনিয়োগকারী পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তিনি আরও বলেন, এ পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত জরিপে বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের প্রতি অনাস্থা দাঁড়িয়েছে ৯৫ শতাংশের বেশি। ৯৫ শতাংশ বিনিয়োগকারী তার অপসারণ চাচ্ছেন। মার্কেট আরএসআই ১১ বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের ইতিহাসে সর্বনিম্ন এবং বিশ্ব রেকর্ডও বটে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ক্লিনিক্যালি ডেড হয়ে গেছে। এই বিনিয়োগকারী নেতা বলেন, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সবাই এরইমধ্যে মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমান কমিশনের চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের পুঁজিবাজার নিয়ে কোন ধারণা নেই বাস্তব অভিজ্ঞতাও নেই। এমনকি পুঁজিবাজারের উন্নতি ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন সদিচ্ছা নেই। একটি প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বের যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকা প্রয়োজন যার কিছুই নেই তার মধ্যে। তিনি বলেন, কমিশনের ওপরে আস্থার সংকটের কারণে গত ৮ মাসেও মৌলভিত্তিক কোন কোম্পানি শেয়ারবাজারে আসার জন্য কোন আগ্রহ দেখায়নি। এতে শেয়ারবাজার নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বিধিতে না থাকা সত্বেও নিজেদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, যার মধ্যে আপ্যায়ন বাবদ প্রতিমাসে চেয়ারম্যান ৩ হাজার টাকা এবং প্রত্যেক কমিশনারের জন্য ২ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে চেয়ারম্যান প্রতি মাসে ২৫ হাজার টাকা এবং কমিশনাররা ১৫ হাজার টাকা করে উত্তোলন করেছেন এবংসরকারি নিয়ম অনুযায়ী কমিটির সদস্যদের প্রতি সভার সম্মানিত ভাতা বাবদ, ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা প্রধানের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তারা প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেখে বহিঃসদস্যদের প্রতি মাসে দুই লাখ টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

ভারতে গণমাধ্যমের ইউটিউব চ্যানেল

আন্তর্জাতিক নীতিবিরুদ্ধ বলেই প্রতীয়মান। আমরা ইউটিউবের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইবো। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না পেলে আমরা পাল্টা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবো।

সরকারের সীমিত সময়ে মানসম্মত

আমাদের এমন কিছু কাজ করা প্রয়োজন, যাতে আজকে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেল তাদের এই প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি’ স্লোগান নিয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শুধু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালায়ই নয়, সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত এই স্লোগানের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন ধাপগুলো পেরিয়ে শিক্ষার্থীদের টারসিয়ারি ইনস্টিটিউশন পর্যন্ত দেখভালের দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করছে-উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের পরিবার এ দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্পণ করেছে। কিন্তু আমরা জানি বহুলাংশে সেগুলোর ক্ষেত্রে নানা রকমের ব্যত্যয় রয়েছে। ভাল কিছু কারার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, শিক্ষকতা একটি মহান পেশা এটা কথার কথা নয়। শিক্ষকরা শুধু চাকুরি করতে আসেন না, তারা শিক্ষার্থীদের দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মান দিতে পারছি না। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব রয়েছে এই মহান পেশায় যে শিক্ষকরা রয়েছেন তাদের প্রাপ্য সম্মান দেয়া। উপদেষ্টা বলেন, প্রাইমারি শিক্ষক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যন্ত আমাদের আচার-আচরণে তাদের প্রাপ্য সম্মান দেয়া উচিত।

১৫ ঘণ্টা পর সচল দক্ষিণাঞ্চলে ট্রেন

বামনকান্দা জংশন এলাকায় লাইনচ্যুত হয়। এতে ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-বেনাপোল ও ঢাকা-রাজবাড়ী রুটে ট্রেন চলাচল ১৫ ঘণ্টা যাবৎ বন্ধ থাকে। তবে যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়লেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। লাইনচ্যুত ট্রেনটিকে উদ্ধারে ঈশ্বরদী ও খুলনা থেকে দুটি রিলিফ ট্রেন নিয়ে এসে রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উদ্ধারকাজ পরিচালনা করেন। ভাঙ্গা জংশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার সুমন বাড়ৈ জানান, ঢাকা থেকে খুলনাগামী জাহানাবাদ এক্সপ্রেসটি ভাঙ্গা রেল জংশন থেকে বের হওয়ার কিছুদূর পরে গিয়ে ইঞ্জিনসহ একটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। সামনের ইঞ্জিন এবং লাগেজভ্যান দুটি এক লাইন হতে অন্য লাইনের ওপর চলে যায়। তিনি আরও জানান, গত শুক্রবার রাত ৯টা ৫ মিনিট থেকে পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের ৩টি রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। রাজবাড়ী ও খুলনা থেকে উদ্ধারকারী ক্রেনসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কাজ করে রেল চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। বেলা ১১টার দিকে রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়। রেলওয়ের পাকশি বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা হাচিনা খাতুন জানান, গত শুক্রবার রাত থেকে লাইনচ্যুত কোচটি উদ্ধারে রাজবাড়ী ও খুলনা থেকে দুটি ক্রেন এনে লাইন সচল করতে কাজ করা হয়। তিনি আরও জানান, পয়েন্টম্যানের ভুলের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। পয়েন্টম্যান নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই সিগন্যাল বা পয়েন্ট চেঞ্জ করেছেন। এ ঘটনায় ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ন্যায্য মূল্য পান না পেঁয়াজচাষি

কৃষি উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, “এ বৈষম্য আমাদের কৃষিব্যবস্থার বড় দুর্বলতা। কৃষক উৎপাদন করেন ঠিকই, কিন্তু ন্যায্য মূল্য পান না। অন্যদিকে, কিছু ব্যবসায়ী মজুতের মাধ্যমে ফায়দা লুটে নেন। এটা রোধ করতে হলে উৎপাদন থেকে বাজার পর্যন্ত একটি সুসংহত কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।”তিনি জানান, সরকার কৃষক পর্যায়ে সংরক্ষণ-সুবিধা নিশ্চিত করতে চায়। পেঁয়াজের জন্য পৃথক হিমাগার স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। আশা করছি, ভবিষ্যতে কৃষক এভাবে ঠকবেন না। এই বাজার ব্যবস্থায় বিপাকে আছেন ভোক্তা ও উৎপাদক দু’পক্ষই। লাভ হচ্ছে কেবল মধ্যস্বত্বভোগী ও মজুতদারদের। রাজধানীর বাসিন্দা সানজিদা শ্যামা বলেছেন, চৈত্র মাসে শুনেছি, কৃষকরা পেঁয়াজ ফেলেও দিয়েছেন দাম না পেয়ে। এখন কিনতে হচ্ছে ৬০ টাকা দিয়ে! তাহলে কার লাভ, কার ক্ষতি? তিনি বলেন, বাংলাদেশের কৃষকরা প্রতি মৌসুমেই একই রকম ভুক্তভোগী হনড়উৎপাদন করে লোকসান, আর বাজারে সেই পণ্য বিক্রি হয় চড়া দামে। পেঁয়াজের বর্তমান পরিস্থিতি আবারও প্রমাণ করল, উৎপাদন বাড়লেই কৃষকের লাভ বাড়ে না। বাজার ব্যবস্থাপনা সুসংহত না হলে কোনো লাভই কৃষকের ঘরে পৌঁছায় না। সময় এসেছে, সরকার ও নীতিনির্ধারকদের কথা নয়, কাজ দেখানোর।

ফ্যাসিবাদের পতনধ্বনির শেষ

আলাদা করতে পারবে না। আমি যদি কোনো ঘোষণা নাও দেই, আপনাদের মনজিলে মকসুদ হচ্ছে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা। নিষিদ্ধ করার আগ পর্যন্ত রাজপথ ছাড়বেন না। তিনি বলেন, ২০১৩ সালে যে শাহবাগ হয়েছে, ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা গিয়েছে, আমরা সে ফ্যাসিবাদের পতনধ্বনির শেষ পেরেক মারব। আমাদের মত-পথ আলাদা হতে পারে, তবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের প্রশ্নে আমরা এক। এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, আওয়ামী লীগের সময়ে যারা গুম, খুন হয়েছেন, আয়নাঘরে ছিলেন, তাদের জন্য আমরা এখানে বসেছি। যারা গুম হয়েছেন, আমরা হয়তো তাদের ফিরিয়ে দিতে পারব না। তবে আমরা এই বার্তা প্রতিষ্ঠা করব, নমরুদ ও ফেরাউনের যেভাবে পতন হয়, হাসিনারও সেভাবে পতন হয়। এ সময় হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে গণজমায়েতে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির আরেক নেতা সারজিস আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এ বি জুবায়ের, শ্যামলী সুলতানা প্রমুখ।

কুড়িগ্রামে স্কুলছাত্রীর লাশ উদ্ধার

ঘটিয়েছে বলে দাবি করেন খলিল। তিনি প্রতিপক্ষের কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেন। তবে স্থানীয় একাধিক নিরপেক্ষ সূত্রে খলিলের এমন দাবির সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। খলিল বলেন, জান্নাতি রাতে ঘরে ছিল। গভীর রাতে কয়েকজন লোক তাকে বের করে নিয়ে মেরে ফেলে রেখে গেছে। যারা মারছে তাদের সাথে জান্নাতির বাবা ও আমার জমি নিয়ে মামলা চলছে। তারা বিভিন্ন সময় আমাদের ক্ষতি করে আসছে। আমরা মামলায় সব উল্লেখ করবো। রাতে হামলার সময় বাড়ির সবাই চিল্লাচিল্লি করছে। ওরা লাঠি হাতে এসেছিল। সকালে জান্নাতির লাশ পাওয়া গেছে। যারা এটা করছে আমরা তাদের চিনি। জান্নাতিকে হত্যায় জড়িতদের পরিচয় সম্পর্কে বলেন খলিল। তবে খলিলের এমন দাবির সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। রাতে জান্নাতিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় পরিবারের লোকজনের চিৎকারের বিষয়টি স্থানীয়রাও নিশ্চিত করতে পারেনি। তবে জমি নিয়ে দ্বন্দ্বে জান্নাতির হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ স্থানীয়দের। কিন্তু কারা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত তা কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি। ওসি হাবিবুল্লাহ বলেন, নিহতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অন্য কোনও আলামত পাওয়া যায়নি। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত তা এখনও জানা যায়নি। মামলা হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আব্দুল হামিদের দেশত্যাগে আরও

বলার পর তারা শাহবাগে গেছেন। সেখানেও দুর্ভোগ হচ্ছে তবে তারা ইমারজেন্সিগুলো দেখছেন।’

আতঙ্কে বহু মানুষ ঘরবাড়ি

জানান, তারা জীবনে এত বেশি গোলাবর্ষণ দেখেননি। এর আগে সবচেয়ে বেশি গোলাবর্ষণ হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। তিনি জানিয়েছেন, ৬ তারিখ রাতটা তিনি পরিবারকে নিয়ে একটা সিমেন্ট ঢালাই করা বাথরুমে বসে কাটিয়েছেন। চাকোঠিসহ পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের বেশিরভাগ গ্রামের বাড়িতে ২০০৫ সালে ভূমিকম্পর পর থেকেই টিনের ছাদ দেওয়া হয়। ওই সব ছাদ গোলাগুলি একেবারেই আটকাতে সক্ষম নয়। হুসেইন বলেন, গোলাগুলি শুরু হতেই সব বাসন আর অন্যান্য জিনিষপত্র মাটিতে আছড়ে পড়তে শুরু করে এবং বাচ্চারা খুব জোরে কাঁদতে শুরু করে। পাকিস্তানি-নয়ন্ত্রিত কাশ্মীর থেকে বিবিসির এক সংবাদদাতা জানান, সেখানেও একই ধরনের পরিস্থিতি। নিয়ন্ত্রণ রেখার ধারে নীলম উপত্যকা থেকে সম্প্রতি মুজফ্ফরাবাদ শহরে পরিবার নিয়ে চলে এসেছেন মুহাম্মদ শাগির। বাড়ির সামনে একটি ক্ষেপণাস্ত্র পড়ার পরেই তিনি পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, বাচ্চারা বিশেষ করে ছোট শিশুরা বেশ ভয় পেয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ওদের শুধু বোঝাচ্ছিলাম যে একটা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাব। রাতটা খুব ভয়াবহ ছিল। পরের দিন সকালেই আমি বাচ্চাদের নিয়ে পাশের শহরে বোনের বাড়িতে চলে যাই। শাহরিয়ার অবশ্য এখনও শহর ছেড়ে যাননি, তবে তার পরিবার ব্যাগপত্র গুছিয়ে রেখেছে, যদি কিছু হয় তাহলে যেন সঙ্গে সঙ্গেই পালাতে পারেন তারা। তিনি বলেন, আগে থেকে তো বলা যায় না কখন কী হয়। আমরা শহরে থাকি আর চারদিকে প্রচুর সামরিক স্থাপনা রয়েছে। আমরা তো বাড়ি থেকে বের হচ্ছি না, এমনকি বাজারেও যাচ্ছি না।

সংঘাতের মধ্যেই ফের জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন শেহবাজ : পেহেলগামে হামলাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলছে সংঘাত। এর মধ্যেই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। শনিবার (১০ মে) টেলিভিশনে তিনি এই ভাষণ দেবেন বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম জিও টিভি। এর আগে বুধবার (৭ মে) রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ২২ এপ্রিল পেহেলগামে হামলায় ২৬ পর্যটক নিহত হন। এর জন্য পাকিস্তানের ওপর দায় চাপিয়েছে ভারত। তবে তা নাকচ করেছে পাকিস্তান। এ নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পাকিস্তান ও দেশটির নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের নয়টি স্থানে ‘অপারেশন সিঁদুর’ নামে অভিযান চালায় ভারত। ওই রাতেই দেশটির পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করে পাকিস্তান। এরই মধ্যে করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডিসহ বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলের তৈরি ভারতের ২৯ ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র আহমেদ শরিফ চৌধুরী। এদিকে, ভারতে পাল্টা সামরিক হামলা শুরু করেছে পাকিস্তান। শনিবার (১০ মে) ভোরে অপারেশন ‘বুনিয়ানুম মারসুস’ নামের এই হামলা শুরু হয়। যদিও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পাকিস্তানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চেষ্টা নস্যাৎ করে দেওয়ার দাবি করে ভারতের প্রতিরক্ষা বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও রাডার লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে লাহোরে একটি আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে। এ ছাড়া নিজেদের যুদ্ধবিমান হারানোর কথা যদিও স্বীকার করেনি ভারত। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দুই কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, চীনের তৈরি জে-১০ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে মঙ্গলবার রাতে ভারতের দুটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে পাকিস্তান। সেগুলোর মধ্যে অন্তত একটি ফ্রান্সের তৈরি রাফাল যুদ্ধবিমান ছিল।

এবার ভারতের ‘ব্রহ্মস’ ক্ষেপণাস্ত্রের গুদামে হামলার দাবি পাকিস্তানের : ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’ এর পাল্টা জবাবে অভিযান শুরু করেছে পাকিস্তান। তাদের অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে, ‘অপারেশন বুনিয়ানুন মারসুস’, যার অর্থ সীসাঢালা প্রাচীর। এ অভিযানের আওতায় জম্মু-কাশ্মীর ও পাঞ্জাব রাজ্যের অমৃতসরের বিয়াস এলাকায় হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। এখানে ভারতের ‘ব্রহ্মস’ ক্ষেপণাস্ত্রের মজুতাগার রয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বরাতে জানিয়েছে, শুক্রবার একাধিক হামলা চালানো হয়েছে। ফাতাহ-১ মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহার করে ভারতের সামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। ‘ব্রহ্মস’ সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র। সামরিক যান, সাবমেরিন ও জাহাজ থেকে এ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা যায়। ছোড়া যায় যুদ্ধবিমান থেকেও। ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র সর্বোচ্চ ৮০০ কিলোমিটার বা ৪৯৭ মাইল দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদ ও রাশিয়ার মস্কভা নদীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে এ সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মস। উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল পেহেলগামে হামলায় ২৬ পর্যটক নিহত হন। এর জন্য পাকিস্তানের ওপর দায় চাপিয়েছে ভারত। তবে তা নাকচ করে পাকিস্তান। এ নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পাকিস্তান ও দেশটির নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের নয়টি স্থানে ‘অপারেশন সিঁদুর’ নামে অভিযান চালায় ভারত। ওই রাতেই ভারতের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করে পাকিস্তান।

মুস্তাফা জামান আব্বাসীর মৃত্যুতে

দেশের পল্লিসংগীতকে তিনিই প্রথম বিশ্বের দেশে দেশে জনপ্রিয় করেছেন। চাচা আব্দুল করিম ছিলেন পল্লিগীতি ও ভাওয়াইয়ুভাটিয়ালির জনপ্রিয় শিল্পী। বড় ভাই মোস্তফা কামাল আইনবিশারদ। মোস্তফা কামালের মেয়ে নাশিদ কামালও একজন বরেণ্য শিল্পী। বোন ফেরদৌসী রহমান দেশের প্রথিতযশা বহুমাত্রিক প্রতিভার সংগীতজ্ঞ হিসেবে সমাদৃত। ১৯৩৬ সালের ৮ ডিসেম্বর ভারতের কোচবিহারের বলরামপুর গ্রামে জন্ম নেওয়া আব্বাসী শৈশব কাটিয়েছেন কলকাতায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ, এমএ ডিগ্রি অর্জনের পর হার্ভার্ড গ্রুপ থেকে মার্কেটিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। লোকসংগীত গবেষণা ও সংগ্রহে মুস্তাফা জামান আব্বাসীর অবদান অনন্য। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে তিনি ফোক মিউজিক রিসার্চ গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার সংগ্রহে ছিল কয়েক হাজার লোকগান। ২৫টিরও বেশি দেশে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, নজরুলগীতি পরিবেশন করে বাংলাদেশের সংগীতকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বদরবারে। আব্বাসী ছিলেন ইউনেসকোর বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিটি অব মিউজিকের সভাপতি, নজরুল ও আব্বাসউদ্দীনের ইংরেজি জীবনী লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত গবেষক। তার উপস্থাপনায় বিটিভির ‘ভরা নদীর বাঁকে’, ‘আমার ঠিকানা’, ‘আপন ভুবন’ প্রভৃতি অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সমাজসেবায়ও তিনি ছিলেন সক্রিয়, রোটারি ক্লাবের গভর্নর হিসেবে বহু উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবনকালে একুশে পদকসহ মুস্তাফা জামান আব্বাসী নানা পদকে ভূষিত হয়েছিলেন।

আসন্ন বাজেটে মাতারবাড়ী ও মোংলা

মন্ত্রণালয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে ২ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে। চলতি অর্থবছরের এডিপিতে মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পে ১ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তাছাড়া মাতারবাড়ী থেকে কক্সবাজার শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী চলমান সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে ১ হাজার ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আর মোংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে ৬১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে। চলতি এডিপিতে ওই খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৩৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা। তাছাড়া পায়রা বন্দর উন্নয়নের জন্যও বেশি বরাদ্দ চেয়েছে মন্ত্রণালয়। পায়রা বন্দরের অবকাঠামো সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্পে আগামী এডিপিতে ২৬০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। যেখানে চলতি অর্থবছর বরাদ্দ ছিল ৮৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকা।

আবদুল হামিদ ফ্যাসিস্ট ছিলেন: প্রেস

ছিলেন। তার দেশত্যাগের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। তার দেশত্যাগের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্টেটমেন্টের বাইরে আমার কিছু বলার নেই। প্রেস সচিব বলেন, বাংলাদেশে ফ্যাসিস্টের পতনে তাদের (ভারতের) মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে কারণে তারা আমাদের কয়েকটি মিডিয়ার সম্প্রচার নিজ দেশে বন্ধ করেছে। আমরা তা করতে চাই না। ভারতীয় চ্যানেল বন্ধের ব্যাপারে তিনি আরও বলেন, আমরা অনেক দিন থেকে দেখছি তারা যা তা নিউজ করে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের যে মিডিয়াগুলো বন্ধ করা হয়েছে তারা অনেক ভালো নিউজ করে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। প্রেস সচিব মো. শফিকুল আলম আরও বলেন, ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বিনোদনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সেখানে কোনো দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নেই। জোরে কথা বলা, নাটক তৈরি করাই তাদের কাজ। এখন দেখার বিষয় তাদের রেসপন্সবল মিডিয়াগুলো আসলে কতটা ভালো জার্নালিজম করছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুনর্মিলনী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক, বাসসের বিশেষ প্রতিনিধি ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এসএম রাশিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি যশোরের জেলা প্রশাসক আজাহারুল ইসলাম, পুলিশ সুপার রওনক জাহান, যশোর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আছাদুজ্জামান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেকসোনা খাতুন।

শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে সকলকে

বলেন, মানুষের জীবনকর্ম, জ্ঞান, মৃত্যু, পুনর্জন্ম সবকিছুই ন্যাচারাল। তিনি সকলকে সৎকর্মে নিজেদের নিয়োজিত রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দুঃখ, জরা, রোগ, শোক, ব্যাধি নিরোধ ও চিকিৎসার কথা বলা আছে বৌদ্ধ ধর্মে। তিনি সকলকে দেশের কল্যাণে পাপাচার থেকে বিরত থেকে নিজেকে ভাল কর্মে নিয়োজিত রাখার পরামর্শ দেন। সুপ্রদীপ চাকমা বিশ্বের সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দুঃখ, জরা, ব্যাধি নিরোধসহ বিশ্বের সকল মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে প্রার্থনায় যোগ দেন। সৎকর্ম, সৎ চিন্তা, মৈত্রী ও করুণা আরও সুদৃঢ় হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়। এ সময় উপদেষ্টার সহধর্মিনী নন্দিতা চাকমা তার সাথে ছিলেন। রাঙ্গামাটি বৈশাখি পূর্ণিমা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ভদন্ত শ্রদ্ধালংকার মহাথের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চাকমা সার্কেল চিফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়। এ সময় বক্তব্য রাখেন পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ বাংলাদেশ-এর উপসংঘ রাজ ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কৃষিবিদ কাজল তালুকদার, সাবেক উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান ও অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ।

সুবর্ণচরে এক কলস

দিনদিন ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ বেড়েছে। পানি সংগ্রহ করতে আসা সুবর্ণচরের পূর্ব চরবাটা গ্রামের গৃহিণী বিবি আমেনা (৪০) জানান, বাড়িতে নলকূপ আছে কিন্তু পানি উঠছে না। আশপাশের বাড়িতেও একই অবস্থা। তাই সুপেয় পানির জন্য এনজিওর গাড়ির ওপর ভরসা করতে হয় সবাইকে। খাবার পানির পাশাপাশি গোসল, ধোয়ামোছাসহ বাথরুম ব্যবহারেও চরম কষ্টে দিনাতিপাত করছি আমরা। এক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গাড়ি থেকে পানি নিয়ে ফিরছিলেন শহিদা খাতুন (৪৫)। তিনি বলেন, রোজার ঈদের পর স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের গাড়িতে কিছুদিন পানি দেওয়া হয়। এরপর সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সংস্থাটি একটি গাড়িতে পানি দিচ্ছে। এতে কোনো রকম চলে, গাড়ির সংখ্যা বাড়ানো হলে আমাদের অনেক উপকার হতো। সুবর্ণচরের ভূঁইয়ারহাট এলাকার বাসিন্দা আবু মুসা (৬৫) বলেন, খাওয়ার পানির কষ্টতো আছেই। এখন পুকুরগুলোও সব শুকিয়ে যাচ্ছে। গোসল আর ধোয়া-মোছার পানির সংকটও বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদিকে সরকারের সংস্থাগুলোকে আরও বেশি নজর দেওয়ার দাবি এ বৃদ্ধের। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান নির্বাহী সাইফুল ইসলাম বলেন, গত ২১ এপ্রিল কক্সবাজার থেকে জনস্বাস্থ্যের একটি গাড়ি সংগ্রহ করে তা দিয়েই জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা শহরের ১০-১২টি পয়েন্টে বিনামূল্যে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। দেড়-দুই কিলোমিটার দূর থেকে নারীরা গাড়ির কাছে আসেন পানি নিতে। অনেকে পানি না পেয়ে খালি হাতে ফেরত যান। যা খুবই কষ্টের। তিনি আরও বলেন, একটি গাড়িতে দৈনিক দুই দফায় ৮ হাজার লিটার পানি বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার নানাভাবে পানি সংকট সমাধানে কাজ করছে। প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষের এই উপজেলার অসংখ্য পরিবার এ সুবিধার বাইরে থেকে যাচ্ছে। আমরা বেসরকারিভাবে ছোট পরিসরে হলেও সংকট নিরসনে চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে এটি বাড়ানো হবে। সুবর্ণচরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চন্দ্রকলির নির্বাহী পরিচালক শাখাওয়াত উল্লাহ বলেন, কৃষি বিভাগের ভুল নীতির কারণে সুবর্ণচরে পানির জন্য হাহাকার তৈরি হয়েছে। রবিশস্য অধ্যুষিত এলাকায় বোরো ধান চাষ না করার বিষয়ে কৃষি আইন আছে। অথচ স্থানীয় কৃষি বিভাগ এ আইন মানছে না। পূর্ব চরবাটা, হাজীপুর ও চরমজিদ ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসাইন বলেন, আমার ব্লকে এবার এক হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে ইরি-বোরো চাষ হয়েছে। এখানে ২৫ শ্যালো ও দুটি গভীর নলকূপসহ বিএডিসির একটি সোলার পাম্পেও পানি তোলা হয়। অতিরিক্ত চাপে এখন পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. হারুন অর রশিদ বলেন, ২০২২ সালের পর এবার পানির স্তর বেশি নিচে নেমেছে। শুধু কৃষির কারণে এমন পরিস্থিতি কিনা তা যাচাই করা হচ্ছে। এ নিয়ে রোববার (১১ মে) উপজেলায় উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, সুবর্ণচরের পানির সংকটাপন্ন অবস্থা দেখতে কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ছাইফুল আলমসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা নোয়াখালী আসছেন। তারা বিভিন্ন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন শেষে রোববার (১১ মে) সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে পানি সংকট নিরসনে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগ দেবেন।?

পানে চিনিপোকার আক্রমণে

মিষ্টি পানের রস চুষে খাচ্ছে চিনিপোকা। সম্প্রতি রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার দাওকান্দি গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, বরজ থেকে পানপাতা তুলে বাড়ির উঠোনে সাজাচ্ছিলেন নাজমুল হক। তখন চিনিপোকায় আক্রান্ত পাতাগুলো তিনি আলাদা করে রাখছিলেন। নাজমুল জানান, অন্য পানপাতা বিক্রি হয় বেশি দামে, চিনিপোকায় আক্রান্ত পাতা বিক্রি হয় কম দামে। গ্রামের হাট থেকে এসব পান বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। তারপর দোকানে দোকানে খিলি করে বিক্রি হয়। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল মানুষও বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এ পান খেয়ে থাকেন। ওই গ্রামের পানচাষি মোশাররফ হোসেন জানান, তিন বছর আগে তারা প্রথম চিনিপোকার আক্রমণ দেখেন। চিনিপোকা ওঠে মাটি থেকে। তাপমাত্রা বেশি থাকলে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। তবে, শীতেও দেখা যায়। বৃষ্টি হলে এ পোকা পাতা থেকে ধুয়ে পড়ে যায়। চিনির মতো দেখতে এ পোকায় হাত দিলেই গলে যায়। মোশাররফের ধারণা, বরজে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এ পোকার আক্রমণ ঘটেছে। রাজশাহীর পবা উপজেলার কালুপাড়া গ্রামে শহীদুল ইসলামের বরজে গিয়ে দেখা যায়, পানপাতায় চিনিপোকা আক্রমণ করেছে।

মুন্সীগঞ্জে লঞ্চে তরুণীদের মারধর,

ফেসবুকে ভাইরাল হয়। ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, লঞ্চের দ্বিতীয় তলায় কয়েকজন যুবক আরেকজন নারীকে মারধর করে। তবে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এমভি ক্যাপ্টেন নামে লঞ্চটি পরে ঢাকার উদ্দেশে মুন্সীগঞ্জ ছেড়ে যায়। মুন্সীগঞ্জ সদর থানার ওসি সাইফুল আলম জানান, জিহাদসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে। অভিযুক্ত নেহাল আহমেদ জিহাদ স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেন, আমি ওদের উপকারের জন্যই এ কাজটি করেছি। কিছু মানুষ লঞ্চে লুট করছিল। তখন আমি বন্ধুদের দিয়ে সেখানে যাই। সেখানে গিয়ে লঞ্চে পরিচিত যাদের পেয়েছি তাদের বের করে দিয়েছি। ওই দুই জন মেয়ের প্রতি উৎসুক জনতা খেপে গিয়েছিল। তখন মেয়েরা আমাদের বলেছে ওদের থেকে ‘সেভ’ করতে। তখন আমি ভাই হিসেবে তাদের শাসন করেছি। আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আমি ভাই হিসেবে ২-৩টি বাড়ি দিই।

স্কুলের সামনে ময়লার

কচুক্ষেতের দিকে, আরেকটি মিরপুর-১০ নম্বর সেকশনের বি ব্লকের দিকে। এর মধ্যে দক্ষিণ পাশে বিদ্যালয়ের দেওয়াল ঘেঁষে থাকা ফুটপাত দখল করে অবৈধ দোকানপাট গড়ে তোলা হয়েছে। পশ্চিম পাশে দেওয়াল ঘেঁষে থাকা ফুটপাত দখল করে গড়ে উঠেছে দোকানপাট। ফুটপাত ও সড়ক দখল করে রাখা হয়েছে ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি। তার মধ্যেই রাস্তার ওপর রাখা হয়েছে ময়লাবোঝাই লোহার কনটেইনার। অনেকে সেখানে ময়লা ফেললেও বেশিরভাগ ময়লাই পড়ে আছে রাস্তার ওপর। সড়কের বিশাল অংশজুড়ে থাকা এই ময়লা-আবর্জনার দুর্গন্ধে টেকা দায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও পথচারীদের দুর্গন্ধ নিয়েই চলতে হয় প্রতিনিয়ত। এ ব্যাপারে কথা হয় বিদ্যালয়টির বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে। তারা জানায়, সব সময় ময়লার দুর্গন্ধের মধ্যেই থাকতে হয় তাদের। ক্লাস শেষে স্কুলের মাঠে ঠিক মতো খেলাধুলা করতে পারে না তারা।

গাজীপুরে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীকে হত্যা

(ভোকেশনাল) স্কুলের ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল। মামলায় আসামীরা হলেন, একই এলাকার আবু বকর সিদ্দিকের ছেলে মোজাম্মেল (৩৩), সাগর (৩০), মৃত জবেদ আলীর ছেলে আবু বকর সিদ্দিকসহ (৫৫) অজ্ঞাত ১২ জনকে আসামি করা হয়। পুলিশ রাতেই মামলার তিন নম্বর আসামি আবু বকর সিদ্দিককে গ্রেপ্তার করে। পরে ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে গাজীপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, বিকালে সরকারবাড়ী মাঠে কয়েকজন বন্ধুরা মিলে ফুটবল খেলে। খেলা শেষে জয় বাসায় চলে যায় এবং অন্যরা সরকার মার্কেটে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাদের মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া হলে মোজাম্মেল মুদিদোকানি হাবিবুর রহমানের ছেলে জুনায়েদকে হুমকি দেয়। পরে মোজাম্মেল জয়কে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে সরকার মার্কেটে আসতে বলে।

জাতীয় সনদ নাগরিকের সকল

অমল ত্রিপুরা। অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, দেশের নাগরিকদের অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্র নির্মাণ কিংবা নাগরিকের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কেবল নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সুবিচার ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে পারে। তাই কমিশন মনে করে যে জাতীয় সনদ সকল রাজনৈতিক দলের মতামত নিয়ে তৈরি হতে যাচ্ছে, সেটি আগামীর দিনগুলোতে সকল নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত করবে। প্রথমবারের মত সবাই মিলে রাষ্ট্র বিনির্মাণের সুযোগ তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, সংস্কার কমিশনগুলো থেকে যে সকল প্রস্তাব রাজনৈতিক দলগুলোকে দেওয়া হয়েছে এবং জাতির সামনে প্রকাশ করা হয়েছে তার লক্ষ্য হচ্ছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি করা। তিনি আরো বলেন, বহু প্রাণের বিনিময়ে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হয়েছে। এই সুযোগকে সফল করার জন্য সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যাশা থাকবে, সকল রাজনৈতিক দল এই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে অগ্রসর হবে।

উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ-সহ এ পর্যন্ত ২৮ টি রাজনৈতিক দল কমিশনের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছে।

শেখ হাসিনার মত ন্যারেটিভ তৈরি

এই সরকারের তো কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তারা শুধু বলছে, আগে সংস্কার হোক তারপরে নির্বাচন। শুক্রবার রাজধানীর আদাবর এলাকায় সারারাত বিদ্যুৎ ছিল না। এজন্য আমরা কাকে বলবো? নির্বাচিত সরকার থাকলে স্থানীয় সংসদ সদস্য, মেয়র যারা থাকেন- তাদের মধ্যে একটা দায়বদ্ধতা থাকে ভবিষ্যতে ভোটের আশায় তারা ভালো কাজ করার চেষ্টা করেন। এই সরকারের তো কোন দায়বদ্ধতা নেই। রিজভী বলেন, খুনের আসামি সাবেক রাষ্ট্রপতি উনি চলে গেলেন। আমরা নানা দিক থেকে নানা কথা শুনতে পাচ্ছি। বিএনপি কোন কথা বললেই নানা ধরনের অভিযোগ করা হয়। বিএনপি তো গণতন্ত্রের প্রশ্নে বরাবরই আপোষহীন। যার কারণে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীরা রাস্তায় মার খেয়েছে, গুম হয়েছে, বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছে- বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের ১৫-১৬ বছর রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে রাজপথে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে লড়াই ও সংগ্রাম করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে গড়িমসি করছে বলেও অভিযোগ করেন রিজভী।

পুরান ঢাকায় ডিএসসিসির পরিচ্ছন্নতা

ব্রিফিংকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বলেন, জনগণের ভোগান্তি দূর করা ও ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব রোধ করে সুন্দর ঢাকা উপহার দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে জন্য ডিএসসিসি নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করছে ও প্রতিটি জনগণকে সচেতনতার বার্তা পৌছে দিচ্ছে। শহরের প্রতিটি নাগরিক সচেতন হলে, নগর সুন্দর থাকবে। এছাড়াও লালবাগে অনেক ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা রয়েছে, সেগুলোকে আমরা ট্যুরিস্ট জোন হিসেবে গড়ে তুলব যেন বিদেশি পর্যটকরা আকৃষ্ট হয়। ঢাকায় একটি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট হচ্ছে, যেখানে এলাকার ময়লাগুলো ট্রিট করা হবে। যার ফলে কোনও দুর্গন্ধ থাকবে না।

আ. লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ না হলে

গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হবে না উল্লেখ করে তিনি উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠনের দাবি জানান। অপরদিকে একই কর্মসূচিতে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেন, ‘বিভিন্ন দাবিতে অন্য বিক্ষোভকারীরা যমুনার সামনে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। আর এনসিপির কর্মসূচিতে দেখা গেলো ভিন্ন চিত্র। সেখানে দাবদাহের কারণে তাদের ঠান্ডা পানি ছিটানো হয়েছে।

সৌদি আরবে পৌঁছেছেন ৩৭১১৫

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের ফরিদুজ্জামান (৫৭), পঞ্চগড় সদরের আল হামিদা বানু (৫৪), ঢাকার মোহাম্মদপুরের মো. শাহজাহান কবীর (৬০)। জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার হাফেজ উদ্দিন (৭৩)।

গাছরে কোটরে বাচ্চা দয়িছে খুঁডুলে প্যাঁচা বা কোটরে প্যাঁচা। বাবুর বাগান, দাপুনয়িা, পাবনা।

পাহাড়ী টিলায় কলা চাষে ঝুঁকছেন চাকমারা

কক্সবাজার প্রতিনিধি : চাহিদা ও দাম পাওয়ায় কলা চাষে ঝুঁকছেন চাকমারা। টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া, টেকনাফ সদর, হোয়াইক্যং ইউনিয়নের হরিখোলা, লম্বাঘোনা, লাতুরীখোলা, কেরুনতলী, ঘিলাতলী, চাকমারকূল, আমতলী, চাকমাপাড়ার ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীসহ বহু স্থানীয় চাষিরা। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসতি জনিত কারনে বহু এনজিওতে চাকরিজীবি থাকায় খনিজ জাতীয় খাবার হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই দেশীয় কলা। দেখতে সুন্দর, খেতে মজা, সাইজে মোটা হওয়ায় বাজারে কদর বেড়েছে এই কলার। বহু কৃষক বাড়ির পাশের পতিত জমি, পুকুরের পাড়, এমনকি ফসলি জমিতে চাষ করছেন এই দেশীয় কলা। বাজারে এর চাহিদা থাকায় ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় বাড়ছে কলা চাষ। ইতিমধ্যে অনেকে কলা চাষ করে হয়েছেন স্বাবলম্বী। উক্ত এলাকার কলাচাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অন্যান্য ফসলের চেয়ে কলা চাষ করে বেশি লাভবান হওয়া গেলেও প্রতি বছর বন্য হাতির তান্ডবে তা নিমিষে শেষ হয়ে যায়। কলাগাছের চারা রোপণের অল্পদিনের মধ্যেই বেড়ে ওঠে এবং দ্রুত ফল পাওয়া যায়। তা ছাড়া কলা চাষের মধ্যে সাথি ফসল হিসেবে অন্যান্য ফসলও আবাদ করা যায়। উত্তর বঙ্গের কলা চাষী আব্দুল্লাহ। বসবাস করেন হোয়াইক্যং এলাকায়। তাঁর পানের দোকানের জন্য পাহাড়ি টিলায় স্থানীয় জাতের কলা চাষ করে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেয়েছেন বলে দাবি করেন। পাহাড়ের টিলায় কলার চাষ করা রাসিঅং চাকমা, মো. জাফর, অলি আহমদ, আব্দুর রহমান বলেন, প্রতি ৪০ শতক জমিতে কলা চাষের জন্য ৩৫০-৪০০ কলার চারা রোপণ করা যায়। কানি প্রতি জমিতে খরচ হয় প্রায় ২০-২১ হাজার টাকা। আর লাভ হয় প্রায় ৮০-৯০ হাজার টাকা। বছরে একবার কলা চারা রোপণ করা হলে তা তিন বছর ভালোভাবে ফলন দিতে পারে যা অন্য কোনো ফসলের ক্ষেত্রে সম্ভব না। আমরা প্রতিবছরই কলা চাষ করি। তাছাড়া অন্যান্য ফসলের তুলনায় কলা চাষে খরচ কম। আর কলার চারা রোপণের এক বছরের মধ্যেই ফুল আসে।

প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকার অনশন

বরিশাল প্রতিবেদক : বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে গত চারদিন ধরে অনশন করছেন প্রেমিকা এক সন্তানের জননী তানজিলা বেগম। খবর পেয়ে থানা পুলিশ একাধিকবার ঘটনাস্থলে গিয়েও কোনো সমাধান করতে পারেননি। ঘটনাটি জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়নের গঙ্গাপুর গ্রামের। তানজিলা বেগমের দাবি, প্রায় একবছর ধরে ওই গ্রামের খায়ের খানের ছেলে শামিম খানের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক চলে আসছে। বিয়ের আশ্বাসে বিভিন্ন সময় তাদের মধ্যে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক হয়। অনশনরত তানজিলা বেগম স্থানীয় সংবাদকর্মীদের কাছে বলেন, গত ২৯ এপ্রিল শামিমের সাথে তিনি লঞ্চযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে যান। ঢাকার সদরঘাটে পৌঁছে শামিম তাকে টার্মিনালে বসিয়ে রেখে কৌশলে সাথে থাকা নগদ ৮০ হাজার টাকা, একটি স্বর্ণের চেইন ও দুই জোড়া কানের ঝুমকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

পরে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে শামিমের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের দাবিতে অনশন শুরু করেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শমিমের বাবা আওয়ামী লীগ নেতা খায়ের খান প্রথমে ছেলের সাথে তানজিলার সম্পর্ক মেনে নিয়ে তাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হন। একপর্যায়ে উপজেলা যুবদলের শীর্ষ এক নেতার হস্তক্ষেপে ওই সমাধান ভেস্তে যায়। হিজলা থানার সাব ইন্সপেক্টর (এসআই) আরাফাত রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুইপক্ষকে নিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করেছি। তবে শামিম খান আত্মগোপনে থাকায় বিষয়টির কোন সমাধান হয়নি। এসআই আরও বলেন, তানজিলা বেগম বিয়ের দাবিতে শামিমদের বাড়িতে অনশনে থাকায় তাকে থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার জন্য বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভেড়ামারায় রেললাইনের পাশে থেকে মরদেহ উদ্ধার

ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় রেললাইনের পাশ থেকে কাইছুম (৫০) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ভেড়ামারা রেলস্টেশনের দক্ষিণ রেলগেট সংলগ্ন রেললাইনের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার হয়। এলাকাবাসী জানান, সকালে রেললাইনের পাশে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন তারা।

পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র উদ্ধার করে। পরিচয়পত্র অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির নাম কাইমুছ (৫০)। তিনি খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি গ্রামের মইন ইদ্দিন ও শাহারা বেগমের ছেলে। ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, "প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গত শুক্রবার রাতে ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছেন ওই ব্যক্তি। যেহেতু, মরদেহটি রেললাইনের পাশে পাওয়া গেছে, সেহেতু এটি পোড়াদহ জিআরপি থানার (রেলওয়ে পুলিশ) আওতাধীন একটি ঘটনা। মরদেহের ময়নাতদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।"

লাচিগাছে ধরেছে ফল। আটঘড়িয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে মাছের আড়তে লুট

বরিশাল প্রতিবেদক : দাবিকৃত চাঁদার ১০ লাখ টাকা না পেয়ে স্থানীয় চিহ্নিত কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাছের আড়তে হামলা চালিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মারধর করে নগদ অর্থ লুটপাট করে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়নের বাংলামোটর সংলগ্ন মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত জসিম সরদারের মাছের আড়তে। অভিযোগ প্রাপ্তির সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ বলেন, অভিযোগের তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মৎস্য ব্যবসায়ী জসিম সরদার অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি দীর্ঘদিন থেকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এলাকায় প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি করে আসছে। গত শনিবার সকালে ওই প্রভাবশালীরা তার মাছের আড়তে গিয়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। তাদের দাবিকৃত চাঁদার টাকা না দেওয়ায় মাছের আড়তে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকার (ক্যাশিয়ার) আল-আমিন সরদার, স্টাফ জাহিদ হোসেনকে প্রকাশ্যে মারধর করে ক্যাশ বাক্স থেকে ৫ লাখ ৫৫ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। হামলায় আহত আল-আমিন সরদার জানান, হামলাকারীরা ৯-১০ জন ছিল। তাদের মধ্যে হরিনাথপুরের হানিফ হাওলাদার, জাহাঙ্গীর সরদার, বিল্লাল বাঘা, কবির হাওলাদার, আলামিন আকন, তাওহীদ সরদার, জাহিদ সরদার ও সম্রাট মোল্লার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে।

বরিশালে সড়ক দূর্ঘটনায় চিকিৎসক নিহত

বরিশাল প্রতিবেদক : ক্লিনিকের চেম্বার শেষ করে মোটরসাইকেলযোগে বাসায় ফেরার পথে পিকআপের সাথে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ডা. শরিফুজ্জামান মাহিন (২৮) নামের এক চিকিৎসক নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার বার্থী এলাকায়। নিহত মাহিন গৌরনদী পৌরসভার আশোকাঠী গ্রামের সৈয়দ শাহ আলমের ছেলে। সে রাজধানীর মুগদা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করে গৌরনদীর ভুরঘাটা এলাকার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চেম্বার করতো। নিহত মাহিন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের মুগদা মেডিক্যাল কলেজ শাখার সাবেক সভাপতি ছিলেন। গতকাল রোববার দুপুরে নিহতের স্বজনরা জানিয়েছেন, ভুরঘাটা একটি ক্লিনিকে চেম্বার শেষে মোটরসাইকেলযোগে বাসায় ফিরছিলেন মাহিন। পথিমধ্যে মহাসড়কের বার্থী এলাকায় পৌঁছলে পিকআপের সাথে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে গুরুত্বর আহত হয় মাহিন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা হাসপাতালে ও পরে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে গতকাল রোববার ভোরে সে (মাহিন) মৃত্যুবরণ করেন। গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান জানিয়েছেন, দূর্ঘটনা কবলিত পিকআপ ও মোটরসাইকেল থানায় আটক রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

ঢাকা ক্লাব প্রেসিডেন্স কাপ স্নুকার টুর্নামেন্ট ২০২৫ এর সফল সমাপ্তি

এফএনএস (চাঁদপুর) : বাংলাদেশ স্নুকার খেলার সূতিকাগার ঢাকা ক্লাব প্রেসিডেন্স কাপ স্নুকার টুর্নামেন্ট ২০২৫ এর সফল সমাপ্তি হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী জমজমাট স্নুকার প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা ও সমাপনী অনুষ্ঠান ঢাকা ক্লাবের বিলিয়াড রুমে ও মেইন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের টুর্নামেন্টর ফাইনালিস্ট জিয়াউর রহমান ডায়মন্ড ৬-২ ফ্রেমে এইচ এম তানিম তৌহিদকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। তারা উভয় ঢাকা ক্লাবের মেম্বার। তৃতীয় ও চতুর্থ হন নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের রেজা খান ও রেজা পাহলভি। প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা ক্লাব সভাপতি আশরাফুজ্জামান খান (পুটন) এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর আব্দুল্লাহ আহমেদ ইব্রাহিম (কাজু)। এ সময় ঢাকা ক্লাবের বোর্ড ডিরেক্টর ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, আব্দুর রহমান, ডিরেক্টর ফাইন্যান্স মজিবুর রহমান মৃধা, ম্যাচ রেফারি আদনান মনসুরসহ অন্যরা।

মাধবপুরে গ্রাহকের টাকা নিয়ে এনজিও বন্ধু সোসাইটির মালিক উধাও

মাধবপুর, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি : হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া বন্ধু সঞ্চয় ঋনদান সমবায় সমিতি নামে একটি এনজিও গ্রাহকের কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে কৌশলে পালিয়ে গেছে চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টরা। এ ব্যাপারে ভ'ক্তভোগি গ্রাহক শাহমোঃ মুরাদ খাঁন উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়- উপজেলার শাহজাহানপুর ইউনিয়নের সুরমা চা বাগান মসজিদ এলাকার মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়ার ছেলে মোঃ আবু সাহেদ ৭ বছর আগে তেলিয়াপাড়ায় নিশান সোসাইটিতে চাকরি নিয়ে বাগানের লোকজনের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করত। পরে আমানত সংগ্রহের বিদ্যা রপ্ত করে নিজেই আওয়ামীলীগের নেতাদের সহযোগিতায় মাধবপুর সমবায় অফিস থেকে বন্ধু ঋনদান সমবায় সমিতির লাইসেন্স নিয়ে ব্যাংকের কায়দায় প্রতি লাখে মাসে ২ থেকে ৩ হাজার মুনাফার অফার দেয়। এই অফার চা বাগানের শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ বন্ধু সোসাইটিতে টাকা আমানত রাখে। প্রথমে আমানতকারিদের মুনাফার টাকা সময় মত দিয়ে সবার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে। এই খবরে এলাকার বিভিন্ন পেশার লোকজন কোটি কোটি টাকা জমা রাখে। টাকা জমা নিয়ে কৌশলে সুদাসল ফেরত দেওয়া বন্ধ করে দেয় বন্ধু সোসাইটি। নিশান সোসাইটি পালিয়ে যাওয়ার পর পরই বন্ধু সোসাইটির চেয়ারম্যান আবু সায়েদ অফিস বন্ধ রেখে কৌশলে পালিয়ে গেছে। এখন টাকা ফেরত আমানতকারিরা অফিসে ধরনা দিচ্ছে প্রতিদিন। উপজেলার বাঘাসুরা গ্রামের শাহ মোঃ মোরাদ খাঁন বন্ধু সোসাইটির লোভের প্রলোভনে পড়ে ৩৮ লাখ টাকা জমা করে এখন পথে বসেছেন। বারবার টাকা চেয়ে টাকা ফেরত পাচ্ছেনা। টাকা ফেরত পেতে মাধবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহযোগীতা চেয়ে তিনি লিখিত অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন বন্ধু সোসাইটি লোভ লাভ দেখিয়ে তার কাছ থেকে ৩'শ টাকার জুডিশিয়াল ষ্টাম্পে লিখিত দিয়ে ৩৮ লাখ টাকা নিয়েছে। কিন্তু ৬ মাস ধরে টাকা ফেরত চাইতে গেলে নানা তালবাহানা শুরু করে।

কালিহাতীর বল্লা ইউনিয়ন কৃষক দলের পাটবীজ ও সার বিতরন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার বল্লা ইউনিয়ন কৃষক দলের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে পাটবীজ ও সার বিতরন করা হয়েছে। উপজেলার রামপুর ভাসানী মার্কেটে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বল্লা ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি মজনু মিয়ার সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, কালিহাতী উপজেলা বিএনপির ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিষয়ক সম্পাদক আবুল হাশেম, উপজেলা বিএনপি নেতা খোরশেদ আলম, ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক আব্দুল কাদের, ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন প্রমূখ। অনুষ্ঠানে রামপুর, মমিননগর, দড়িখসিল্লা, বল্লার প্রায় এক শতাধিক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে উন্নত পাটবীজ ও সার বিতরন করা হয়।

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে নারী শিশুসহ গ্রেফতার ১০

মেহেরপুর প্রতিনিধি : মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে নারী শিশু সহ ১০ বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। গতকাল রোববার ভোরে সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তাদের পুশব্যাক করার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের গ্রেফতার করে। ১০৫ মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার মনমোহন বলেন, সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্তের ১০৭ নম্বর পিলারের পাশ দিয়ে ১০ জন বাংলাদেশীকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ পুষব্যাক করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, যশোর জেলার বুগেলহাট গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম (২০), শার্শা উপজেলার কন্যাদা গ্রামের তাজউদ্দিন মোল্লার ছেলে তারিক হোসেন (২৫), অভয়নগর উপজেলার বোদ্দনা গ্রামের দেবদাস বিশ্বাস (৩৬)তার স্ত্রী রুপা বিশ্বাস (২৭) ও ছেলে জয়দেব বিশ্বাস (৮), সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার বাটড়া গ্রামের সন্তোষ দাসের ছেলে প্রসেনজিৎ দাস (২৬), মাদারীপুর জেলার রাজুর উপজেলার হোসেন কান্দা গ্রামের বিল্লাল থেকে ছেলে রিপন শেখ (৩৫), খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ঘনা বান্দা গ্রামের সুব্রত রায়ের ছেলে সেজুতির আই (২০), বেয়ারাবিল গ্রামের দীপক রায়ের স্ত্রী কৌশল্লা (৩৭), নড়াইল সদর উপজেলার পংকবিলা গ্রামের অসীমের স্ত্রী অর্চনা রানী সরকার (৫২)। মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার মনমোহন আরো বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতারকৃত ১০ জনকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো:মিজানুর রহমান বলেন, বিজিবির পক্ষ থেকে অনুপ্রবেশের দায়ে দশজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। বিজিবি বাদী হয়ে একটি এজাহার দিয়েছে মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মধুখালীতে বৃষ্টির অভাবে লিচুর ফলন কম হওয়ায় কৃষকরা হতাশ

মধুখালী, ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরের মধুখালীতে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে লাভজনক লিচু চাষ। কম খরচে অধিক মুনাফার আশায় প্রতি বছরই কৃষকরা ঝুঁকছেন লিচু চাষাবাদের দিকে। তবে চলতি বছর অনুকূল আবহাওয়ার অভাবে এবং স্বল্প বৃষ্টিপাতের কারণে গাছে লিচু কমধায় আশানুরূপ ফলন হয়নি, আকারেও ছোট হয়েছে। ফলে চাষিদের কপালে হতাশা ছাপ। উপজেলার জাহাপুর ইউনিয়নের জাহাপুর, দোস্তরদিয়া, টেংরাকান্দি, মনোহরদিয়া, চর মনোহরদিয়া, খাড়াকান্দি ও মির্জাকান্দি গ্রামে ব্যাপকভাবে লিচুর চাষ হয়ে থাকে। মোজাফফরি জাতের পাশাপাশি গুটি, বোম্বাই এবং চায়না-থ্রি জাতের লিচুর চাষ দেখা যায় এসব এলাকায়। স্থানীয় কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, মধুখালী উপজেলার প্রায় শতাধিক বাগানে এ বছর ৯৫ হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে, যার মধ্যে শুধু জাহাপুরেই রয়েছে ৪০ হেক্টর জমি। চলতি মৌসুমে গড় ফলন ধরা হয়েছে ৪.১ টন প্রতি হেক্টরে। জাহাপুর গ্রামের বাগান মালিক আব্বাস আলী এ প্রতিবেদককে জানান, "গত কয়েক বছর ধরে লিচু আবাদ করছি। চাষের পাশাপাশি এ বছর একটি বাগান কিনেছি ১ লাখ ৭২ হাজার টাকায়। শুরুতে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলেও এখন বুঝতে পারছি এটি লাভজনক। তবে বৃষ্টি কম হওয়ায় এ বছর ফলন সন্তোষজনক হয়নি।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিটি লিচুর সংগ্রহ মূল্য ৭০-৮০ পয়সা। তবে কীটনাশক, লেবার, পরিবহনসহ অন্যান্য খরচ মিলিয়ে প্রতি লিচুর গড় খরচ দাঁড়ায় প্রায় ২ টাকা।

বাতাসের তোড়ে ঢেউয়ের মতো দুলছে পথের ধারে ফুটে থাকা ফুলগুলো। মধ্যপাড়া, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।

ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার চাপারহাটে আব্দুল হালিম বাদল নামের এক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। দোকান বন্ধ করে যাওয়ার সময় নিজের দোকানের পাশেই চন্দ্রপুর ইউনিয়নের সতিরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গুরতর আহত ওই ব্যবসায়ীকে প্রথমে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে রাতেই রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে গতকাল রোববার সকালে ঢাকা জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় ওই ব্যবসায়ীর ভাই ইউপি সদস্য আবু সাইদ পাঁচ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত কয়েকজনের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। এজাহারে বলা হয়, রাতে দোকান বন্ধ করে যাওয়ার সময় নিজের দোকানের পাশেই চন্দ্রপুর ইউনিয়নের সতিরপাড় এলাকার তমিজ উদ্দিন তপিসহ কয়েকজন বাদলের পথরোধ করে হামলার চেষ্টা করে। এসময় ওই ব্যবসায়ী দৌঁড়ে পাশের আব্দুল জলিলের মুদি দোকানে আশ্রয় নিলে সেখানেই চাইনিজ কুড়ালসহ দেশিয় অস্ত্র নিয়ে বাদলকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়।

শার্শায় ১০ টি স্বর্ণের বারস পাচারকারী আটক

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের শার্শায় ১০ টি স্বর্ণের বারসহ শুভ ঘোষ (৩৫) নামে এক পাচারকারীকে আটক করেছে থানা পুলিশ। গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে উপজেলার বাঁগআচড়া পরিষদের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক শুভ ঘোষ মনিকগঞ্জের সুনীল ঘোষের ছেলে। পুলিশ জানায়, গোপন খবরের তারা জানতে পারেন মাদকের একটি চালান নিয়ে বাঁগআচড়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে একজন অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে শুভ ঘোষ নামের একজনকে আটক করে। এসময় তার দেহ তল্লাশি করে প্যান্টের পকেট থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ১০ টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। স্বর্ণের বারগুলো সীমান– দিয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে শুভ ঘোষ মনিকগঞ্জ থেকে বাঁগআচড়ায় আসে। জব্দ করা স্বর্ণের ওজন এক কেজি ১৯২ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি ২০ লাখ টাকা বলে জানায় পুলিশ।

মেলান্দহে বিআর-২৮/২৯ ধানে ব্লাস্ট রোগ

মেলান্দহ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের মেলান্দহে চলতি বোর মৌসুমে বিআর-২৮ ও ২৯ জাতের ধানে ব্লাস্ট রোগ দেখা দিয়েছে। কয়েক বছর যাবৎ এই রোগে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন কৃষকরা। আক্রান্ত ধান ক্ষেত থেকে কৃষকের ঘরে ১০ কেজি ধানও ঘরে তোলার সম্ভাবনা দেখছেন না। এ ছাড়াও এবার হীরা-১৯ এবং হাইব্রিড ধানেও ব্লাস্ট আক্রান্তের নমুনা দেখা দিয়েছে। সরেজমিন ঘুরে টপসয়েল বিক্রিকৃত ক্ষেতেই এ রোগের আক্রান্তের সংখ্যা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। চলতি বছর বিআর-২৮ জাতের আড়াইশ' হেক্টর, ২৯ জাতের প্রায় ৫ হাজার হেক্টর, হাইব্রিড জাতের প্রায় ১১ হাজার হেক্টর এবং অন্যান্য জাতের সর্বমোট ২০ হাজার ১শ' ৭৫ হেক্টর বোর ধানের আবাদ হয়েছে। অবশ্য, কৃষি অফিস সূত্র জানিয়েছে, বিগত বছরের তুলনায় এবার এ রোগের আক্রান্ত কম। কৃষি অফিসের পরামর্শ গ্রহণকারিরা অনেকটাই সুফল পেয়েছেন। বিআর-২৮ ও ২৯ জাতের ধানে কাইচ থোড়ের আগে এবং পরে দুই সপ্তাহ পর পর দুইবার প্রতি শতক জমিতে ২লিটার পানি মিশিত নাটিভো/সেলটিমা/ক্লোরোসাইরিন কীটনাশক প্রয়োগের পরার্শ দেয়া হয়েছে। কাইচ থোড়ের ৩/৪ দিন আগে কীটনাশক প্রয়োগে ভালো রেজাল্ট পাওয়া গেছে। অভিযোগ ওঠেছে, সার-কীটনাশক প্রয়োগেও কাজ হচ্ছে না। এ বিষয়ে ভূক্তভোগি ও প্রতারিত কৃষকদের দাবি বাজারে ভেজাল কীটনাশক বিক্রি বন্ধে তদন্ত ও প্রতিকার হওয়া উচিত। দাগি গ্রামের কৃষক মাসুদুর রহমান, রফিকুল ইসলাম এবং নলকুড়ি গ্রামের খলিলুর রহমান জানান- আমাদের প্রায় তিন বিঘা জমিতে বিআর-২৮/২৯ ধানের সমৃদ্ধ গোছা ও শীষ খুবই সুন্দর। কিন্তু ধানে মোহর নাই। কয়েকবার সার-কীটনাশক প্রয়োগ করেও প্রতিকার পাইনি। ধান গাছের খড় গরু খাইলে পাতলা পায়খানা হচ্ছে। কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছেন কি না? জানতে চাইলে উত্তরে কৃষক মাসুদুর রহমান ও খলিলুর রহমান বলেন, আমরা খোলাবাজার থেকে কীটনাশক ছিটিয়েছি। কোন কাজ হয়নি।

৫শ' বছরের গাছ, যারাই কাটতে এসেছে তারাই অসুস্থ্য হয়েছে

বরিশাল প্রতিবেদক : প্রায় ৫শ' বছরের একটি শিমুল গাছকে ঘিরে রয়েছে নানান অলৌকিক ঘটনা। গাছটির নিচে অনেকেই মনের বাসনা পূরণের জন্য মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালিয়ে পূজা আর্চনা করেন। আবার অনেকেই অলৌকিক এ গাছটি দেখতে এসে গাছে তাদের প্রিয়জনের নাম লিখে রাখেন। আগত ভক্তদের উদ্দেশ্য একটাই সৃষ্টিকর্তা যেন তাদের মনবাসনা পূরন করেন। অলৌকিক এ গাছটির অবস্থান বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলা শহর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দুরত্বের ব্রাহ্মণবাড়ি গ্রামে। বরিশাল জেলার মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম এ শিমুল গাছটি ঘিরে রয়েছে নানা কল্পকাহিনী। তেমনি এ গাছটি বহন করছে নানা ঐতিহ্য। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, গাছটির বয়স পাঁচ থেকে ছয়শ' বছর। আর এই গাছটির রয়েছে নানা অলৌকিক ঘটনা। প্রায় ২৫ শতক জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আনুমানিক ১৫০ ফুট লম্বা শিমুল গাছটির গোড়ার পরিধি প্রায় ৫৫ গজ। গাছটির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কখনো মনে হয় পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি। আলোচিত এই গাছটি দেখতে প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও পাশ্ববর্তী জেলা থেকে ছুটে আসেন অনেক দর্শনার্থীরা। গাছটিকে ঘিরে প্রচলিত রয়েছে নানান কল্পকাহিনী। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিভিন্ন এলাকার লোকজন গাছটি একনজর দেখার জন্য প্রতিনিয়ত এসে ভিড় করেন। তারা মনে করেন এ গাছে অলৌকিক কোন কিছু আছে। তাই মনের বাসনা পুরন করার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই শিমুল গাছটি কাটার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই গাছটি কাটা সম্ভব হয়নি। যারা গাছটি কাটতে এসেছিলো তারাই অসুস্থ হয়েছেন। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, তাদের বাবা ও দাদার কাছ থেকে তারা শুনেছেন এই শিমুল গাছটির বয়স কমপক্ষে ৫শ' বছর। প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো গাছটি বেড়ে উঠেছে প্রাকৃতিকভাবেই। একসময় বড় শিমুল গাছটি পত্র-পল্লবে এতোটাই ঘণ ছিল যে, এর নীচে রোদ, বৃষ্টি ও কুয়াশা পড়তো না। প্রচন্ড গরমের সময়ও গাছের নীচে পাওয়া যেত হিমেল শান্তির পরশ। পথিক ও কৃষক থেকে শুরু করে নানা পেশা ও শ্রেণির লোকজন গাছের নিচে বিশ্রাম নিতেন। এখন গাছের পত্র-পল্লব আগের চেয়ে অনেকটা কমে গেছে। তবে নিচের অংশের (গাছের গোড়া) পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। গাছটি যার জমিতে রয়েছে তিনি তার পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে পেয়েছেন।

দু-এক পশলা বৃষ্টি এর মধ্যে হয়ে গেছে। মে মাসে ঝড়-বাদল বেশি হয়। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধান ঘরে তুলতে চান কৃষকেরা। মাঠেই চলছে ধান ঝাড়াইয়ের কাজ। লাইন বিল পাবলা, ডুমুরিয়া, খুলনা।

শিক্ষক, পরিবার ও সমাজ: প্রজন্ম গঠনের সমন্বিত দায়িত্ব

রাজু আহমেদ

শিক্ষকগণ কি প্রজন্মকে পুরোপুরি পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন? রাখেন তবে সেটা গুরুত্বের বিবেচনায় তৃতীয় স্তরে। সন্তানকে মানুষ কিংবা অমানুষ হিসেবে গড়ার প্রথম কারখানা পরিবার। পরিবারে মা-বাবা এবং নিকটাত্মীয়দের আচরণেই সন্তান/শিশুর মানসিক গঠন তৈরি হয়। মাতৃভাষা কী ব্যাকরণ মেনে শিখেছি? মোটেই না। স্বতঃস্ফূর্ততায় যেমন শিশু মায়ের ভাষায় কথা বলতে শেখে, তেমনি সততা-অসততা, সত্য-মিথ্যা কিংবা উচিত-অনুচিত প্রভৃতি শিশুরা পরিবার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখে। দেখে শেখার মত শক্তিশালী শেখার দ্বিতীয় কোনো পদ্ধতি নাই। চরিত্র কেমন হবে, নারী-পুরুষ, বড়-ছোটের সাথে কেমন আচরণ করবে কিংবা কতটা মানবিক-অমানবিক হিসেবে বেড়ে উঠবে- সেটার ভিত্তি মূলত পরিবার থেকেই রচিত হয়। তাই তো পারিবারিক শিক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাবা-মায়ের আচরণের প্রায় প্রতিলিপি সন্তানের কথা ও কাজ দ্বারা প্রকাশিত হয়। মোটকথা সন্তানের আচরণ বাবা-মায়ের চরিত্রের বাটখারা। এটা শুধু জেনেটিক বিবেচনায় নয় বরং কার্যকারণ সম্পর্কের ফলাফল। সন্তানকে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক পরিবর্তনের দ্বিতীয় অনুষঙ্গ হিসেবে সংশ্লিষ্ট সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, বণ্টননীতি কিংবা ন্যায়নীতির বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিশু ধারাবাহিকভাবে শেখে। যে সমাজে বৈষম্য প্রকট, অনাচারের ক্ষত গভীর কিংবা প্রভু-দাসের সম্পর্ক অমানবিক, সেখানে বেড়ে ওঠা শিশুদের একাংশ প্রভু হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং বাকিরা দাসদের মত মেনে নেওয়ার জীবনযাপন করবে। তারা প্রশ্ন করতে শিখবে না। রাজনীতিবিদরা যদি অসৎ হয়, পরিবেষ্টিত প্রতিবেশীরা যদি আক্রমণাত্মক ও হিংসা পোষক হয় এবং ধনী-গরিবের ব্যবধান ঊর্ধ্বমুখী হয়, তবে সেখানে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম অসমতা শিখবে। চিকিৎসক যদি মানবিক না হয়, প্রশাসক যদি ন্যায়পরায়ণ না হয় এবং ব্যবসায়ী যদি সৎ না হয় তবে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অধিকাংশ শিশুর মনোজগতে সামান্য পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। তোতা পাখির মতো মুখস্থ বেদবাক্য হিসেবে ন্যায়নীতির প্রলাপ আওড়ালেও সেসব বাস্তব জীবনে কখনোই প্রয়োগ করবে না। বইয়ের সততা পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ঘুষ, দুর্নীতি, অন্যায় ও অপরাধ শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হতেই থাকবে। যে সমাজ অসৎ, সে সমাজের শিশু ও বৃদ্ধ, নারী ও অক্ষম – সুযোগ পেলেই অন্যায় করবে। স্বার্থের জন্য নিয়ম ভাঙবে। তাই তো ঘটছে। অপরাধ জেনেও অপরাধীরা বীরবেশে অন্যায় করছে। এবং সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে অনুশোচনার ছিটাফোঁটা মও নাই বরং গর্ব সীমাহীন। তবে শিক্ষক কী পারেন? পরিবার ও সমাজ থেকে শিখে আসা ভুলগুলো সন্তানকে ধরিয়ে দিতে পারেন। উচিত ও অনুচিতের পার্থক্য দেখিয়ে দিতে পারেন। শিক্ষক যখন ন্যায়ের পাঠ দেন, সুনীতি শেখান, তখন শিশুদের মনোজগৎ আলোড়িত হয়। তবে নিখাদ বাস্তবতা হচ্ছে- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সংস্পর্শ ছেড়ে তাকে আবার পরিবার ও সমাজের কাছে ফিরতে হয়। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ইউটোপিয়ান ভাবনা তার আটকে থাকার সুযোগ নাই। তাকে তো জীবন ও জীবিকার জন্য সংগ্রামে নামতে হয়। যখন শিশু দেখে তার বাবা দুর্নীতিবাজ-ঘুসখোর, মা লোভী, গীবতকারী এবং প্রতিবেশীরা অহংকারী ও অসহনশীল তখন স্রোতের বিপরীতে শিশু সাঁতরাতে অক্ষম হয়। ক্ষমতাশালীদের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনীতিবিদদের দ্বারা দেশের স্বার্থ বিক্রির উৎসব এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা সাধারণ মানুষকে জিম্মি করার ফাঁদ দেখার পরে প্রজন্মের নবীন সদস্যরাও সেদিকে ধাবিত হয়। কেননা শিশুরা বয়স ও মানসিক গঠনের যে স্তরে থাকে, সেখানে ভোগকে উৎসব মনে হয়। ক্ষমতা দেখানোর স্পৃহা কাজ করে। তখন তো সবকিছু রঙিন মনে হয়। কাজেই শিশু সমাজের বাস্তবতার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখা তত্ত্বের তুলনা করে। যখন তার কাছে বাস্তবতাকে শক্তিশালী মনে হয়, তখন সে শিক্ষাকে অপাঙ্?ক্তেয়-অপ্রয়োজনীয় মনে করে। বই ও শ্রেণীকক্ষের ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষা যখন পরিবার ও সমাজের বাস্তবতায় খাটে না, মেরুদণ্ড তুলে শিক্ষক ও শিক্ষা দাঁড়াতে পারে না তখন শিক্ষকদেরকে তাদের জীবনে অপ্রয়োজনীয় উপস্থিতি হিসেবে গণ্য করতে থাকে।

সন্তানকে মানুষ করার জন্য পরিবার ও সমাজকে বদলাতে হবে। প্রজন্মের নেশায় আসক্ত হওয়া, পড়াশুনায় মনোযোগ না দেওয়া এবং বিপথগামী ও উগ্র মনোভাবাপন্ন হওয়া– এসব পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ব্যর্থতার ফল। দুর্নীতিবাজ অভিভাবকের কবল থেকে, ঘুণে ধরা সমাজ থেকে প্রকৃত মানুষ বের করা মুশকিল। শিক্ষক যত চেষ্টা করুক – পরিবার ও সমাজ সাপোর্টিভ না হলে সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত হিসেবে জাতিকে গড়ে তোলা সম্ভব, শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব কিন্তু সন্তানকে মানবিক মানুষ হিসেবে গড়া প্রায় অসম্ভব। পারিবারিক রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়নীতি শিক্ষাকে টেকসই করে। শিক্ষকদের কাছে কোনো ঐশ্বরিক জাদুর জিয়নকাঠি নাই, যেটা দ্বারা প্রজন্মকে এককভাবে মানুষ করে গড়ে তোলা সম্ভব। পরিবারের সদস্য, সমাজের আদর্শ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধকগণ সমসূত্রে ঐক্যবদ্ধ হলে রাষ্ট্র ও জাতি একটা 'মানুষ' প্রজন্ম উপহার পাবে। এই তিনটির কোনোটি বিট্রে করলে, কোনটিকে অকার্যকর রাখলে বা দায়িত্ব পালন না করলে জনসংখ্যা পাবো, ভোটার পাবো কিংবা সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত পাবো, কিন্তু মানুষ পাবো না! অথচ আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার 'মানুষ'।

লেখক: রাজু আহমেদ; প্রাবন্ধিক

স্বাস্থ্যের রোগ সারাবে কে?

মোস্তফা কামাল

আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকলেও নানা ইস্যুর তোড়ে অলক্ষ্যেই পড়ে থাকছিল স্বাস্থ্যখাত। তা এ বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও। নানা ইস্যু ও ঘটনার বাঁকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তের সুপারিশ করে ৫ মে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এ বিষয়ক সংস্কার কমিশন। এতে মোটাদাগে ৩২টি সুপারিশ করা হয়েছে। মুখ্য সুপারিশে বলা হয়েছে সংবিধান সংশোধন করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে। পথও বাতলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি আলাদা 'প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন' করতে। যে আইনে বিনা মূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ব্যাপারে নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণ করা থাকবে। সুপারিশে রোগী সুরক্ষা, আর্থিক বরাদ্দ, জবাবদিহি ও জরুরি অবস্থায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে কিছু নতুন আইনের তাগিদ রয়েছে। যেমন বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন আইন, বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস আইন, জনস্বাস্থ্য ও অবকাঠামো আইন, বাংলাদেশ সেইফ ফুড, ওষুধের মূল্য নির্ধারণ ও প্রাপ্তি আইন; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও রোগী নিরাপত্তা আইন ইত্যাদি। স্বাস্থ্যখাতে আইনের কিন্তু কমতি নেই। তা অনেকেরই অজানা। উপরে উল্লেখিতগুলো ছাড়াও অ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল আইন, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক অ্যাক্রেডিটেশন আইন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন, নারী স্বাস্থ্য আইন, ক্যানসার নিয়ন্ত্রণ আইন, শিশু বিকাশ কেন্দ্র আইন, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আইন, স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন, স্বাস্থ্য খাতে টেকসই অর্থায়ন আইনসহ এ খাতের আইনগুলো সম্পর্কে জানা হলো এ ধরনের কতো আইন যে রয়েছে খাতটিতে। ক;জনে জানতেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, মেডিকেল শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল আইন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কথা? এসব আইন সংশোধন করতে বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। তাগিদ দেয়া হয়েছে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন' প্রতিষ্ঠা করতে। যে কমিশনটি স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতি প্রণয়নে সংসদ ও সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ দেবে। জাতীয় কৌশল, সেবা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড এবং ক্লিনিক্যাল গাইডলাইনও প্রণয়ন করবে। নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার কার্যকারিতা, সেবার গুণগত মান ও সার্বিক ব্যয় সাশ্রয় পর্যালোচনা করবে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস গঠনের সুপারিশ করে বলা হয়েছে পেশাদারি, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত করতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ক্যাডার, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্যাডার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সব জনবল নিয়ে প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও পেশাভিত্তিক একটি নতুন সিভিল সার্ভিসড় বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস গঠন করতে হবে। এর সংক্ষিপ্ত নাম হবে বিএইচএস। স্বাস্থ্য খাতের জন্য স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ কমিশন স্বাস্থ্য খাতের নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়-আশয় দেখবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকারকে এই সেবা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে (ক্ষেত্রবিশেষ ভর্তুকি মূল্যে) দিতে হবে। যাতে কোনো নাগরিক আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন। এক কথায় একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সর্বজনীন প্রাপ্যতাকে একটি মৌলিক স্বাস্থ্য অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করার কথাও বাদ যায়নি। স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশস্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ আশা তো করাই যায়, এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে দেশের স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘদিনে জেকে বসা সমস্যাগুলো নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশের নামকরা চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান এ কমিশনের লিডার। তিনি ভালো করেই জানে এ খাতটি কোন দশায় চলছে। সেইদৃষ্টে প্রণয়ন করেছেন সুপারিশগুলো। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। যাদের মধ্যে অন্যতম স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে গঠিত সংস্কার কমিশন। কমিশনের প্রতিবেদন ধরে রাখার আগেই এ কমিশনের ব্যাপারে আশায় বুক ভরে গেছে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আজাদ মজুমদারের। উচ্চাশার পারদ ধরে রাখতে পারেননি তিনি। তাই প্রতিবেদন দেয়ার আগেই উচ্ছ্বাস জানান ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে। যেখানে জানান স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে তার আশার কথা। স্বাস্থ্য খাতের জন্য স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ কমিশন স্বাস্থ্য খাতের নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়-আশয় দেখবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকারকে এই সেবা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে (ক্ষেত্রবিশেষ ভর্তুকি মূল্যে) দিতে হবে। যাতে কোনো নাগরিক আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন। আবার এ কথাও সত্য স্বাস্থ্য খাত দেশের সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত খাতগুলোর একটি। এ বহুমাত্রিক খাতটির একদিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল। অন্যদিকে ওষুধ এবং তার সহায়ক শিল্প ও চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরির শিল্প। আবার রয়েছে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজসহ বিভিন্ন মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আবার সেবার ধারাও বহুমাত্রিকড়অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি। বহু বিস্তৃত এ খাতের পরতে পরতে জমেছে বহুমুখী সমস্যা।

স্বাস্থ্য খাতের সমস্যার আরেক কারণ যত্রতত্র সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ভেঙে দুই টুকরা করা, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা থেকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ব্যবস্থাপনা আলাদা করা, বেসরকারি খাতে ব্যাঙের ছাতার মতো ক্লিনিকডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া। ব্যবস্থাপনা ত্রুটি, স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঠ প্রশাসনকে শক্তিশালী না করা, ওষুধের গুণগত মান রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়াসহ নানা খামখেয়ালিপনা। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সরকারি স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলিত এবং প্রহসনের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আবার বেসরকারি খাতে চাকচিক্য থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা মানহীন ও দালালচক্র নিয়ন্ত্রিত।

কে না জানে, দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। তাদের পাঠদান করবেন তারা। দুই যুগ ধরে মেডিকেল শিক্ষায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব, উপযুক্ত ল্যাব ও হাসপাতাল না থাকায় শিখনে ঘাটতি, উপযুক্ত হোস্টেলের অভাব এবং লেজুড়ভিত্তিক শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতির দৌরাত্ম্যসহ নানা কারণে তাদের বেশির ভাগ চিকিৎসক হয়ে উঠতে পারেননি। তাদের বড় অংশের কাছে রোগীরা একেকটি যম। পোস্টগ্র্যাজুয়েট, এমবিবিএস, নার্সিং, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টসহ মেডিকেল শিক্ষার সব ক্ষেত্রে গুণগত মান উন্নয়নের সূচক সুখকর নয়। চাইলে জেলার ভেতর তিন বছর পর ট্রান্সফারের বিধান রেখে আগের মতো স্থায়ী নিয়োগেও ফিরে যাওয়া যায়। লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট, ডেপুটি হেড অব নিউজ, বাংলাভিশন।

জেনে শুনে বিষ পান করছি!

ড. হারুন রশীদ

করোনা মহামারিতে ব্যাপক প্রাণহানি হয়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। অর্থনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এরপরও নতুন একটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে মানুষ। সেটি হচ্ছে প্রকৃতির আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পাওয়া। করোনার এই দু-তিন বছরে মানুষের সর্বগ্রাসী অত্যাচার থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়েছে প্রকৃতি। জনবহুল পর্যটন স্পটগুলো জনশূন্য হওয়ায় সেখানকার পশুপাখি নিরাপদে ঘুরে বেরিয়েছে। কলকারখানা বন্ধ থাকায় দূষণ কমছে। কমেছে কার্বন নিঃসরণ। শুধু চীনেই ২০ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছে ১০ শতাংশ। ফলে জলবায়ু বিশুদ্ধ হয়েছে। প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারছে মানুষ। ধুলায় ধূসর ঢাকা, দিল্লি ও বেইজিংয়ের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। স্বচ্ছ পানিতে ডলফিনের ঘোরাফেরা দেখা গেছে। করোনার সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি ভুগেছে অক্সিজেন সংকটে। মানুষের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ায় গাছ কাটাও কমে যায়। ফলে প্রকৃতিতে বেড়ে যায় অক্সিজেনের সরবরাহ। পৃথিবী ভরে যায় সবুজে। কোভিড-১৯ এর অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির ওপর অত্যাচার বন্ধ করে তার কাছে ফিরে যাওয়া। সহাবস্থান না করে অত্যাচার চালালে মানুষও যে টিকতে পারবে না-এটিই যেন বলে দিচ্ছে করোনা মহামারি। বাস্তবতা হচ্ছে প্রকৃতির ওপর অত্যাচার আমরা থামাইনি। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ-এই প্রবাদ বাক্য আমরা জানি। কিন্তু কতটা মানছি সেটা বলাই বাহুল্য। কারণ প্রাণ ধারণের জন্য যে শ্বাস অর্থাৎ বাতাস আমরা গ্রহণ করছি সেটি কতটা স্বাস্থ্যকর এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বায়ু দূষিত হলে সেটি জীবন রক্ষার চেয়ে জীবন কেড়ে নেওয়াতেই বেশি ভূমিকা রাখবে। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, রাজধানী ঢাকার বাতাসের মান অত্যন্ত খারাপ। এমনকি বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে আমরা গোটা পৃথিবীতে শীর্ষ অবস্থান করছি। এই লেখা যেদিন লিখছি (৫ মে ২০২৫) সেদিনও দূষণের শীর্ষে ঢাকা। বোঝার সুবিধার্থে এদিনের রিপোর্ট থেকে তুলে ধরছি-'বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষ অবস্থানে উঠে এসেছে রাজধানী ঢাকা। সোমবার (৫ মে) সকাল ৮টা ১৯ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এ তথ্য। তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা ঢাকার বায়ুর মানের স্কোর হচ্ছে ১৯৮। এর অর্থ দাঁড়ায় এখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরবের রিয়াদ। এই শহরটির দূষণ স্কোর ১৯৭ অর্থাৎ এখানকার বাতাসও অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। তৃতীয় নম্বরে রয়েছে পাকিস্তানের করাচি। চতুর্থ ভিয়েতনামের হ্যানয় আর পঞ্চম অবস্থানে পাকিস্তানের আরেক শহর লাহোর। অর্থাৎ স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। (সূত্র : জাগো নিউজ ৫ মে, ২০২৫) বলা বাহুল্য এই দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। বায়ুর মান দেখে সহজেই অনুমেয় আমরা কতটা স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছি। পরিবেশের অন্যান্য দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার নানাবিধ উপায় থাকলেও বায়ুদূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। এ অবস্থায় আমরা প্রতিক্ষণ যে শ্বাস নিচ্ছি তাতে আসলে বিষ গ্রহণ করছি। এবং তা জেনে শুনে। রবীন্দ্রনাথের গানের মতো-জেনেশুনে বিষ করেছি প্রাণ/প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।' বায়ুদূষণ হলো বাতাসে এমন পদার্থের উপস্থিতি যা মানুষ, অন্যান্য জীব বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। দূষণকারী পদার্থ হতে পারে ওজোন বা নাইট্রোজেন অক্সাইডের মতো গ্যাস , কাচের মতো ছোট ছোট কণা বা সিসার মতো অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ। এটি বাইরের বাতাস এবং ঘরের বাতাস উভয়কেই প্রভাবিত করে। পরিবেশবিদ পার্কিন্স তার রচিত 'এয়ার পলিউশন' বইতে বলেছেন যেন ঘরের বাইরের আবহমণ্ডলে এক বা একাধিক সংক্রামক বস্তু যেমন- বিষাক্ত ধোঁয়া, ধূলিকণা, গ্যাস, কুয়াশা, কাঁকর, ধোঁয়াশা অথবা বাষ্পের যে পরিমাণ উপস্থিতি ও যতক্ষণ স্থায়ী হলে মানুষ, জীবজন্তু অথবা উদ্ভিদ জগতের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাকেই বায়ুদূষণ বলা হয়। অযান্ত্রিক যান চলাচল বাড়িয়ে পরিবহনজনিত বায়ুদূষণ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। এজন্য পরিবেশবান্ধব সাইক্লিংকে উৎসাহিত করা যায়। উন্নত বিশ্বে বড় বড় শহরেও সাইকেল চালানোর আলাদা লেন আছে। আমাদের দেশে সাইকেল তো দূরের কথা ফুটপাতও দখল করে রাখে। প্রতি বছর ১৫ জুন বিশ্ব বায়ু দিবস পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বায়ুদূষণ সম্পর্কে মানুষজনকে সচেতন করা। বায়ুদূষণের ভয়াবহতা এতই ব্যাপক যে, বিশ্বব্যাপী প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন শ্বাসের মাধ্যমে দূষিত বায়ু গ্রহণ করছে। বায়ুদূষণের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগে বছরে ৭০ লাখ মানুষ মারা যায়। এই তথ্য জাতিসংঘের। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'আইকিউএয়ার'র ২০২১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে বাতাসের প্রতি ঘনমিটারে পিএম ২.৫-এর মাত্রা ৭৬.৯। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মান অনুযায়ী, প্রতি ঘনমিটারে যা থাকার কথা ১০-এর কম। বায়ুদূষণের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পরে রয়েছে চাদ, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, ভারত, ওমান, কিরগিজস্তান, বাহরাইন, ইরাক ও নেপালের নাম। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজধানী শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহর নয়াদিল্লি (ভারত)। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, গত কয়েক বছরের সমীক্ষা অনুযায়ী বায়ুদূষণের ফলে কমছে মানুষের আয়ু। হাঁপানি, ক্যানসার, হৃদ্?রোগ, ফুসফুসের অসুখসহ অনেক রোগের কারণ বায়ুদূষণ। এ রোগ বৃদ্ধির জন্যও বায়ুদূষণ দায়ী। বায়ুদূষণের দৈনিক অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা মোট বিশ্ব উৎপাদনের ৩ থেকে ৪ শতাংশ। বায়ুদূষণ তাদেরই বেশি প্রভাবিত করে, যারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। ২০২১ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ৪০ হাজার শিশুর মৃত্যু সরাসরি পিএম ২.৫-জনিত বায়ুদূষণের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া বায়ুতে থাকা দূষণের মাত্রা বাড়ার ফলে ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতি ঘণ্টায় ৮০০ জন। নান-াভাবেই বায়ুদূষণ হচ্ছে। বায়ুদূষণের প্রাকৃতিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে দাবানল , ধুলো ঝড় এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। রান্না এবং গরম করার জন্য জৈব বস্তু (যেমন কাঠ) ব্যবহারের কারণে প্রায়শই অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ হয়। সামগ্রিকভাবে, বিশ্বব্যাংক অনুমান করেছে যে বায়ুদূষণের ফলে কল্যাণ ক্ষতি (অকাল মৃত্যু) এবং উৎপাদনশীলতা ক্ষতি (শ্রম হারানো) বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রতি বছর ৮ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতি করে। মানব উৎস থেকেও বায়ুদূষণ হয়। এবং এটাই বেশি। বেশিরভাগ বায়ুদূষণ শিল্প, নির্মাণ, পরিবহন এবং তাপীকরণের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে হয়, যদিও অন্যান্য অনেক উপায়েও মানুষ বায়ুদূষণ করে। পারমাণবিক অস্ত্র , বিষাক্ত গ্যাস, জীবাণু যুদ্ধ এবং রকেট প্রযুক্তি বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুদূষণ হয়। লিগনাইট এবং কয়লা সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণ করে , তারপরে তেল। জীবাশ্ম গ্যাস এবং জৈববস্তুপুঞ্জ পোড়ানোর ফলে বায়ুদূষণ কম হয়। তেল এবং গ্যাস উৎপাদনে মিথেন লিক হওয়া সাধারণ। ২০১৪ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, চীনে উৎপাদন ও নির্মাণ খাত বায়ুদূষণের ৫০ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখে। নির্মাণ, সংস্কার এবং ধ্বংস ধুলো তৈরি করে, পাশাপাশি অন্যান্য দূষণকারী পদার্থও তৈরি করে। যদিও অনেক দেশে নিষিদ্ধ, অ্যাসবেস্টস পুরোনো ভবনগুলোতে টিকে থাকে, যেখানে এটি নষ্ট হলে ফুসফুসের রোগের ঝুঁকি তৈরি করে। পরিবহন, কৃষি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গৃহস্থালির উৎস থেকেও বায়ুদূষণ হয়। ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২.৩ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ রান্নার জন্য কাঠ, শুকনো গোবর, কয়লা বা কেরোসিনের মতো দূষণকারী জৈববস্তুপুঞ্জ জ্বালানির ওপর নির্ভর করে, যা ক্ষতিকারক গৃহস্থালি বায়ুদূষণের কারণ হয়। স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব বেশি দেখা যায় নারীদের মধ্যে, যারা রান্নার জন্য দায়ী হতে পারেন এবং ছোট বাচ্চাদের মধ্যে। বায়ুদূষণের জন্য পরিবহনের কালো ধোঁয়া অনেকটাই দায়ী। ঢাকার লক্কড়-ঝক্কড় মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়িগুলো যেন বায়ুদূষণের এক একটা খনি। যানজট এই দূষণকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ঢাকায় মানুষের হাঁটার চেয়েও গড় গতি কম যানবাহনের। এ অবস্থায় যানজট ঢাকা নগরীকে কার্যত এক অচল এবং স্থবির নগরীতে পরিণত করেছে। এটি একটি স্থায়ী সমস্যা হিসেবে দেখা দেওয়ায় পরিবহন খাতে বড় ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো ছাড়া কোনো উপায় নেই। যানজট সমস্যার সমাধান না হওয়ায় প্রতিদিনই অনেক কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে উন্নয়ন। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অগ্রগতি। শুধু তাই নয়, শব্দ ও বায়ুদূষণে নানান সংক্রামক ব্যাধিতেও আক্রান্ত হচ্ছে রাজধানীর বিপুলসংখ্যক মানুষ। যানজটে নগরবাসীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাও মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণও বাড়ছে দিন দিন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা যায়, যানজটের কারণে বছরে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। সব রুটে যাত্রীদের চলাচলে কমপক্ষে ৩ কর্মঘণ্টা সময় অপচয় হয় প্রতিদিন। যানজটের কারণে বিপুল পরিমাণ জ্বালানিরও অপচয় হয়। জ্বালানি যত বেশি পুড়বে বাতাসে এর বিরূপ প্রভাবও তত। কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। বিভিন্ন সময় নানামুখী কর্মসূচি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হলেও বাস্তবায়ন হয়েছে খুবই কম। ফলে সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। অথচ দুর্বিষহ যানজটের জন্য পরিকল্পনা ও সমন্বয়হীনতার অভাবকেই দায়ী করা হয়। বুয়েটের অধ্যাপক হাদিউজ্জামান গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ঢাকা শহরে যে পরিমাণ বাস চলে, তার সত্তর শতাংশেরই আয়ুষ্কাল শেষ। লক্কড়-ঝক্কড় বাসগুলো চলছে, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো মনোযোগ নাই।' বলা হয় এসব যানবাহনের কোনো 'ইকোনমিক লাইফ' নেই। একটা বাস সাধারণত ১০-১৫ বছর পরিবেশসম্মতভাবে বা ভালোভাবে চলাচল করতে পারে, এটাই 'ইকোনমিক লাইফ'। উন্নত দেশগুলোতে বাসের ইকোনমিক লাইফ শেষ হওয়ার পর সেগুলোকে সড়ক থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। অথচ আমাদের দেশে লাইফ শেষ হওয়ার পরও রং মেখে ও মেরামত করে পুনরায় রাস্তায় নামানো হয়। ঢাকার সড়কে তাই ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলছেই। মাঝেমধ্যে মোবাইল কোর্ট বসলেও, তা দীর্ঘস্থায়ী বা কার্যকর হয় না। অযান্ত্রিক যান চলাচল বাড়িয়ে পরিবহনজনিত বায়ুদূষণ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। এজন্য পরিবেশবান্ধব সাইক্লিংকে উৎসাহিত করা যায়। উন্নত বিশ্বে বড় বড় শহরেও সাইকেল চালানোর আলাদা লেন আছে। আমাদের দেশে সাইকেল তো দূরের কথা ফুটপাতও দখল করে রাখে। ঢাকার যেসব এলাকায় বর্জ্য পোড়ানো হয়, সেইসব এলাকায়ই বায়ুদূষণ বেশি হচ্ছে। এছাড়া পাড়া-মহল্লা, বাসাবাড়িতেও বর্জ্য পোড়ানো হয়। পরিবেশবাদীরা বলেন, বর্জ্য পোড়ানোর কারণেও বায়ুদূষণ হয়। ডায়িং বর্জ্য তুরাগ নদীতে ফেলে দূষণের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। জরিমানাও করা হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে। কিন্তু দূষণ বন্ধ হয় না। এসব বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে ক্ষতিকর প্লাস্টিক, পলিথিন, রাসায়নিক সামগ্রী, জৈব, অজৈব ও গৃহস্থালি বর্জ্য। শুধু তাই নয়, সাভার অঞ্চলের শিল্পকারখানার রাসায়নিক বর্জ্যও ফেলা হচ্ছে নদী-খালে। গাজীপুরের অবস্থাও একই। সেখানকার জমিজমা পর্যন্ত চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে শিল্প বর্জ্যের দূষণে। এ অবস্থায় এতদঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে নানান রোগব্যাধি। ঢাকা দিন দিন বাস অনুপযোগী শহর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় লোকজনকে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হচ্ছে। যত্রতত্র যখন তখন খোঁড়াখুঁড়ির কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ধুলার। সকালবেলা বাসা-বাড়ি থেকে বের হয়ে লোকজনকে রীতিমতো ধুলায় গোসল করে ফিরতে হয়। হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে উঁচু তলায়ও পৌঁছে যাচ্ছে ধুলা। গাড়ি দিয়ে পানি ছিটালে ধুলি দূষণ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু সিটি করপোশেন এই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে না। ওয়াসা, ডেসা, তিতাস- এক সংস্থা রাস্তা খুঁড়ে কাজ শেষ করে তো আরেক সংস্থা শুরু করে। এতে যেমন রাষ্ট্রের অর্থের শ্রাদ্ধ হয় তেমনি ভোগান্তিও বাড়ে। বাড়ে দূষণও।

এক মন্ত্রণালয়ের সাথে আরেক মন্ত্রণালয়ের কাজের কোনো সমন্বয় না থাকায় যুগ যুগ ধরে চলছে এই জগাখিচুড়ি অবস্থা। তাছাড়া উন্মুক্ত ট্রাকে বহন করা হচ্ছে বালি, পাথর। এগুলোও বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। ধূমপানের কারণেও বাড়ছে বায়ুদূষণ। এতে ব্যক্তি নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি দূষণেও রাখছে নেতিবাচক ভূমিকা। অথচ স্বাস্থ্যসচেতন হলেই ধূমপানজনিত দূষণ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। বায়ুদূষণ রোধে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে উন্নত বিশ্বে। এরমধ্যে রয়েছে কড়া আইন ও নীতিমালা, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার এবং জন সচেতনতা। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া এসব পদক্ষেপের ফলে অনেক শহর এবং দেশ তাদের বায়ু গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। এখনই এর লাগাম টেনে না ধরতে পারলে শ্বাসজনিত নানান রোগ, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ক্যানসার এবং জিনেটিক পরিবর্তনজনিত নানান অজানা রোগে ভুগতে হতে পারে চরমভাবে। এতে একদিকে যেমন চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাবে তেমনি অসুস্থ মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে উৎপাদনশীলতাও ব্যাপকভাবে কমে যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ষষ্ঠ স্থানে। তাপমাত্রা ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি। পাল্টে যাচ্ছে ঋতুর ধারাক্রম। ফলে মানুষের চিরচেনা স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহই আজ ব্যাহত। প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণিকুলের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকতা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য পরিবেশ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। লেখার মাধ্যমে এদের অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে। পরিবেশবাদী সংগঠন নিয়ে বেশি করে খবর প্রকাশ করতে হবে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে। বায়ুদূষণ- সামগ্রিকভাবে পরিবেশসংক্রান্ত আইন-কানুন নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাও পরিবেশ সাংবাদিকতার অংশ। পরিবেশ মন্ত্রণালয় আছে, আছে পরিবেশ অধিদপ্তর। তাদের কার্যক্রম নিয়েও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে পরিবেশ সাংবাদিকতার গতি-প্রকৃতি ও পরিধি বাড়াতে হবে। এবং তা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট। ডেপুটি এডিটর, জাগো নিউজ।

সম্পাদকীয়

অতিরিক্ত চিকিৎসা ব্যয়

মানুষের কষ্ট লাঘবে উদ্যোগী হোন

দেশে চিকিৎসার পেছনে মানুষকে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়। ওষুধ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের দাম প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। বাড়ছে চিকিৎসকের ফি। রোগনির্ণয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচও বাড়ছে। সরকারি হাসপাতালের দুরবস্থার কারণে মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্নমধ্যবিত্তদেরও ছুটতে হয় বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে। সেসব স্থানে খরচের কোনো লাগামই নেই। ফলে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বহু পরিবারই দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। তথ্য মতে, এ দেশের ১ শতাংশ সার্জারি রোগী ভিক্ষা করে টাকা আনেন। ১২ শতাংশ রোগী টাকা আনেন চক্রবৃদ্ধি হারের সুদে। তাঁরা সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করা ছাড়া কোনো দিনই ওই টাকা শোধ করতে পারেন না। বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, চিকিৎসা খরচ বহন করতে গিয়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৫০ লাখ মানুষ গরিব হয়ে যায়। ব্যক্তির চিকিৎসা খরচ ক্রমেই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। এর আগেও অনেক গবেষণায় উঠে এসেছে, উচ্চ ব্যয়ের কারণে বহু মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারছে না।

তাঁরা সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করা ছাড়া কোনো দিনই ওই টাকা শোধ করতে পারেন না। বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, চিকিৎসা খরচ বহন করতে গিয়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৫০ লাখ মানুষ গরিব হয়ে যায়। ব্যক্তির চিকিৎসা খরচ ক্রমেই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। এর আগেও অনেক গবেষণায় উঠে এসেছে, উচ্চ ব্যয়ের কারণে বহু মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারছে না। আবার চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে মাঝপথে চিকিৎসা থেকে সরে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে বিবিএসের এক জরিপে

আবার চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে মাঝপথে চিকিৎসা থেকে সরে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে বিবিএসের এক জরিপে দেখা যায়, দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ গ্যাস্ট্রিক, রক্তচাপ, বাতজ্বর, হাঁপানি ও ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগলেও তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি কোনো ধরনের চিকিৎসাই নেয় না। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিক ফেডারেশনের ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা এক কোটি ৩০ লাখের মতো। এর মধ্যে মাত্র ৫৯ লাখ রোগী চিকিৎসা নেয়। বাকি ৭১ লাখ রোগীই রয়ে যায় চিকিৎসার বাইরে। তারা ডায়াবেটিস ছাড়াও দ্রুত অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়। তখন তাদের চিকিৎসার ব্যয় আরো বেড়ে যায়, যা বহন করা পরিবারের পক্ষে আরো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সরকারি হাসপাতালগুলোর সেবা নিয়েও রয়েছে অনেক অভিযোগ। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিক বা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে চিকিৎসক ও সেবাদাতা লোকবলের অভাব নিয়ে বহু কথা হয়েছে। দূর-দুরান্ত থেকে রোগীরা এসে চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যায়। রোগনির্ণয় যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে থাকা বা না থাকা, বিনামূল্যের ওষুধ না পাওয়াড়এমনি আরো অনেক অভিযোগ আছে। নিম্ন আয়ের মানুষ পারতপক্ষে অতি উচ্চ মূল্যের বেসরকারি ক্লিনিক বা হাসপাতালে যেতে চায় না। বড় শহরগুলোতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর সংগতিও তাদের নেই। তার পরও বাধ্য হয়ে একান্ত নিকটজনের চিকিৎসায় শেষ চেষ্টা করতে হয়। তখনই তারা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বা ঋণ নিতে বাধ্য হয়। স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞদের মতে, সারা দেশে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা মানসম্মত করার উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বরাদ্দের সর্বোত্তম ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আশা করি, সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে সরকার উদ্যোগী হবে।

আর কত লাশ ভেসে উঠলে টনক নড়বে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের?

চট্টগ্রামের নাগরিক জীবনের একটি নির্মম ও অব্যবস্থাপনার প্রতীক হয়ে উঠেছে উন্মুক্ত খাল-নালার মৃত্যুফাঁদ। ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আগ্রাবাদের নালায় পড়ে প্রাণ হারানো বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী সেহেরীন মাহবুব সাদি ছিলেন এই মৃত্যুযাত্রার প্রথম সংবাদ শিরোনাম। সেই ঘটনার পর নগর কর্তৃপক্ষের অনেক আশ্বাস, সংবাদ সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি, অস্থায়ী বাঁশের ঘেরাও–সবকিছুর পরও বাস্তবতায় কিছুই পাল্টায়নি। চার বছরের ব্যবধানে অন্তত ১৪ জন মানুষ খাল-নালায় পড়ে মারা গেছেন, নিখোঁজ হয়েছেন আরও অনেকে। সর্বশেষ উদাহরণ ছয় মাস বয়সী শিশু সেহরিশের করুণ মৃত্যু। কাপাসগোলা এলাকার হিজড়া খালে পড়ে যাওয়া ব্যাটারিচালিত রিকশা থেকে শিশুটিকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১৩ ঘণ্টা পর তার লাশ উদ্ধার হয় ২ কিলোমিটার দূরে। অথচ এই শিশুটির কোনো দোষ ছিল না–সেই দায় নিতে হবে সিটি করপোরেশনসহ নগরের দায়িত্বরত সংস্থাগুলোকে। দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রতিটি দুর্ঘটনার পর নাগরিক হতাশা আরও ঘনীভূত হয়, কিন্তু প্রশাসনের উদাসীনতা থেকে যায় একই রকম। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের তথ্যমতে, নগরে ১১৩৭ কিলোমিটার খাল-নালা রয়েছে, যার মধ্যে বিপুল অংশই এখনো উন্মুক্ত। যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষ চলাফেরা করে, সেখানে কোনো ধরনের নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকা শুধু দায়িত্বহীনতা নয়, বরং এটি এক ধরনের অবহেলাজনিত হত্যা বলেও অভিহিত করা যায়। নগর পরিকল্পনাবিদরা বারবার বলে আসছেন–ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো বর্ষার আগেই চিহ্নিত করে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। জনগণকে সচেতন করতে হবে, কারণ নাগরিকরা কর দেন এবং এর বিনিময়ে সেবা পাওয়াটা তাদের অধিকার। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বর্ষা আসে, প্রাণহানি ঘটে, সংবাদ হয়, দায়সারা পদক্ষেপ নেওয়া হয়–তারপর সব কিছু আবারো শীতনিদ্রায় চলে যায়। চট্টগ্রামের খাল-নালা উন্নয়নে বহু কোটি টাকার মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন-াধীন রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের নামে বছরের পর বছর ধরে খাল সংস্কার চললেও ২১টি খাল এখনো বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। বড় বড় প্রকল্পের নামে যদি শহরের সাধারণ মানুষের জীবনরক্ষার ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা যায়, তাহলে সে উন্নয়নের উদ্দেশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন–আর কত মৃত্যু হলে কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে? শিশুর লাশ দেখেও যদি তারা জাগ্রত না হন, তাহলে ভবিষ্যতের আশাও মলিন হয়ে পড়ে। আমরা মনে করি, জরুরি ভিত্তিতে সিটি করপোরেশন, সিডিএ, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে একটি সমন্বিত টাস্কফোর্স গঠন করে খাল-নালার ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো চিহ্নিত করতে হবে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপও নিতে হবে। সবার আগে দরকার, নাগরিক জীবনের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। অবহেলিত এই প্রাণহানির প্রতিটি ঘটনার দায় যেন দায়হীনতার অজুহাতে হারিয়ে না যায়–এটা নিশ্চিত করা এখনই সময়।

চার বছরের ব্যবধানে অন্তত ১৪ জন মানুষ খাল-নালায় পড়ে মারা গেছেন, নিখোঁজ হয়েছেন আরও অনেকে। সর্বশেষ উদাহরণ ছয় মাস বয়সী শিশু সেহরিশের করুণ মৃত্যু। কাপাসগোলা এলাকার হিজড়া খালে পড়ে যাওয়া ব্যাটারিচালিত রিকশা থেকে শিশুটিকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১৩ ঘণ্টা পর তার লাশ উদ্ধার হয় ২ কিলোমিটার দূরে। অথচ এই শিশুটির কোনো দোষ ছিল না–সেই দায় নিতে হবে সিটি করপোরেশনসহ নগরের

মানবিক বাংলাদেশ

ভ্রমণ ভিসায় গিয়ে হজের চেষ্টা: সৌদি আরবে আটক ৪২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: সৌদি আরবে হজের মৌসুম ঘনিয়ে আসতেই নিরাপত্তা জোরদার করেছে দেশটির সরকার। হজের অনুমোদন ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ ও হজ পালনের চেষ্টার অভিযোগে অন্তত ৪২ জন ভ্রমণ ভিসাধারী প্রবাসীকে গ্রেফতার করেছে সৌদি নিরাপত্তা বাহিনী। গতকাল মঙ্গলবার গালফ নিউজের বরাতে জানা গেছে, এসব ব্যক্তি সৌদি আরবে প্রবেশ করেন মূলত ভ্রমণ বা অন্য অ-হজ ভিসায়। অথচ, দেশটির নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত হজ পারমিট ছাড়া কেউ মক্কা বা পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশ কিংবা হজ পালনে অংশ নিতে পারবে না। সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে দেশজুড়ে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবেই এ গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়েছে। হজে অংশগ্রহণে যারা আইন লঙ্ঘন করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, যাঁরা এদের আশ্রয়, যাতায়াত বা অন্যান্য সহায়তা দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধেও চলছে আলাদা তদন্ত ও অভিযান। সৌদি সরকার জানিয়েছে, জিলক্বদ মাসের প্রথম দিন থেকে জিলহজের ১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কে হজ নিরাপত্তার জন্য 'বিশেষ পর্যবেক্ষণকাল' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কেউ অনুমতি ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করলে সর্বোচ্চ ২০ হাজার সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা এবং ভবিষ্যতে দেশটিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। এছাড়া, কেউ যদি অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও হজ পালন করতে যান বা অন্য কাউকে সহযোগিতা করেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে: জরিমানা: সর্বোচ্চ ১ লাখ সৌদি রিয়াল (প্রায় ২৬ হাজার মার্কিন ডলার), কারাদণ্ড, দেশ থেকে বহিষ্কার, ১০ বছরের জন্য সৌদিতে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা, পরাধে ব্যবহৃত যানবাহন বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সৌদি মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রতি বছরের মতো এবারও হজ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং বৈধ হজযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি হজ, যা আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে একবার পালন করা ফরজ। তবে সৌদি কর্তৃপক্ষ মনে করছে, ভিসার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে হজে অংশগ্রহণ শুধু ধর্মীয় বিধিনিষেধ নয়, বরং বিশাল সংখ্যক মানুষের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্যও হুমকি। চলতি বছরে হজ শুরু হবে ৬ জুন (শুক্রবার) সন্ধ্যায় এবং শেষ হবে ১১ জুন (বুধবার)। ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে ৮ জুন (রোববার), তবে তা চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল।

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য ট্রাম্পের নতুন প্রস্তাব: দেশ ছাড়লে মিলবে লাখ টাকা ও যাত্রা খরচ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানকারী অভিবাসীদের দেশ ত্যাগে উৎসাহ দিতে নতুন এক প্রণোদনা কর্মসূচি চালু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করলে অভিবাসীদের এক হাজার ডলার (প্রায় ১ লাখ ২১ হাজার টাকা) এবং যাত্রার সম্পূর্ণ খরচ বহনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এটি হবে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য 'সবচেয়ে নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং সম্মানজনক' পথ।

মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টি নোম গত সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, "গ্রেফতার এড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে স্বেচ্ছাপ্রস্থান।" প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেন, এই প্রণোদনার সুযোগ গ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে বৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পেতে পারেন।

স্বেচ্ছাপ্রস্থান কর্মসূচির আওতায় আগ্রহী ব্যক্তিদের 'সিবিপি হোম' (ঈইচ ঙহব) নামের একটি অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। অ্যাপটির মাধ্যমে নিজ নিজ দেশে ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (উঐঝ) জানিয়েছে, এই কর্মসূচিতে নাম লিখানো ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে আটক করা হবে না। বরং স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হবে। ইতোমধ্যে একজন অভিবাসী শিকাগো থেকে হন্ডুরাসে ফেরার টিকিট পেয়েছেন এই প্রণোদনার আওতায়।ডিএইচএস-এর হিসেবে, একজন অভিবাসীকে গ্রেফতার, আটক ও নির্বাসনের গড় খরচ প্রায় ১৭ হাজার ডলার। ফলে এই কর্মসূচি সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও ট্রাম্প প্রশাসন এই কর্মসূচিকে 'সহানুভূতিশীল বাস্তবতা' হিসেবে দেখাচ্ছে, সমালোচকরা একে মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলছেন। ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান আদ্রিয়ানো এসপেইয়াত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, "আমরা কাউকে টাকা দিয়ে দেশ ছাড়তে বলি না। আমরা এমন একটি আমেরিকা চাই, যেখানে সবাই স্থান পায়।" দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে পুরনো যুদ্ধকালীন আইন প্রয়োগের মতো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত, যা বর্তমানে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।

ইয়েমেনে ভয়াবহ বিমান হামলায় আহত ২১, হুথিদের পাল্টা হুঁশিয়ারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে ইসরায়েলের ধারাবাহিক সামরিক অভিযানের ফলে। সম্প্রতি ইয়েমেনের হুদায়দাহ শহরে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। স্থানীয় সূত্র এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, এই হামলায় অন্তত ২১ জন আহত হয়েছেন। হামলার সময় প্রায় ৫০টি বোমা নিক্ষেপ করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল হোদেইদা বন্দর এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী বাজিল শহরের একটি কংক্রিট কারখানা। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আইডিএফ জানায়, এই কারখানাটি হুথি বিদ্রোহীদের সামরিক অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুড়ঙ্গ ও অন্যান্য সামরিক নির্মাণকাজে ব্যবহৃত কংক্রিট এখান থেকেই সরবরাহ করা হতো বলে দাবি করা হয়েছে। আইডিএফের ভাষ্যমতে, এই হামলা হুথিদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতার ওপর বড় ধরনের আঘাত হেনেছে। এই হামলার প্রেক্ষাপটে ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ (হুথি) আন্দোলনের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। আন্দোলনের মিডিয়া বিভাগের প্রধান নাসরুদ্দিন আমের বলেন, "ইসরায়েলের এই বোমা-বর্ষণে আমরা দমে যাব না। বরং এর উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। গাজা উপত্যকার প্রতি সংহতির অংশ হিসেবে আমাদের সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে।" ইরান সমর্থিত হুথি আন্দোলন আরও বলেছে, বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর এই আগ্রাসন কোনোভাবেই জায়নবাদী শক্তিকে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে না। আনসারুল্লাহ আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আল-বুখাইতি হুঁশিয়ার করে বলেন, "গাজা রক্ষায় আমাদের প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র হবে-প্রয়োজনে এর মূল্য দিয়েও।" ইয়েমেন ছাড়াও একই দিনে লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে হামলা চালায় ইসরায়েল।

সামরিক কাঠামোতে রদবদল যুক্তরাষ্ট্রে জেনারেল কমিয়ে মাঠ পর্যায়ের সৈন্য বাড়ানোর পরিকল্পনা

এফএনএস আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মার্কিন সামরিক বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বে বড় ধরনের পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি জানিয়েছে, সক্রিয় দায়িত্বে থাকা ফোর-স্টার জেনারেল এবং অ্যাডমিরালদের সংখ্যা প্রায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হবে। একইসঙ্গে জাতীয় গার্ডের জেনারেলদের সংখ্যাও ২০ শতাংশ হ্রাস করা হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথ এ ঘোষণা দেন মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রকাশিত স্মারকে বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো অতিরিক্ত ও পুনরাবৃত্ত পদ বিলুপ্ত করে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কাঠামোকে আরও কার্যকর, সুশৃঙ্খল ও বাস্তবমুখী করে তোলা। হেগসেথ বলেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর আকার আরও বড় ছিল, কিন্তু তখনও শীর্ষ কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল কম।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধ করলো ট্রাম্প প্রশাসন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সম্মানজনক ও প্রাচীন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে ভবিষ্যতে আর কোনো ফেডারেল অনুদান দেওয়া হবে না-ট্রাম্প প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা খাতে নজিরবিহীন বিতর্ক তৈরি করেছে। গত সোমবার হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট ড. অ্যালান গারবার বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে শিক্ষামন্ত্রী লিন্ডা ম্যাকমাহন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "এই চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা যাচ্ছে যে হার্ভার্ড যেন আর কোনো ফেডারেল অনুদান চায় না, কারণ ভবিষ্যতে তেমন কিছু দেওয়া হবে না।" ট্রাম্প প্রশাসন অভিযোগ করেছে, হার্ভার্ড-ইহুদিবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিচ্ছে জাতিগত বৈষম্যমূলক ভর্তি নীতি অনুসরণ করছে রক্ষণশীল চিন্তাধারার শিক্ষকদের উপেক্ষা করছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে ইহুদি বিরোধিতা ছড়িয়েছে শিক্ষামন্ত্রী চিঠিতে হার্ভার্ডকে "দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি উপহাস"বলেও আখ্যায়িত করেছেন। চিঠিটি পরবর্তীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর গাজায় ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের বিরোধিতায় হার্ভার্ড ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ শুরু হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, এসব বিক্ষোভে ইহুদিবিদ্বেষ ছড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, "ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেওয়াকে অন্যায়ভাবে বিকৃত করা হচ্ছে।" এপ্রিলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি দাবিপত্র পাঠিয়ে বলা হয়-ফিলিস্তিনপন্থী গোষ্ঠীর কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে ডাইভার্সিটি, ইক্যুইটি ও ইনক্লুশনের (ডিইআই) সব নীতি বাতিল করতে হবে 'ইহুদিবিরোধী হয়রানি'র দায়ে অভিযুক্ত বিভাগগুলোর নিরীক্ষা করতে হবে এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক অবস্থানের তথ্য দিতে হবে হার্ভার্ড এই সিদ্ধান্তকে "অবৈধ, অপ্রত্যাশিত ও অনুচিত হস্তক্ষেপ"বলে উল্লেখ করেছে এবং ইতোমধ্যে ফেডারেল

আদালতে মামলা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "এই সিদ্ধান্ত শুধু উচ্চশিক্ষার উপরই নয়, চিকিৎসা ও বিজ্ঞান গবেষণার ভবিষ্যতের উপরও ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, "গবেষণা, উদ্ভাবন ও একাডেমিক স্বাধীনতা রক্ষায় হার্ভার্ড শেষ পর্যন্ত লড়বে।" হার্ভার্ডের মোট ৫৩ বিলিয়ন ডলারের তহবিল থাকলেও, এর বড় অংশ নির্দিষ্ট খাতে বরাদ্দ, যেমন ছাত্রবৃত্তি, আর্থিক সহায়তা এবং নির্দিষ্ট প্রকল্প। সরকারি অনুদানই ছিল চিকিৎসা, প্রযুক্তি এবং সামাজিক বিজ্ঞানে চলমান গবেষণার মূল চালিকা শক্তি। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ শুধু হার্ভার্ড নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমিক স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ।

নিরাপত্তা মহড়া নিয়ে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা ভারতজুড়ে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি, পাকিস্তানের পাল্টা হুঁশিয়ারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: কাশ্মীরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার রেশ না কাটতেই উপমহাদেশে ফের ছড়িয়ে পড়ছে যুদ্ধের আতঙ্ক। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার চলমান উত্তেজনা নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আজ বুধবার দেশজুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা মহড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এর মাধ্যমে ১৯৭১ সালের পর এই প্রথমবারের মতো ভারতে এমন পরিসরে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলো। সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার পর থেকেই ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক মহলে ক্রমেই চরমপন্থী প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। ভারত এই হামলার জন্য সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করলেও ইসলামাবাদ বরাবরের মতো অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং হামলার পেছনে নিজেদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে দাবি করেছে। বরং দিল্লির কড়া প্রতিক্রিয়ার নেপথ্যে কাশ্মীর পরিস্থিতিতে নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার অপচেষ্টা রয়েছে বলে পাল্টা অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এক বিবৃতিতে জানান, ভারতের যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন, "জাতি ঐক্যবদ্ধ, এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমরা বিন্দুমাত্র পিছপা হব না।" ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সম্ভাব্য যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে প্রতিটি রাজ্যে। এতে বলা হয়, ২৪৪টি জেলায় একযোগে মহড়া পরিচালিত হবে। সাইরেন বাজিয়ে বিমান হামলার সতর্কতা, ব্ল্যাকআউট পরিস্থিতি, জরুরি অবস্থায় বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, এবং শিক্ষার্থীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ-সবই এই মহড়ার অন্তর্ভুক্ত। মহড়ার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে পাঞ্জাবের ফিরোজাবাদে গতকাল মঙ্গলবার রাতে আধ-ঘণ্টার ব্ল্যাকআউট মহড়া চালানো হয়েছে।

সেখানে স্থানীয় বিদ্যুৎ সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেনা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে, যাতে বাস্তব পরিস্থিতিতে কৌশলগত প্রস্তুতির সক্ষমতা যাচাই করা যায়। এছাড়া স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরও যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষামূলক করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা জোরদার, মানুষ সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা, উদ্ধার কার্যক্রমসহ সিভিল ডিফেন্স বাহিনীর সক্রিয় প্রস্তুতির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পর্দায় আসছে 'তারে জমিন পার'-এর সিক্যুয়েল

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট অভিনেতা আমির খানের নতুন সিনেমা 'সিতারে জমিন পার' নিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। প্রতীক্ষা চলছে সিনেমাটির মুক্তি নিয়ে। এবার অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে চলেছে। গত সোমবার সিনেমাটির পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে ট্রেইলার ও সিনেমা মুক্তির তারিখও। ২০০৭ সালের জনপ্রিয় বলিউড সিনেমা 'তারে জমিন পার'-এর সিক্যুয়েল হিসেবে তৈরি হয়েছে 'সিতারে জমিন পার'। আগের বারের মতো এতে মূল চরিত্রে দেখা যাবে আমির খানকে। তার সঙ্গে অভিনয় করছেন জেনেলিয়া দেশমুখ। এই সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটছে ১০ জন নতুন মুখের-আরউশ দত্ত, গোপী কৃষ্ণ ভার্মা, সম্বিত দেশাই, বেদান্ত শর্মা, আয়ুষ ভানসালি, আশীষ পেন্ডসে, ঋষি শাহানি, ঋষভ জৈন, নমন মিশ্র এবং সিমরন মঙ্গেশকর। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন আর. এস. প্রসন্ন। এর আগে 'শুভ মঙ্গল সাবধান' ও স্বামী চিন্ময়ানন্দ সরস্বতীর জীবনভিত্তিক সিনেমা 'অন অ্যা কুয়েস্ট' পরিচালনা করে প্রশংসিত হন। 'সিতারে জমিন পার' সিনেমার গানের সুর করেছেন শঙ্কর-এহসান-লয় এবং গানের কথা লিখেছেন অমিতাভ ভট্টাচার্য। সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন দিব্য নিধি শর্মা। প্রযোজনা করছেন আমির খান, অপরণা পুরোহিত এবং রবি ভাগচণ্ডকা। এদিকে পোস্টার প্রকাশের পর থেকেই সিনেমাটির একঝলক দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন সিনেমাপ্রেমীরা। নির্মাতারা জানিয়েছেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশ পাবে সিনেমার প্রথম অফিসিয়াল ট্রেলার। সবকিছু ঠিক থাকলে ভারত ও বিশ্বব্যাপী সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ২০ জুন, ২০২৫।

আবারও পর্দায় ফিরলো সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগ

বিনোদন ডেস্ক : দেশের জনপ্রিয় টেলিভিশন তারকাদের নিয়ে শুরু হলো সেলিব্রিটি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫। গত সোমবার বিকেল ৪টায় জমকালো আয়োজনে উদ্বোধন হয় পাঁচ দিনব্যাপী এই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। চারটি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিতব্য এ প্রতিযোগিতায় খেলছে-টাইটানস, নাইট রাইডার্স, জেভিকো কিংস এবং স্বপ্নধরা স্পারটানস। প্রতিটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৪টায়। দর্শকরা ম্যাচ শুরুর দুই ঘণ্টা আগে থেকে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারবেন। টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ৬, ৮ ও ১০ মে। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৩ মে। মোট ৭টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এবং সবগুলো ম্যাচই টি-স্পোর্টস চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অংশগ্রহণকারী দলের মেন্টর ও খ্যাতিমান পরিচালকরা-মোস্তফা কামাল রাজ, গিয়াস উদ্দিন সেলিম, তানিম রহমান অংশু এবং প্রবীর রায় চৌধুরী। তারা নিজ নিজ দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিনোদন অঙ্গনের পরিচিত মুখ-দীপা খন্দকার, সালহা খানম নাদিয়া, কেয়া পায়েল, তৌসিফ মাহবুব, কর্নিয়া, আরেফিন রুমি, ইরফান সাজ্জাদ, রাফসান সাবাব, সাঞ্জু জন, সাজ্জাদ খান সান, তানহা তাসনিয়া, আরিয়ানা জামান, তাসনুভা তিশা, সায়রা জাহান আক্তার, গোলাম কিবরিয়া তানভীর, সিনথিয়া ও আলিশা। এছাড়াও টুর্নামেন্ট আয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এটি শুধু একটি খেলাধুলার আয়োজন নয়, বরং বিনোদন জগতের তারকাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বন্ধন শক্তিশালী করতেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

আবেগে ভাসছে রোশন পরিবার

বিনোদন ডেস্ক : হৃতিক রোশনের বহু প্রতীক্ষিত সুপার-হিরো ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ অধ্যায় 'কৃষ ফোর' নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন অধ্যায়। এবার তিনি শুধু পর্দায় সুপারহিরো নন, পর্দার পেছনেও প্রথমবারের মতো পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন! এই খবর সামনে আসতেই আবেগে ভেসেছে গোটা রোশন পরিবার। বিশেষ করে হৃতিকের দিদি সুনায়না রোশন জানালেন, কীভাবে 'কৃষ ফোর'-এর ঘোষণা ও পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার খবরটি তাদের কাছে একেবারে চমকপ্রদ ও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সুনায়না বলেন, "বাবা একদিন হঠাৎ জানালেন উনি আমার বাড়িতে আসছেন। আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কিছু বড়সড় খারাপ খবর দিতে আসছেন! কিন্তু তারপর বাবা এসে বললেন, 'আমি কৃষ ফোর ঘোষণা করতে যাচ্ছি।' আমি বললাম, 'দারুণ তো!' বাবা তারপর বললেন, 'তোর ভাই এটা পরিচালনা করবে।' বলতে বলতে আবেগে তখনই বাবা কেঁদে ফেললেন, দেখাদেখি আমার চোখেও জল চলে এলো। জীবনে সেই প্রথমবার বাবাকে কাঁদতে দেখলাম....এক অদ্ভুত গর্বের মুহূর্ত ছিল।" সুনয়না আরও বলেন, "আমি তো জানতামই না হৃতিক পরিচালনায় আসছে। এটা ছিল একেবারে আচমকা...মানে হঠাৎ চমক। 'দুগ্গু' এখন আমাদের বাবার স্বপ্নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।" রাকেশ রোশনের কাছ থেকে পরিচালনার ব্যাটন এবার হৃতিকের হাতে। ২০২৫-এর মার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে রাকেশ রোশন 'কৃষ ফোর' এর পরিচালকের আসন ছেড়ে দেন ছেলের জন্য। এই সিদ্ধান্তেই যেন স্পষ্ট, 'কৃষ' শুধু

একটা সিনেমা নয়- এটা রোশন পরিবারের হৃদয়ের স্পর্শ করা পারিবারিক উত্তরাধিকার। বলিপাড়ায় ফিসফা-াস, 'কৃষ ফোর'-এ হৃত্বিকের বিপরীতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও ফিরছেন তার পুরোনো চরিত্রে। ছবির শুটিং শুরু হবে ২০২৬-এর প্রথমদিকে।

নিকের হাতে হাত রেখে রেড কার্পেটে হাটলেন প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক : এবারের 'মেট গালা ২০২৫' একের পর এক চমক ছিল। লাঠি হাতে শাহরুখের প্রবেশের পর প্রিয়াঙ্কা, নিকের এন্ট্রি নিয়েও চলছে দারুণ চর্চা। সন্ধ্যা নামতেই হাতে হাত রেখে রেড কার্পেটে পা রাখলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস। সাদার উপর কালো পোলকা ডটের স্টাইলিশ কো-অর্ড সেট এবং মাথায় বড় কালো টুপি পরে এ দিন দেখা যায় প্রিয়াঙ্কাকে। সঙ্গে মানানসই গয়নায় সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। নিকও সাদা কালো যুগলবন্দিতেই এ দিন মাতিয়েছিলেন মঞ্চ। যুগলের মঞ্চে পা রাখার সেই মুহূর্ত সবচেয়ে বেশি আলোচিত। নিক বরাবরই প্রিয়াঙ্কার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নশীল। অভিনেত্রীর হাত ধরে তাঁদের ক্যামেরায় পোজ দেওয়া নানা মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। রাজা-রানির মতো রেড কার্পেটে হেঁটে এসে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরতে দেখা যায় তাঁদের। অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে নিক এবং প্রিয়াঙ্কাকে তাঁদের হোটেলের বাইরে ভক্ত এবং আলোকচিত্রীদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রিয়াঙ্কাকে আগলে গাড়িতে উঠতেও সাহায্য করতে দেখা গিয়েছে নিককে। যা দেখে সকলেই বলছেন, নিক স্বামী হিসেবে সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

এবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো হিরো আলমের বিরুদ্ধে

বিনোদন ডেস্ক : আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলমের নামে এবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণসহ মারপিট করে গর্ভপাতের অভিযোগে মামলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। গত রোববার বগুড়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এ মামলা হয়। এ মামলায় হিরো আলমসহ আরও পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে। বগুড়ার কোর্ট ইন্সপেক্টর মোসাদ্দেক হোসেন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বগুড়ার পিবিআই পুলিশ সুপারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, হিরো আলম অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাসে বাদীকে আকৃষ্ট করেন। এরপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। একপর্যায়ে মৌলভী ডেকে এনে বিয়ের রীতিতে 'কবুল' পড়িয়ে বিভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া নিয়ে তার সঙ্গে বসবাস শুরু করেন।

নতুন গান নিয়ে আসছেন নাহিদ হাসান

বিনোদন ডেস্ক : অনেকের শৈশবের স্মৃতিতে বাবার জামা ধরে সাইকেলের পেছনে বসে থাকার মতো মধুর মুহূর্ত জমে আছে। সেই সাইকেল শুধু এক বাহন নয়, যেন এক আস্ত জীবন। বাবার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে 'বাবার সাইকেল' শিরোনামে গান বেঁধেছেন ধ্রুব মিউজিক আমার গানের ঠাকুরগাঁওয়ের প্রতিযোগী নাহিদ হাসান। নাহিদের কথা, সুর ও কণ্ঠে 'বাবার সাইকেল' গানের সংগীতায়োজন করেছেন এস পুলক, তরিক আল ইসলাম ও আমজাদ হোসেন। গানটির ভিডিও নির্মাণ করেছেন আল মাসুদ। ব্যাতিক্রমী এই গানটি নিয়ে নাহিদ হাসান জানালেন, 'জীবনের একটা সময় আমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া কিছু মুহূর্তের বহিঃপ্রকাশ 'বাবার সাইকেল'।

যে সাইকেলে করে বাবা বিভিন্ন কাজ করেছেন। আমাকে পেছনে ঘুরিয়েছেন মেঠোপথ। এটি শুধু একটি সাইকেলই ছিলো বরং বাবার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠেছিল। যখন এই গান লিখি, তখন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন। করোনাকালীন সময়ে গানটি লিখে বাবাকে দেখালাম, বাবা শুধু একটি বাক্য বললেন 'আমি মরে গেলে এই গান শুনে কাঁদিস'। এখন বাবা বেঁচে নেই আর আমি সেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সত্যিই হেঁটে যাচ্ছি! এক দুপুরে বাবার সাইকেলের দিকে তাকিয়েই লিখতে চেষ্টা করেছিলাম 'বাবার সাইকেল'। আশা করছি হাজারও সন্তানের শৈশব-কৈশরের নস্টালজিয়ায় ভাসাবে এই গান।' ধ্রুব মিউজিক স্টেশন (ডিএমএস) জানায়, 'বাবার সাইকেল' গানটি তাদের ইউটিব চ্যানেলে প্রকাশ পাচ্ছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার। পাশাপাশি গানটি শুনতে পাওয়া যাবে দেশি ও আর্ন্তজাতিক একাধিক মিউজিক প্লাটফর্মে।

মেট গালায় নতুন ইতিহাস লিখলেন শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক : বহু প্রতিক্ষীত ফ্যাশন ইভেন্ট মেট গালা ২০২৫। এবারের মেটা গালার আসর বসেছে নিউইয়র্কে। ২০২৫-এর মেট গালার লাল গালিচায় প্রথমবার হাঁটলেন বলিউডের কিং শাহরুখ খান। বাদশাহী স্টাইলে শাহরুখের মেট গালা অভিষেক আরও একবার কিং খানের ভক্তদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল সেই নব্বইয়ের দশকের নস্ট্যালজিয়ায়। ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের পোশাকে নয়া আন্দাজে মেট গালার লাল কার্পেটে শাহরুখ একেবারে 'বাঙালি বাবু'। আপাদমস্তক কালো পোশাকে শাহরুখ যেন বছর ৩০-এর কোনও তরুণ তুর্কি। পরনে কালো স্যুট, কোমরবন্ধ আর কালো সিল্কের শার্টের সঙ্গে টেলকোট। শরীরে ভারী গহনায় সমাহার, দোসর হাতের ছড়ি। ভি-নেক শার্টের সামনে ক লেখা পেনডেন্ট সকলের নজর কেড়েছে। এভাবেই ক্লাসিক লুকে মেট গালার কার্পেটে ইতিহাস রচনা করলেন কিং খান। ভারতের প্রথম কোনও অভিনেতা (পুরুষ) মেট গালায় ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ফ্যাশনের 'বিগেস্ট নাইট'-এ শাহরুখের প্রথম আবির্ভাব যেন মেট গালায় দ্যুতি ছড়িয়েছে। বিদেশের মাটিতে শাহরুখের বাদশাহী লুকে আরও একবার মুগ্ধ অনুরাগীরা। ঐতিহ্যবাহী এই জমকালো ফ্যাশন ইভেন্টে এবারের থিম ছিল ঝঁঢ়বৎভরহব: ঞধরষড়ৎবফ ভড়ৎ ুড়ঁ। আর সেই থিমের সঙ্গে যেন পোশাকশিল্পী সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইনার ড্রেসে শাহরুখ খান পারফেক্ট 'বাংলার বাঘ'। বাঙালি শিল্পীর পোশাকে বাদশার মধ্যে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া মেট গালার রেড কার্পেটে যোগ করেছে বাড়তি গ্ল্যামার। ডিজাইনার সব্যসাচীর কথায়, 'এই বিশ্বের অন্যতম ফেমাস পুরুষ শাহরুখ খান।' গতবছর সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা শাড়িতে মেট গালার রেড কার্পেটে বাজিমাত করেছিলেন আলিয়া ভাট। বিদেশের মাটিতেও দুহাত তুলে আইকনিক পোজে ভক্ত হৃদয়ে ঝড় তুলেছেন বলিউডের বাদশা। প্রসঙ্গত, নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ আর্ট কস্টিউম ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর ঐতিহ্যবাহী এই ফ্যাশন ইভেন্ট হয়। বিশ্বের নামী ফ্যাশন ব্র্যান্ড, ডিজাইনার ও মডেলেরা এখানে অংশ নেন। শাহরুখ বাদেও বলিউড থেকে প্রিয়াঙ্গা চোপড়া, কিয়ারা আদভানি অংশ নিয়েছেন।

পাকা কাঁঠাল খেতে গাছের ডালে এসে বসেছে পাখিটি। কাটাছড়ি, রাঙামাটি।

কৃষকের কাঠের লাঙলের দেখা মেলে মাঠে

কৃষি ও প্রকৃতি : প্রাচীন বাংলার কৃষিভিত্তিক চিত্রকল্পে যেটি সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান; সেটি হলো মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কৃষক আর তার হাতে কাঠের লাঙল। কালের আবর্তে বদলে গেছে কৃষিকাজের ধরন। এসেছে আধুনিক যন্ত্রপাতি, মেশিনচালিত চাষের হাওয়া। তবুও দেশের কিছু স্থানে দেখা মেলে সেই চেনা দৃশ্যের। সেখানে একটি ক্ষেত, একজন কৃষক আর একটি কাঠের লাঙল। নরসিংদীর মনোহরদীতে গ্রামের খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এমনই এক চাষি। পোশাকে সরলতা, চোখে একাগ্রতা, হাতে পুরোনো কাঠের লাঙল। পায়ের নিচে শুকনো মাটি, মাথার ওপর খোলা আকাশ। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কিছু তালগাছ। যেন প্রকৃতির নীরব সাক্ষী। এই দৃশ্য নতুন নয় কিন্তু সময়ের স্রোতে এটি এখন বিরল হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে যখন কৃষিজমি চাষ করতে সবাই ট্র্যাক্টর বা পাওয়ার টিলারের ওপর নির্ভর করছেন; তখন একজন মানুষ এখনো নিজ হাতে কাঠের লাঙল নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। এটি নিছক একটি দৃশ্য নয়, এক প্রকার প্রতিবাদ। প্রযুক্তি নির্ভরতার বিপরীতে নিজের শিকড়ে ফিরে যাওয়ার এক নীরব প্রত্যয়। এ পদ্ধতিতে কাজ করা সহজ নয়। শরীরের ঘামে ভিজে যায় কাপড়, হাঁটু গেঁড়ে মাটির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় প্রতিনিয়ত। তবুও এই পরিশ্রমের মাঝেই যেন লুকিয়ে আছে আত্মতৃপ্তি। যন্ত্রে চাষ হলে সময় বাঁচে ঠিকই কিন্তু মাটি বোঝে না যন্ত্র। মাটি বোঝে হাতের ছোঁয়া, বোঝে যত্ন আর শ্রমের ভাষা। এমন একজন কৃষকের জন্য প্রতিটি চাষের দিন মানে হলো নিজেকে আবার নতুনভাবে মাটির সঙ্গে যুক্ত করা। তার জন্য মাটি শুধু জীবিকার উৎস নয়, এটি আত্মার এক অংশ। কাঠের লাঙলের প্রতিটি আঁচড়ে ফুটে ওঠে জীবনের ইতিহাস, সংগ্রাম আর নীরব ভালোবাসা। আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে এ দৃশ্য হয়তো অবাক করার মতো।

র‍্যাবের অভিযানে তিন ডাকাত গ্রেপ্তার

বরিশাল প্রতিবেদক : বরিশাল র‍্যাব-৮ এর অভিযানে বানারীপাড়ায় উপজেলার দক্ষিণ বাইশারী গ্রামের মিজানুর রহমান বাবুলের বাড়িতে সংঘটিত দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনায় আন্তঃজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপর অভিযানে র‍্যাব সদস্যরা গৌরনদীতে অভিযান চালিয়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ দুইজনকে আটক করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে র?্যাবের মিডিয়া সেল সূত্রে জানা গেছে, ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতরা হলো-আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সদস্য বরগুনার শিয়ালিয়া এলাকার সেলিম, বানারী-পাড়ার কচুয়া গ্রামের বাদশা ও আউয়ার গ্রামের ডালিম। গত সোমবার দিবাগত রাতে বরিশালের গড়িয়ারপাড় এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে র‍্যাব-৮ এর সদস্যরা তাদের গ্রেপ্তার করে বানারীপাড়া থানা পুলিশের কাছে সোর্পদ করেন। থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। অপরদিকে র?্যাব-৮ এর আরেক অভিযানিক দল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিত্বে গত সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদীর টরকী বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি পিকআপের গতিরোধ করেন। এসময় পিকআপের মধ্যে থাকা কাঠের আলমিরার মধ্যে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার ও পিকআপ চালকসহ দুই বিক্রেতাকে আটক করা হয়। র?্যাব সূত্রে জানা গেছে, চাঁদপুরের প্রধানিয়া এলাকার নুরে আলমের ছেলে শাহেদুল ইসলাম ওই গাঁজা বরিশালের বিক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

ভালুকায় ভাড়াটিয়ার ছুরিকাঘাতে বাড়ীর মালিক খুন, ঘাতক আটক

ভালুকা, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ভালুকায় ভাড়াটিয়া চন্নু মিয়ার ছুরিকাঘাতে বাড়ীর মালিক রফিকুল ইসলাম রতন নামে একজন খুন হয়েছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেছে। যৌথবানিহী অভিযান চালিয়ে ঘাতক চন্নু মিয়াকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ভালুকা উপজেলার সিডস্টোর লবণকোটা গ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে নয়টার দিকে নিহত রফিকুল ইসলাম রতন বাড়ীর পাশে চায়ের দোকানে বসা ছিল। এসময় পাশের বাসার নজরুল ইসলামের ভাড়াটিয়া হত্যাকারী চন্নু মিয়া পিছন দিক থেকে ছুরি দিয়ে রতনের পিঠে পরপর দুইটি আঘাত করে পালিয়ে যায়। এতে রতন গুরতর আহত হয়। আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ভালুকা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষনা করেন। খবর পেয়ে যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে তার ভাড়া বাসা থেকে আটক করে। কি কারনে হত্যাকান্ড হয়েছে কেউ বলতে পারেনি। তবে পরক্রিয়ার কারনে হয়তোবা হত্যাকান্ড হয়ে থাকতে পারে। হত্যাকারী চন্নুমিয়ার বাড়ী ময়মনসিংহ গৌরীপুর উপজেলার টাঙ্গাটিয়া গ্রামে। সে ভালুকার লবন কোঠা গ্রামে পরিবারসহ বাসা ভাড়া নিয়ে পোষাক কারখানায় কাজ করতো। ভালুকা মডেল থানার পুলিশ উপ পরিদর্শক নুরুল ইসলাম জানান, লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

খেত থেকে কেটে আনা ধান বাড়ির উঠানে যন্ত্রে মাড়াই করছেন কৃষক দম্পতি। বদরপুর, কৈজুরী, ফরিদপুর।

ভান্ডারিয়ায় স্ত্রী ও শাশুড়িকে গলা কেটে হত্যা

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় স্ত্রী ও শাশুড়িকে গলা কেটে হত্যার পর তাদের গায়ে আগুন লাগিয়েছে হত্যাকারী। উপজেলার ধাওয়া গ্রামে নির্মম এ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ভান্ডারিয়া উপজেলার ধাওয়া গ্রামের নূর মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী ফরিদা বেগম (৭০) ও তার মেয়ে চম্পা বেগম (৩৫)। হত্যার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত মোঃ ওবায়দুল হক খান বাদল (৪৫)। হত্যা কান্ডের ঘটনা নিশ্চিত করেছেন ভান্ডারিয়া থানার ওসি আহমদ আনওয়ার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত মোঃ ওবায়দুল হক বাদল খান এর চার বিয়ে। এ বছরের ১৬ এপ্রিল চতুর্থ বিয়ে করেছে প্রতিবেশী চাচাতো বোন ভিকটিম চম্পাকে। এরপর থেকে স্ত্রী চম্পা, শাশুড়ি এবং প্রথম স্ত্রীর ছেলে ইয়াসিনকে (১০) নিয়ে এক সাথে বাসবাস করতো বাদল। গত সোমবার রাত আনুমানিক ১১ টায় হঠাৎ চাপা শব্দ আর গোঙ্গানীতে ঘুম ভাঙ্গে ঘাতক বাদলের ১০ বছরের ছেলে ইয়াসিনের। পাশের কক্ষে গিয়ে দেখে বিছানা ও মেঝেতে রক্ত আর নিথর দু'টি দেহ পড়ে আছে খাটে। সে ভয়ে দৌড়ে গিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে প্রতিবেশীকে জানায় যে, তার বাবা সৎ মা চম্পা ও চম্পার মা ফরিদা বেগমকে হত্যা করেছে। প্রতিবেশী চম্পার মামাতো বোন এবং প্রতিবেশী নাছিমা বেগম ঘরের মধ্যে গিয়ে দুইজনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। তখন তাদের শরীরে আগুন জ্বলছিল। এরপর হত্যাকারী সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কি কারণে এ হত্যাকান্ড ঘটেছে সে বিষয়ে কেউই কিছু বলতে পারেনি। হত্যা কান্ড ঘটার পর থেকে শিশু পুত্র ইয়াসিনকেও পাওয়া যাচ্ছে না বলে স্থানীয়রা জানান। স্থানীয়দের ধারনা তাকে পাওয়া গেলে হয়তো হত্যার রহস্য উদঘাটন হতে পারে। প্রতিবেশি নাসিমা বেগম জানিয়েছেন, চম্পার ছেলে দৌড়ে আমাদের ঘরে এসে বলে খালা মা আর নানিরে মাইরা ফেলাইছে। শুইনা আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি চম্পার বুকের উপর আগুন জ্বলছে। এক বালতি পানি পেয়ে গায়ে ঢেলে দিয়ে আগুন নিভাইছি। সে সময় আমাদের দেখে বাদল পালিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে পিরোজপুরের পুলিশ সুপার খান মোহাম্মদ আবু নাসের জানিয়েছেন, হত্যাকান্ডের পর থেকে অভিযুক্ত মোঃ ওবায়দুল হক বাদল খান পলাতক রয়েছে। তবে বাদল ওই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে পুলিশ প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানিয়েছেন হত্যাকারীকে আচিরেই গ্রেফতার করা হবে। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। তবে কি কারণে নির্মম এ হত্যাকান্ড ঘটেছে এ বিষয়ে কিছুই জানাতে পারেনি পুলিশ। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আট মাস অনুপস্থিত থেকেও বেতন নিচ্ছেন ৫৫ শিক্ষক

বরিশাল প্রতিবেদক : বিভাগের দশটি কলেজ ও ১৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫৫ জন শিক্ষক গত সাড়ে আট মাস ধরে বিনানোটিশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকেও নিয়মিত বেতন-ভাতা তুলে নিচ্ছেন। এদেরমধ্যে দশটি কলেজের ৩৭ জন এবং ১৩টি স্কুলের ১৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বিগত সরকারের সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাপটের সাথে রাজনীতির প্রভাব বিস্তার করায় জনরোষের ভয়ে অনুপস্থিত থাকা শিক্ষকরা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে আসছেন না। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, গত ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে বিভিন্নস্থানে মব জাস্টিসের নামে শিক্ষকরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এই অনুপস্থিতি তারই প্রতিফলন। তারা এ অবস্থার অবসান চেয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় মেঘনা পাড়ের দুর্গম এলাকায় অবস্থিত শেখ হাসিনা সরকারি কলেজের ২২ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৯ জনই ৫ আগস্টের পর থেকে অনুপস্থিত রয়েছেন। তারা সবাই ওই এলাকার সাবেক এমপি পঙ্কজ নাথের ঘনিষ্ঠ অনুসারী। এ ব্যাপারে ওই কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস বলেন, যে প্রতিষ্ঠানে আপনি চাকরি করবেন সেখানে লাগাতার অনুপস্থিতি কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত হতে পারেনা। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা দফতরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অনুপস্থিত কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে বরিশালের তিনটি কলেজের ২২ জন ও পাঁচটি স্কুলের পাঁচজন। ভোলার চারটি কলেজের ছয়জন ও একটি স্কুলের তিনজন। পটুয়াখালীর দুইটি কলেজের আটজন ও আটটি স্কুলের আটজন।

নাঙ্গলকোটে বাড়ী ঘর লুটপাট ও জবর দখলের অভিযোগ

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা প্রতিনিধি : কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার জোড্ডা পশ্চিম ইউনিয়নের ঘোড়ামযদান গ্রামের মৃত আলতাফ আলীর পুত্র আমির হোসেনের বাড়ী ঘর ভাংচুর, লুটপাট ও জবর দখলের অভিযোগ উঠেছে তার ভাই সোলেমানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ঘোড়ামযদান গ্রামে। এ ব্যাপারে আমির হোসেন স্থানীয় চেয়ারম্যানের নিকট অভিযোগ করেন। স্থানীয় ও অভিযোগ সূত্রে জানা যায় উপজেলার ঘোড়ামযদান গ্রামের আমির হোসেন তার মাতা খায়রুন্নেছা, বোন রহিমা বেগম, ভাই সোলেমান, আনোয়ার, আব্দুল মালেক থেকে ২৩ শতক সম্পত্তি বসত বাড়ীর জন্য ক্রয় করেন এবং তার পৈত্রিক সূত্রে ৬ শতক সম্পত্তি সহ ২৯ শতক সম্পত্তির মধ্যে ৩টি ঘর নির্মাণ করে বসবাস করে আসছে। সম্প্রতি তার ভাই সোলেমান তার একটি বসত ঘরের বারান্দা, বাথরুম সহ কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলে এবং তার ঘরে থাকা কাঠ ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়। এছাড়া ঐ ঘরটি অবৈধভাবে জবর দখল করে। আমির হোসেন ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে সোলেমান ও তার ছেলে হামজা আমির হোসেনকে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে আমির হোসেন স্থানীয় চেয়ারম্যান ইউপি সদস্য ও সমাজ পতিদের নিকট অভিযোগ করেন। সে কোন শালিস দরবার না মেনে তার ছেলে হামজা সহ উল্টো আমির হোসেনকে হুমকি ধমকি দেয়। এছাড়া আমির হোসেন সোলেমান থেকে যে ৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করে সে সম্পত্তি সোলেমান তার স্ত্রী বকুল ও একই গ্রামের আব্দুর রহিম মাষ্টারের নিকট বিক্রি করে ফেলে। এ ব্যাপারে আমির হোসেন কুমিল্লার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে মামলা দায়ের করে। মামলাটি চলমান রয়েছে।

এ ছাড়া আমির হোসেনের বসত ঘরের পাশে সোলেমান একটি পোল্ট্রি ফার্ম পরিচালনা করে আসছে। যার ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। পরে আমির হোসেন তার প্রতিকার চেয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরে লিখিত অভিযোগ করে। সোলেমান ও তার ছেলে হামজার অত্যাচারে আমির হোসেন বাড়ীতে বসবাস করতে পারছে না।

গজারিয়ায় বোর্ড কারখানার হিসাব রক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় সাইফুল আলম (৪০) নামে একটি বোর্ড তৈরির কারখানার হিসাব রক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের লস্করদী এলাকাধীন সুপার বোর্ড কারখানার বিশ্রামাগার থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সাইফুল আলম কুমিল্লা জেলা দেবিদ্বার উপজেলার সাহার পাড় গ্রামের মমতাজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি উল্লেখিত ওই কারখানার হিসাব রক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সুপার বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন ছেলেটার বয়স খুবই কম কি কারনে এই ঘটনা ঘটলো আমরা তদন্ত করে দেখছি সে আমাদের ফ্যাক্টরিতে হিসাব রক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিল। এই বিষয়ে গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, লাশ উদ্ধার করে পোস্ট ম্যাডামের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এ বিষয়ে গজারিয়া থান একটি অপমৃত মামলা হয়েছে তবে বিষয়টি পারিবারিক কলরহ কি না তদন্ত করে দেখতে হবে।

চিলমারীতে সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ৩, ফসল বিনষ্টের অভিযোগ

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : দৌলত উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের নগর মৌজার উদয়নগর, চর ভগবানন্দ দিয়ার, খাদিজা থাক এলাকার প্রায় তিন শো একোর জমির বাদাম, তিল, কাউন বিনষ্ট করে চলেছে মহিষের পাল দিয়ে কাশবন খাওয়ানোর নাম করে ঐ এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী মরা ঘোষ, আসারত আলী, বন্দর বেপারী, কামাল কাজী, কামাল মুন্সি, এলাহী, মন্দিল সহ বেশ কয়েক জন মিলে। বলে এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

আল্লার দর্গায় ইসলামিয়া মেডিকেল শিশু মাতৃসেবা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লার দর্গায় ইসলামিয়া মেডিকেল শিশু মাতৃসেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বাজারের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মৌলানা শামসুল হক, ইদ্রিস আলী বিশ্বাস ইসলামিয়া মাদ্রাসা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আলহাজ্ব নুরুল্লাহ হাবিবি রোকন, মোঃ মনিরুল ইসলাম, দৌলতপুর উপজেলা ক্লিনিক মালিক সমিতির সভাপতি আবুল হোসেন, সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম (শাহীন) আর.এম.পি সভাপতি, ডাক্তার সুমন আলী, পল্লী চিকিৎসক জমশেদ আলী মিন্টু, আল্লার দর্গা বাজার কমিটির সভাপতি মিন্টু লস্কর, লাভলু মাস্টার, খন্দকার আরিফুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন ইসলামিয়া মেডিকেল শিশু মাতৃ সেবা ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আল্লারদর্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার জালাল উদ্দীন।

কাহারোলে বোরো ধান কাটা মাড়াই চলছে

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোলে বোরো ধানের ক্ষেতে হাওয়ায় দুলছে কৃষকের সোনালী স্বপ্ন। কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মাঠে-মাঠে চলছে আগাম জাতের বোরো ধান কাটা মাড়াইয়ের মহা উৎসব। কৃষকেরা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ধান কাটা শ্রমিক নিয়ে ধান কাটছেন এবং মাড়াই করছেন। বর্তমান বাজারে ধানের দাম ভালো থাকায় মহা খুশী বোরো চাষীরা। আবহাওয়া ভালো থাকায় ধান কাটা ও মাড়াই এ স্বস্তি পাচ্ছেন চাষীরা। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চলতি বোরো মৌসুমে এবার উপজেলায় বোরো ধানের চাষ করা হয়েছে ৫ হাজার ৫ শত ৭০ হেক্টর জমিতে। আগাম জাতের ২৮, ৫৮, ৮৮ ও বগুড়া কাঠারি জাতের ধান কাটা চলছে। বাজারে প্রতি মণ ধান প্রকারভেদে বিক্রি হচ্ছে ১১ শত থেকে ১১ শত ৫০টাকা। উপজেলার বোরো ধানের ক্ষেত ঘুরে দেখা যায়, মাঠে-মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সোনালী রং এর পাকা ধান। মনের সুখে এসব ধান কাটছেন শ্রমিকেরা। কৃষি শ্রমিক বাবু জানায়, এক বিঘা জমিতে ধান কাটতে ৩৫ শত টাকা চুক্তি হয়েছে।

বাজারে ধানের দাম ভালো থাকায় ধান উৎপাদনে মনোযোগী হয়েছেন উপজেলার চাষীরা। উপজেলার ইশানপুর গ্রামের কৃষক মফিজ উদ্দিন বলেন, তিনি এবার ৭ একর জমিতে বোরো চাষ করেছেন এবং তার ভাই তিনিও প্রায় ৭ একর জমিতে বোরো চাষ করেছেন। এলাকায় আরও ঘুরে দেখা গেছে, যে ধান বেশী পাক ধরেছে সেই ধান কাটছেন কৃষকেরা। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা মল্লিকা রানী সেহানবীশ জানান, চলতি বোরো মৌসুমে এই উপজেলায় বোরো ধানের লক্ষমাত্রা ছড়িয়ে গেছে।

নৌকা নিয়ে কপোতাক্ষ নদে কাঁকড়া ধরছেন দুই জেলে। মদিনাবাদ, কয়রা, খুলনা।

দিঘলিয়ার খায়রুল সবুজ বিদেশী জাতের আম চাষ করে সফল

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা খায়রুল আলম সবুজ বিদেশী জাতের আম চাষ করে পেয়েছেন সফলতা। তার এ প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে মেসার্স সবুজ নার্সারী এন্ড কপি শপ। দিঘলিয়া উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে দিঘলিয়া-সুগন্ধী সড়কের গায়ে এ প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। শুধু আম চাষ নয়, আম চাষ ছড়িয়ে দেওয়া ও বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে এক অনন্য কেন্দ্র এ আম বাগানটি। এখান থেকে দেশী-বিদেশী নানা জাতের আমের কলম কিনতে খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন ছুটে আসেন। তার আম গাছগুলো ফুল আর কাঁচা-পাঁকা ফলে ভরে গেছে। থোকায় থোকায় ঝুলছে হালকা খয়েরি, হালকা কাঁচা হলুদ, লাল হলুদ ও সবুজ রঙের আমগুলো। এ জাতের আমের চাহিদা রয়েছে দেশের বাজারে। তরুন উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে এ আম চাষ বাণিজ্যিক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। ২০০৮ সালে খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার গোয়ালপাড়া (ইসলামপাড়া) গ্রামের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা পরীক্ষামূলক ভাবে দেশী আম হিম সাগর ও আম্রপালি জাতের চারা দিয়ে আম বাগান শুরু করেন। তিনি ১০ শতক জমিতে ৩টি হিম সাগরসহ কয়েকটি আমের চারা রোপণ করেন। এরপর ২০১০ সালে আরও ২৫টি প্রজাতির ৫০০টি আম গাছের চারা রোপণ করেন ১০ বিঘা জমিতে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় গাছগুলো বড় হতে থাকে। আম বাগান মালিক খায়রুল আলম সবুজ জানান, বাগানে মিয়াজাকি, চ্যাংমাই, কিউজাই, থ্রীটেস্ট, ব্রুনাই কিং কিংচাকাপাত, ডকমাই, চিয়াংমাই, রেড পালমার, আমেরিকান ক্যান, সখিনা, রেড আইবেরীসহ ২৫ প্রজাতির আম গাছ রয়েছে। গাছ লাগানোর ২ বছর পর (মাঘ মাসে) মুকুল আসতে শুরু করে। এর ২ বচর পর পরিপূর্ণ আমে রুপ নেয়। কাঁচা অবস্থায় আমগুলো পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই থেকে রক্ষা করতে ব্যাগিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাঁকতে শুরু করে। আকার ভেদে প্রতিটি আমের ওজন ২শ গ্রাম থেকে ৪ কেজি পর্যন্ত। তিনি আরও জানান, বিদেশী জাতের আম মিষ্টি, সুস্বাদু ও রাসালো। আমের আটি পাতলা। জাত ভেদে কাঁচা-পাকা আমের উপরের ও ভিতরের রঙ আলাদা। দেশী না হওয়ায় সতর্কতার সাথে পরিচর্যা, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। বিদেশী জাতের আম চাষ দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বরিশালে আন্দোলনরত ডিপ্লোমা নার্সদের ওপর হামলায় আহত ৪

বরিশাল প্রতিবেদক : বরিশালে আন্দোলনরত ডিপ্লোমা নার্সদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। বরিশাল নার্সিং ইনস্টিটিউটের গেটে হওয়া হামলায় চারজন নার্স আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে লিমা রায়, রুহুল আমিন ও পায়েল হালদারকে শেরে-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আন্দোলনরত ডিপ্লোমা নার্সদের অভিযোগ, বিএসসি নার্সরা তাদের ওপর এ হামলা চালিয়েছে। সূত্রমতে, ডিপ্লোমা নার্সদের ডিগ্রি সমমান প্রদান এবং যোগ্যতাসম্পন্নদের চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে কমপ্লিট শাটডাউনে যায় তারা। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বরিশাল নার্সিং ইনস্টিটিউটের গেট তালা দিয়ে কমপ্লিট শাটডাউন আন্দোলন করতে থাকেন ডিপ্লোমা নার্সরা। বেলা এগারোটার দিকে কয়েকজন শিক্ষক এসে তাদেরকে তালা খুলে দিতে বলে। অন্যথায় ক্যাম্পাসে পুলিশ ডাকা হবে বলে হুমকি দেয়। এরপর আন্দোলনরতদের ওপর হামলা চালায় বিএসসি নার্সরা। পিটিয়ে আহত করা হয় চারজনকে। একপর্যায়ে আন্দোলনরতরা সংঘবদ্ধ হয়ে ধাওয়া দিলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। অপরদিকে হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে কলেজ প্রশাসনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষক বলেন, তারা কলেজে প্রবেশ করতে চাইলে প্রথমে শিক্ষার্থীরা তাদের বাঁধা প্রদান করে। এসময় এক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হয়। কোতয়ালি মডেল থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা হয়েছে।

পাকুন্দিয়া ও মিঠামইনে বজ্রপাতে তিন স্কুল শিক্ষার্থীসহ ৪ মৃত্যু

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া ও মিঠামইনে বজ্রপাতে তিন স্কুল শিক্ষার্থীসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার চরটেকী এলাকায় ও মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের চমকপুর দক্ষিণ হাটি গ্রামে বজ্রপাতের ঘটনায় এসব হতাহতের ঘটনা ঘটে। পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাখাওয়াৎ হোসেন বজ্রপাতে তিন স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যুর বিষয়টি এবং মিঠামইনার থানার এসআই অর্পন বিশ্বাস কৃষক কড়ু মিয়ার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ব্জ্রপাতে নিহতরা হলেন- পাকুন্দিয়া উপজেলার চরটেকী গ্রামের জালাল উদ্দিনের মেয়ে ইরিনা আক্তার (১৫), একই গ্রামের বাদল মিয়ার মেয়ে প্রিয়া আক্তার (১৫) ও একই গ্রামের বোরহান উদ্দিনের মেয়ে বর্ষা (১৫)। তারা সবাই চরটেকী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। অপরদিকে কৃষক কড়ু মিয়া (৩৫) মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের চমকপুর দক্ষিণ হাটি গ্রামের মোতালেব মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে ঝড়সহ বৃষ্টি শুরু হয়। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে চরটেকী নামাপাড়ায় ঝড়বৃষ্টির কবলে পড়ে তিন স্কুল শিক্ষার্থী। এসময় ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন ওই তিনজন। পরে তাদেরকে উদ্ধার করে দ্রুত পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইরিনা ও প্রিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর দিকে বর্ষাকে শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের চমকপুর দক্ষিণ হাটি গ্রামে বাড়ির সামনে কড়ু মিয়া একটি খোলা মাঠে ধান শুকাতে দেন। হঠাৎ করে ঝড়বৃষ্টির কবলে পড়েন পরে শুকাতে দেওয়া ধান জমাতে যান এ সময় বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন কড়ু মিয়া।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেছে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মিঠামইনার থানার এসআই অর্পন বিশ্বাস কৃষক কড়ু মিয়ার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে এসেছি। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. বিল্লাল হোসেন জানান, হাসপাতালে গিয়ে পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া হয় এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাফন-কাফনের জন্য আর্থিক সহযোগিতার দেওয়া হয়েছে।

বাজারে বিক্রির জন্য ট্রাক ভরে কাঁঠাল আনা হয়েছে। কদমতলী, সিলেট।

অবশেষে চুক্তি সম্পন্ন করলেন বিদ্রোহী নারী ফুটবলাররা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : শুরুতে ৩৫ জন নারী ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি করেছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। তবে বিদ্রোহী ১৮ জন ছিলেন চুক্তির বাইরে। অবশেষে সাবিনা- সানজিদা- মনিকারাও চুক্তি সম্পন্ন করেছেন। গত ৩০ জানুয়ারি কোচ পিটার বাটলারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে তার অধীনে অনুশীলনে অস্বীকৃতি জানান সাবিনাসহ ১৮ নারী ফুটবলার। একপর্যায়ে তাদের বাদ দিয়ে ৩৫ জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তি করে বাফুফে। সবশেষ তিক্ততা ভুলে চুক্তিতে এসেছে বাকি ফুটবলাররাও। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ। তিনি বলেছেন, 'বাকি ১৮ জন খেলোয়াড় ছয় মাসের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তির মেয়াদ স্বাক্ষরের তারিখ থেকেই কার্যকর হয়েছে। এর ফলে চুক্তিবদ্ধ নারী ফুটবলারের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৫৩ জনে।' গত ১০ ফেব্রুয়ারি প্রথম দফায় ৩৬ বিদ্রোহী ১৮ ফুটবলারের মধ্যে বর্তমানে ৮ জন কোচ পিটার বাটলারের অধীনে ঢাকায় চলমান ক্যাম্পে অনুশীলন করছেন। বাকি ১০ জন বর্তমানে খেলছেন ভুটানের নারী ফুটবল লিগে। গত সপ্তাহে অনলাইনে সেখানে চুক্তির কপি পাঠিয়েছিল বাফুফে। ভুটানে বসেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ১০ নারী ফুটবলার। তারা হলেন- সাবিনা খাতুন, সানজিদা আক্তার, মারিয়া মানডা, ঋতুপর্ণা চাকমা, মনিকা চাকমা, মাসুরা পারভিন, কৃষ্ণা রানী সরকার, রুপনা চাকমা, শামসুন্নাহ-ার (সিনিয়র) ও মাতসুশিমা সুমাইয়া। মোট তিন ক্যাটাগরিতে বেতন পাবেন সাবিনারা। সিনিয়ররা পাবেন সর্বোচ্চ ৫৫ হাজার করে। আর সর্বনিম্ন ২০ হাজার করে পাবেন জুনিয়ররা। এরমধ্যে সাবিনারা আগের চেয়ে বেতন বাড়িয়ে চুক্তির আওতায় এসেছেন। তবে নতুন করে বেতন কাঠামোর চুক্তি নিয়ে কারও কারও মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সামনে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ আছে। আগামী ৩১ মে তারা মুখোমুখি হবে জর্ডানের, ৩ জুন খেলবে ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে। এই ম্যাচের জন্য ভুটানে খেলতে যাওয়া ১০ জনের মধ্যে পাঁচ জনকে জাতীয় দলে ডেকেছেন পিটার বাটলার। দ্রুতই পিটারের ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা মনিকা, মারিয়া, রুপনা, শামসুন্নাহার ও ঋতুপর্ণার।

নিষেধাজ্ঞামুক্ত হলেন রাবাদা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : দু'দিন আগেই জানা গিয়েছিলো, রিক্রিয়েশনাল ড্রাগ সেবন করেছিলেন কাগিসো রাবাদা। যেটা মাদকের পর্যায়ে পড়ে। যে কারণে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। যদিও তার নিষেধাজ্ঞার খবর প্রথমে জানা যায়নি। শুধু, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে হঠাৎ করে গুরাট টাইটান্স ছেড়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেসার। দু'দিন আগেই রাবাদা নিজে, নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার তথ্য জানান সবাইকে। জানুয়ারিতে এসএ২০ টুর্নামেন্ট চলাকালীন রিক্রিয়েশনাল ড্রাগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ওই সময় টেস্ট করার পর পজিটিভ প্রমাণ হন। এপ্রিলে টেস্টের রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর এক মাসের নিষেধাজ্ঞা পান রাবাদা। অবশেষে সেই একমাসের নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হলো। এখন তিনি মুক্ত। খেলতে পারবেন আইপিএলেও। সাউথ আফ্রিকা ইনস্টিটিউট ফর ড্রাগ-ফ্রি স্পোর্ট (এসএআইডিএস) নিশ্চিত করেছে, রাবাদা এসএ২০ তে গত ২১ জানুয়ারি এমআই কেপটাউন এবং ডারবান সুপার জায়ান্টসের ম্যাচের সময় টেস্টে পজিটিভ প্রমাণিত হন। পজিটিভ রেজাল্ট রাবাদার কাছে পৌঁছানো হয় ১ এপ্রিল এবং সঙ্গে একমাসের নিষেধাজ্ঞাও।' এসএআইডিএস-এর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রাবাদা নিষিদ্ধ ড্রাগ নেয়ার টেস্টে পজিটিভ প্রমাণিত হন এবং দ্রুত তাকে এ বিষয়ে জানানো হয়।

অবশেষে ব্রাজিলের কোচ হতে কোন বাধা থাকলোনা আনচেলত্তির

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সফল ও অভিজ্ঞ কোচ কার্লো আনচেলত্তি আসন্ন মৌসুমে আর রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বে থাকছেন না। দ্য অ্যাথলেটিক-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইতালিয়ান এই কোচ ও ক্লাবের মধ্যে তার বর্তমান চুক্তি (যা ২০২৬ সাল পর্যন্ত চলার কথা ছিল) পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ খুব শিগগিরই আনচেলত্তির বিদায় ঘোষণা করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং সেই ঘোষণা আসতে পারে আগামী এল ক্লাসিকোর পরপরই, চলতি লা লিগা মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই। এই সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘদিন ধরেই চলা গুঞ্জনের অবসান ঘটছে। আনচেলত্তি নিজেও আগ্রহী ছিলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায় শুরু করতে। তিনি ব্রাজিল জাতীয় দলের পরবর্তী প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন, যা জুন মাসের আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্রাজিলের কোচ হিসেবে আনচেলত্তির প্রথম ম্যাচ হবে ইকুয়েডরের বিপক্ষে, যেখানে তার অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা নতুনভাবে দলকে সাজাতে ভূমিকা রাখবে। রিয়াল মাদ্রিদে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করে, আনচেলত্তি ক্লাবকে লা লিগা, চ্যাম্পিয়নস লিগসহ একাধিক শিরোপা উপহার দিয়েছেন। এবার ব্রাজিলে ক্যারিয়ার রাঙানোর অপেক্ষা।

ক্লাব বিশ্বকাপের আগেই আলেকজান্ডারকে দলে চায় রিয়াল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড গত সোমবার লিভারপুলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি মৌসুম শেষে ক্লাব ছাড়ছেন। এই ২৬ বছর বয়সী ফুটবলারের গন্তব্যও সবার জানা। আসন্ন গ্রীষ্মে এই ফুলব্যাক রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন। তবে ইএসপিএনের তথ্য মতে, রিয়াল এই ট্রান্সফারটি খানিকটা দ্রুত করতে চাচ্ছে। এই ব্যাপারে লস ব্ল্যাঙ্কসরা লিভারপুলের সঙ্গে আলোচনায় বসবে বলে জানা গিয়েছে। এই মৌসুমের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল সোমবার এক বিবৃতিতে জানায়, "আলেকজান্ডার আর্নল্ড ক্লাবকে জানিয়েছেন যে, বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে এই গ্রীষ্মে তিনি ক্লাব ছেড়ে যাবেন। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে চুক্তি শেষ হলে তিনি অ্যানফিল্ড থেকে বিদায় নিবেন।" ফলে, রিয়াল আর্নল্ডকে ফ্রি ট্রান্সফারে দলে পাওয়াতে বাঁধা নেই। এই ইংলিশ ডিফেন্ডারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েক মাস ধরেই লস ব্ল্যাঙ্কসদের আলোচনা চলছিল। বর্তমানে শুধুমাত্র চুক্তির চূড়ান্ত কিছু বিষয় বাকি রয়েছে। যদিও রিয়াল আর্নল্ডের সঙ্গে মৌখিকভাবে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে। এরপরও একটা জটিলতা তৈরি হয়েছে। রিয়াল আসন্ন ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ গ্রহণ করবে, যা শুরু হচ্ছে ১৪ জুন থেকে। অন্যদিকে লিভারপুলের সঙ্গে আর্নল্ডের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে-হতে ৩০ জুন। তবে রিয়াল এই ফুলব্যাককে ক্লাব বিশ্বকাপে নিজেদের স্কোয়াডে পেতে চাচ্ছে। অলরেডদের এই মৌসুমের খেলা শেষ হবে ২০ মে। লস ব্ল্যাঙ্কসরা চায় এরপরই তাদের ডেরায় নাম লিখিয়ে ফেলুক আর্নল্ড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মৌসুম শেষে যদি লিভারপুলের সঙ্গে একটি চুক্তি করা যায়, তাহলে এই ২৬ বছর বয়সী ডিফেন্ডারও আগেই রিয়ালে যোগ দিতে ইচ্ছুক। গতবছরের অক্টোবরে দানি কারভাহাল দীর্ঘমেয়াদি হাঁটুর চোটে পড়েন। এরপর রিয়াল রাইটব্যাকের জায়গাটা পূরণ করতে এই বছরের জানুয়ারিতেই আর্নল্ডকে দলে ভেড়াতে চেয়েছিল। তবে তখন লিভারপুল কোনো আলোচনা বসতে রাজি হয়নি। রিয়াল এখন লিভার-পুলের সঙ্গে একটি 'যুক্তিসংগত ট্রান্সফার ফি'র ভিত্তিতে আলোচনা করতে চায়, যাতে আর্নল্ড তার অ্যানফিল্ডের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সাদা জার্সিতে যোগ দিতে পারেন। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ আর্নল্ডকে স্প্যানিশ জায়ান্টদের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে। তাছাড়া এই আসর ২০২৫-২৬ মৌসুমের জন্য প্রস্তুতির একটা অংশ। ২৬ বছর বয়সী আর্নল্ড অ্যানফিল্ডে ২০ বছর কাটিয়েছেন। এই সময়ে তিনি ২০১৯ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগ, দুটি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, লিগ কাপ, ক্লাব বিশ্বকাপ এবং উয়েফা সুপার কাপ জিতেছেন। গত সোমবার আর্নল্ড বলেন, "আমি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি যেখানে মনে হচ্ছে আমার জন্য একটি পরিবর্তনের প্রয়োজন। একজন খেলোয়াড় এবং একজন মানুষ হিসেবে নতুন চ্যালেঞ্জ দরকার। আমি মনে করি এখনই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঠিক সময়।"

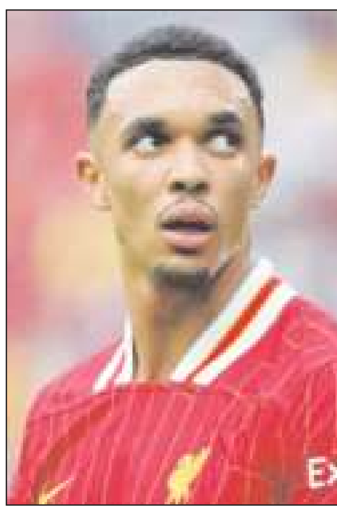

আইপিএলের প্লে-অফের দৌড়ে এখনো টিকে রইলো সাত দল

স্পোর্টর্স ডেস্ট : ধীরে ধীরে দারুণ জমে উঠছে আইপিএলের প্লে-অফের সমীকরণ। ১০ দলের টুর্নামেন্ট থেকে সবার আগে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে একসময়ের দাপুটে দল চেন্নাই সুপার কিংসের। পরে বিদায় নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদও। প্লে-অফে ৪টি জায়গার লড়াইয়ে বর্তমানে টিকে আছে ৭টি দল। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। প্লে-অফের দৌড়ে তারাই সবচেয়ে এগিয়ে। প্লে-অফ পুরোপুরি নিশ্চিত করতে এখন আর একটি জয় দরকার ব্যাঙ্গালুরুর। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও ২ ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেলেই কেবল পাঁচ দল ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে পারবে। পয়েন্ট সমান হলে যেহেতু বেশি জয় পাওয়া দল যাবে প্লে-অফে, সেক্ষেত্রে ১৮ পয়েন্ট পেলেও ৯ জয় নিয়ে প্লে-অফে চলে যাবে আরসিবি। তবে বাকি সব ম্যাচ হারলেও অন্য ম্যাচের ফল পক্ষে আসলে প্লে-অফে যাওয়ার সুযোগ থাকবে আরসিবির। শীর্ষ দুই নিশ্চিত করতে হলে জিততে হবে বাকি ৩ ম্যাচেই। কারণ ২০ পয়েন্ট পাওয়ার সুযোগ রয়েছে ৩ দলের। **পাঞ্জাব কিংস** ১১ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট পাওয়া পাঞ্জাব কিংস আছে দ্বিতীয় স্থানে। বাকি ৩ ম্যাচের মধ্যে ২ জয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত হবে পাঞ্জাবের। তবে কোনো জয় পেলেও প্লে-অফে যেতে পারবে তারা, সেক্ষেত্রে নিজেদের পক্ষে আসতে হবে অন্য ম্যাচের ফল। বাকি ৩ ম্যাচের ৩টিতেই জিতলে শীর্ষ দুইয়ে থেকে চলে যাবে প্লে-অফে। **মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স** ১১ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট পাওয়া মুম্বাইয়ের নেট রান রেট সবচেয়ে ভালো। বর্তমান অবস্থা থেকে আরও ২টি জয় পেলে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ পর্বের খেলা শেষ করবে মুম্বাই, নিশ্চিত করে ফেলবে প্লে-অফে খেলা। ১ জয়ে ১৬ পয়েন্ট পেলেও যাওয়ার সুযোগ থাকবে তবে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আর যাওয়া যাবে না। শেষ ৩ ম্যাচে ৩ জয়ে ২০ পয়েন্ট তুলতে পারলে ভালো নেট রান রেটের কারণে শীর্ষ দুই প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে মুম্বাইয়ের। **গুজরাট টাইটান্স** ১০ ম্যাচ খেলে ৭ জয়ের ফলে ১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টেবিলের ৪ নম্বরে আছে গুজরাট। নেট রান রেটে মুম্বাইয়ের পরেই আছে তারা। বাকি ৪ ম্যাচের মধ্যে ২ জয় পেলেই প্লে-অফের টিকিট কেটে ফেলবে গুজরাট। ১ জয় পেলেও সুযোগ থাকবে। তবে বাকি ৪ ম্যাচের সবগুলো হারলে বিদায় নিশ্চিত। **দিল্লী ক্যাপিটালস** ১১ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট তুলে টেবিলের ৫ম স্থানে রয়েছে দিল্লী ক্যাপিটালস। পরের ৩ ম্যাচের সবগুলো জিতে ১৯ পয়েন্টে যেতে পারলে প্লে-অফের টিকিট কাটতে পারবে দিল্লী। ১৫ এবং ১৭ পয়েন্টে গেলেও সুযোগ থাকবে, সেক্ষেত্রে অন্য ম্যাচের ফল আসতে হবে নিজেদের পক্ষে। শেষ ৫ ম্যাচের মধ্যে কেবল ১ ম্যাচ জিতেছে টানা ৬ জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা দিল্লী। **কলকাতা নাইট রাইডার্স** ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের এবারের মৌসুমটা ভালো যাচ্ছে না। ১১ ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের ৬ষ্ঠ স্থানে। বাকি ৩ ম্যাচে ৩ জয়ের ফলে সর্বোচ্চ ১৭ পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে পারবে কেকেআর। সুযোগ থাকবে ১৫ পর্যন্ত যেতে পারলেও। তবে উভয়ক্ষেত্রেই নেট রান রেট এবং অন্য ম্যাচের ফল নিজেদের পক্ষে আসতে হবে।

নতুন রেকর্ডে নাম লেখালেন কামিন্স

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বৃষ্টির কারণে সোমবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচটা পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এরই সাথে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে হায়দরাবাদের। তবে দলের হতাশার দিনে দারুণ এক রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন হায়দরাবাদ অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ট্রেন্ট বোল্ট এবং লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে এখন একই কাতারে অসি পেসার। পরিত্যক্ত হওয়া ম্যাচে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে মাত্র ১৩৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল দিল্লি।

হায়দরাবাদের সুযোগ ছিল, এই ম্যাচ জিতে প্লে অফের লড়াইয়ে টিকে থাকার। কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি। ম্যাচের প্রথম বলেই দারুণ এক ডেলিভারিতে করুন নায়ারকে উইকেটরক্ষকের ক্যাচ বানান কামিন্স।

লাইফস্টাইল

যেভাবে শিশুসন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পারস্পরিক আলাপচারিতা শিশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায়। এমন পদ্ধতি শিশুর সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন গড়ে তুলতে এবং শিশুর ইতিবাচক শিক্ষা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সন্তানের সঙ্গে কিছু কাজ করার মাধ্যমে বাবা-মা শিশুর মনোভাব ও আচরণে ইতিবাচক পার্থক্য তৈরি করতে পারেন, গড়ে তুলতে পারেন বন্ধুত্ব। চলুন জেনে নিই যেভাবে শিশুসন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন তার কৌশল। * বয়স ও অর্থপূর্ণ পারস্পরিক যোগাযোগ শিশুকে শিখতে ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। প্রতিদিন মৌখিক ও অঙ্গভঙ্গিগতড়উভয় ধরনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় শিশুর সঙ্গে সময় কাটান, এভাবে আপনার ছোট্টমণি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবে এবং মূল্যবান অনেক কিছু শিখতে পারবে। * বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর কাছে জানতে চান আর তাকে বলতে দিনড় যেভাবে সে চায়। এই প্রক্রিয়া তাকে নতুন শব্দ শিখতে সাহায্য করবে। কাল্পনিক গুণাবলী সমৃদ্ধ শব্দ দিয়ে বিভিন্ন নাম বর্ণনা করুন। আপনি এভাবে বলতে পারেনড় 'দেখো কী সুন্দর ফুল! এর বৃত্তগুলো সবুজ, পাঁপড়ি ল্যাভেন্ডার আর এর লম্বা স্টিকগুলো সোনালি হলুদ। কী, দেখতে খুব মজা না? * আপনার কাজকর্মে তাকে সঙ্গে রাখুন আর বিভিন্ন শিক্ষণীয় গল্প বলুন। এতে শিশু কাজে উৎসাহ পাবে, সময় ভালো কাটবে, আপনার বন্ধু হয়ে যাবে। সর্বোপরি এক সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি হবে আপনাদের মধ্যে। ধরুন, সোনামণিকে নিয়ে লাইব্রেরিতে গেছেন, জানতে চানড় এখানে কী দেখছো বাবা? বলোতো এগুলো কী? এগুলো পড়লে কী হয়। মনে রাখবেন, তার প্রতি আপনার মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যে সে লাভবান হবে। শিশুর নিজস্ব ভাবনা, সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলুন। তাকে জানতে চান। শিশু বুঝতে পারবে, নিজের এমন সব বিষয় আশয়ও শেয়ার করতে পারেন। * যতটা সম্ভব মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়ে তার কথা শুনুন। প্রতিক্রিয়া বাদ দিন। শিশু যখন বলছে, শোনার সময় দৃষ্টি বিনিময় করুন, সহজবোধ্য পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করুন। আপনি যা বুঝলেন তা নিজের ভাষায় বলুন। আপনার ভাবনা তার কাছে কঠিন মনে হতে পারে। যতটুকু সম্ভব সহজ ভাষায় তাকে বুঝিয়ে বলুন। আপনার সব কথা হয়ত শিশু নাও বুঝতে পারে, তাতে সমস্যা নেই। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না বোঝা বিষয়-আশয়ে বোঝার আগ্রহ বাড়বে শিশুর। * কোনো কোনো বিষয়ে শিশুকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিন। এতে ব্যক্তি হিসেবে তার মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি, ধারণা ও চিন্তা-চেতনা বাড়বে।

যেমন বাজার করতে গিয়ে বলতে পারেনড় কোনো ধরনের ফল আমাদের কেনা উচিত? বা কোন রঙের আপেল তুমি সবচেয়ে পছন্দ করো? বা কোন মাছ খেতে তোমার বেশি ভালো লাগে। আজ তোমার পছন্দের মাছ কিনবো কেমন হবে। * একত্রে হাঁটতে হাঁটতে শিশুর সাথে নানা ধরনের ননভার্বাল ইন্টারেকশন করুন। খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো, শিশুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে কথা বলা। শিশুর সঙ্গে আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসুন।

চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে যে ক্ষতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ব্যস্ত জীবনে দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা আমাদের নিত্যসঙ্গী। তাই তো অনেকে মাথা হালকা রাখতে একটু পর পর চা পান করেন। সেই সঙ্গে সিগারেটে টান দেওয়ার অভ্যাসও আছে অনেকের। এতেই মস্তিষ্কের বোঝা নেমে যায় বলে মনে করেন তারা। তবে সাধারণ মানুষের একাংশের এমন কর্মকাণ্ড দেখে চমকে যান বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার ওপর যদি আবার চা খেতে খেতে ধূমপান করেন, তা হলে শরীরের আরো ক্ষতি ডেকে আনবেন। দেহে বাসা বাধবে একাধিক জটিল অসুখ। আজকের প্রতিবেদনে জানবেন চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক। **হার্টের ক্ষতি,** বিশেষজ্ঞদের মতে, একটা সিগারেটে মোটামুটি ৬ থেকে ১২ গ্রাম নিকোটিন থাকে। আর এই উপাদান হার্টের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিকোটিনের কারসাজিতে হার্টের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে পড়তে পারে। যার জন্য স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এমনকী বিপদে ফেলতে পারে হার্ট অ্যাটাক। অপরদিকে আবার দিনে ৭-৮ কাপ চা খেলে হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে। ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে প্রেশার। সেই কারণেও হার্টের ক্ষতি হয়। তাই সাবধান হন। **ক্যানসার** গবেষণায় দেখা গেছে, চা খাওয়ার সময় ধূমপান করলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ৩০

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবে বিজ্ঞানসম্মত ১০ উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবে বিজ্ঞানসম্মত ১০ উপায়সবুজ প্রকৃতি আমাদের সুখানুভূতি দেয়। আমাদের জীবন হলো ট্রেনের মতো, যা ছুটে চলেছে অবিরাম। এই চলার পথে সবাই চায়, সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে। কিন্তু সুখ-শান্তির বড় অন্তরায় জাগতিক দুশ্চিন্তা। এই দুশ্চিন্তা দূর করার উপায় জানতে মানুষ মনোবিদ পরামর্শকের দ্বারস্থ পর্যন্ত হয়। তবু কাটিয়ে ওঠা যায় না। কয়েকটি গবেষণা ঘেঁটে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম বাতলে দিয়েছে দুশ্চিন্তা কাটানোর ১০ উপায়। বিজ্ঞানসম্মত এই ১০টি উপায় মেনে চেষ্টা করতে পারেন দুশ্চিন্তা দূর করার। * বিভিন্ন সময়ে চালানো গবেষণা মতে, সবুজের মধ্যে বসবাসে মানুষ সুখী হয় এবং দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। কানাডিয়ান গবেষকদের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যখন মানুষ প্রকৃতির মধ্যে থেকে ফুল, পাখি, গাছ, নীল আকাশ দেখে, তখন এই প্রকৃতি-পরিবেশ তার মধ্যে সুখানুভূতির সৃষ্টি করে। মানসিকভাবে সুস্থ রাখে। বাড়ায় সুখ-শান্তি। * গলা ছেড়ে গেয়ে উঠুন! এর পেছনে বিজ্ঞান রয়েছে। গানে এনড্রোফিন ও অক্সিটোসিনের মতো মনকে চনমনে রাখা এবং পরমার্থিকতা বাড়ানো সুখী হরমোন নিঃসরণ হয়, যার ফলে উদ্বেগ ও চাপ কমে। গবেষণায় দেখা গেছে গান একাকিত্ব ও হতাশা দূর করতেও সাহায্য করে। * দৌড়াদৌড়ি বা লাফ-ঝাঁপ কেবল হার্ট কিংবা মেজাজ ভালো রাখে না। এটি ডায়াবেটিস, স্থূলতা, আথ্রাইটিস বা বাত ও হতাশা দূর করে দেয়। প্রতিদিনের রুটিনে কমপক্ষে ৩০মিনিট হাঁটা, নাচ বা যোগ ব্যায়ামের জন্য রাখুন। সুখী থাকার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী উপায় এটি। * শরীর ও মনকে পুনরুজ্জীবিত করে নির্বিঘ্ন ঘুম। আবার অপর্যাপ্ত ও ব্যাহত ঘুম অস্বস্তি, খিটখিটে মেজাজ ও উচ্চ রক্তচাপ বাড়ায়। ভালো ঘুমের অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে। গবেষকরা বলে থাকেন, দিনে অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমোনো প্রয়োজন। ঘুমের আগে ক্যাফেইন, অ্যালকোহল ও চর্বি জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। * শরীরের ওজনের ৬০ শতাংশ হলো পানি। এই পানি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একেবারেই অপরিহার্য। এটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, পুষ্টি শোষণে সাহায্য করে, দেহের ভেতরের টক্সিনকে বের করে দেয়, চেতনা উন্নত করে, মেজাজ ও ঘুমের উন্নতি ঘটায়। প্রচুর পানি পান ওজন কমাতেও সাহায্য করে এবং ত্বক ভালো রাখে। পানির কর্তব্যই হলো দেহকে শান্তি ও সুখে। * স্মার্টফোন সারা দুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে একাকিত্ব, অমনোযোগ, ভালো ঘুম না হওয়া, ডায়াবেটিস ও বিষন্নতা দেখা দিতে পারে। রাতে ঘুমোনোর আগে নিজের স্মার্টফোনটি বন্ধ করে দিন।

পায়ের গোড়ালি ব্যথায় যা করতে পারেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পায়ের গোড়ালি ব্যথায় যা করতে পারেনব্যথা না কমলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যান। সঠিক জুতা না পরা ও বিভিন্ন কারণে আমাদের পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হতে পারে। আবার অনেকেই পায়ের গোড়ালিতে চাপ দিয়ে হাঁটেন বা দৌড়ান। এজন্য পায়ের গোড়ালি নিয়ে প্রায় মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিসের ব্যথা গোড়ালিতে এসেও পড়ে। এমন অবস্থায় ব্যথা বেশি হলে ঘরোয়া উপায়ে আরাম পাবেন যা করলে: * এক চামচ ল্যাভেন্ডার তেল একটি বাটিতে নিয়ে তার সঙ্গে নারিকেল ও অলিভ তেল মিশিয়ে নিন। এরপর তেল মালিশ করুন গোড়ালিতে। দ্রুত গোড়ালির ব্যথা কমে যাবে। * খালি পায়ে, হাই হিল ও জুতা না পরে হাঁটতে যাবেন না। আবার অনেক সময় দেখা যায় পায়ের মাপের সঙ্গে জুতার মাপ ঠিক নেই। আবার শক্ত জুতা পরার জন্য অনেকের গোড়ালি ব্যথা হয়ে থাকে। তবে জুতা বদলে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়। সেই অবস্থায় একটু নরম ও পায়ের সঠিক মাপের জুতা বেছে নেবেন। * ব্যথানাশ করার ক্ষমতা আছে সরিষা তেলে। কুসুম কুসুম গরম করে তেল ব্যথার অংশে মালিশ করতে পারেন। * গোড়ালি ব্যথায় হলুদ একটি চমৎকার ঘরোয়া উপায়। হলুদে আছে প্রদাহরোধী উপাদান ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি ব্যথাকে দূর করতে কাজ করে। এক কাপ দুধের সঙ্গে এক চামচ হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করুন। এর মধ্যে সামান্য মধু দিয়ে দিনে দুই থেকে তিন বার পান করুন। * পেশি টান লাগার কারণে পায়ে ব্যথা হয়। আদা হলো প্রদাহরোধী উপাদান। এটি ব্যথা ও প্রদাহের সঙ্গে লড়াই করে। দিনে তিনবার আদা দিয়ে চা পান করতে পারেন।

পাশাপাশি খাদ্যতালিকায়ও আদা রাখবেন। * পায়ের গোড়ালিতে বা ব্যথার অংশে বরফ থেরাপি দিতে পারেন। দ্রুতই ব্যথা কমাবে। তবে ব্যথা না কমলে অবশ্যই কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

প্রাকৃতিক উপাদানে মেকআপ রিমুভার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মেকআপ রিমুভার হিসেবে আমরা অনেকেই বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর ভরসা করি। যা নানা রাসায়নিক উপাদানে তৈরি। এসব রিমুভারের প্রধান সমস্যা হলো- ত্বক শুকিয়ে ফেলে, অন্যথায় তেলতেলে দেখায়। কসমোলজিস্টদের ভাষ্য, বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নেওয়া উচিত। বিকল্প হিসেবে বেছে নিন প্রাকৃতিক উপাদান। : দেখা যাক, সেগুলো কী কী-নারিকেল তেল : শুধু চুলচর্চায় নয়, রূপচর্চায়ও নারিকেল তেল দারুণ উপকারী। তবে নারিকেল তেল কিনুন একদম প্রাকৃতিক এবং খাঁটি। মেকআপ তোলার জন্য নারিকেল তেল হাতের তালুতে নিয়ে মুখে হালকা বুলিয়ে নিলেই হলো। আমন্ড অয়েল : যারা নারিকেল তেলে অভ্যস্ত নন, তারা বেছে নিন আমন্ড অয়েল। হালকা, সুগন্ধযুক্ত এই তেল কিন্তু মেকআপ রিমুভারে দারুণ। শেভিং শেষে এই তেল ব্যবহার করা যায়। এমনকি ওয়্যাক্সিংয়ের পরেও কার্যকরী। কটন বলে আমন্ড অয়েল নিয়ে মেকআপ তুলুন। দুধ : শরীরের জন্য তো বটেই, ত্বকের জন্যও উপকারী।

রাতে সুনিদ্রার জন্য যা করবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রাতে সুনিদ্রার জন্য যা করবেনরাতে ঠিকমতো ঘুম না হলে, সারাদিন কাজের এনার্জি পাবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকেলে বাড়িতে ফেরেন মুনতাহা। রাত ৮টার দিকে কম্পিউটারে বিভিন্ন কাজ করতে করতে ঘুমাতে প্রায়ই রাত ১টা বেজে যায়। সকালে আবার ক্লাস ধরার চিন্তায় ঘুমাতে ঘুমাতে তার তিনটে। সকাল ৬টা বাজতে বিকট শব্দে অ্যালার্ম বাজল, তখন তার বুক ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল! কোনোমতে চোখ দুটি খুলে অ্যালার্ম বন্ধ করার উপায় খুঁজলেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল যদি আরেকটু ঘুম হতো। তাহলে সকালে শরীরটা ঝরঝরে লাগতো। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক কমপক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। যদি ঘুমানোর সার্কেল ঠিক না থাকে তাহলেই, অনিদ্রার সমস্যায় ভুগলে শরীরে হাজারো সমস্যা দেখা দেবে। দেহের জৈবিক ঘড়িকে ঠিক রাখতে রাত ৮টায় ঘুমানোর এবং ভোর ৪টায় ঘুম থেকে ওঠার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। অর্থাৎ ৮ ঘণ্টা। এতে সার্বিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়। রাতে ৭-৮ ঘণ্টার ঘুম জরুরি কেন দেহের জৈবিক ঘড়ি যদি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে, তা হলে লাভ শরীরেরই। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে, ঘুম খুব ভালো হয়। গভীর হয়। ঘুমের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, এর মধ্যে একটি হলো 'রª্যাপিড আই মুভমেন্ট' বা 'আরইএম'। এই সময় চোখের পাতা দ্রুত কাঁপতে থাকে এবং ঘুম পাতলা হয়ে আসে। সঠিক সময় ঘুমালে এবং ঘুম থেকে উঠলে এই 'আরইএম'ও ঠিকঠাক হয়। এটি মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতে ঠিকমতো ঘুম না হলে, সারাদিন কাজের এনার্জি পাবেন না। ঘুমে চোখ ঢুলতে থাকবে। দিনে ৭-৮ ঘণ্টার ঘুম শরীরের কোষগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। আপনি যতক্ষণ ঘুমাচ্ছেন, তার মধ্যে শরীরে পুনরুজ্জীবিত হয়।